গায়ত্রী

ঐতিহাসিক নাটক

শ্রীনিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ

কমলা বুক ডিপো, লিমিটেড

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীজয়ন্তীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
মাধবীতলা, চুঁচুড়া।

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীপতি প্রেস,
৩৮. নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র

স্বর্গত
পিতামাতার চরণোদ্দেশ্যে

অকৃতী সন্তানের

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

ভূমিকা

'গায়ত্রী' নাট্যকারের মানস-কন্যা। নাটকের আখ্যান বস্তু ঐতিহাসিক হইলেও নাটকের প্রাণ অধ্যাত্ম। গায়ত্রী সেই প্রাণের ধারা। পাঠান যুগের সুপ্রসিদ্ধ বীর দরাফ খাঁর জীবনী অবলম্বন করিয়া নাটকখানি রচিত। পূর্ব্বে গৌড়েশ্বর নাসিরুদ্দীনের অধীনে ইনি দেবকোটের সামন্ত রাজা ছিলেন। রাজনৈতিক জীবন অতিক্রম করিয়া ইনি মুক্ত-বেণী ত্রিবেণীতে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তথায় অবস্থান কালে তিনি হিন্দুর আরাধ্য গঙ্গার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন এবং গঙ্গা-ভক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গঙ্গা-স্তোত্র অতি সুমধুর সংস্কৃত কবিতা—

> সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
> স তরতি নিজ পুণ্যৈস্তত্র-কিন্তে মহত্বং।
> যদি চ গতি বিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
> তদিহ তব মহত্বং তন্মহত্বং মহত্বং॥

আজীবন কুটীল রাজনীতি-মার্গে ভ্রমণ করিয়া এই অন্তর্নিহিত ভক্তি দরাফ কোথায় পাইলেন! যে পরশ-মণির স্পর্শে দরাফের লৌহবৎ কঠোর অন্তর স্বর্ণময় হইয়াছিল—সেই পরশ-মণি "গায়ত্রী"। গায়ত্রী মানবের প্রকৃতিকী অধ্যাত্ম শক্তি—শুভ মুহূর্ত্তে ইনি আপনি জাগ্রত হন; নিষ্ঠাবানের অন্তরেই বাস করেন—সেখানে জাতির বিচার নাই।

নাটকখানি সাহিত্য হিসাবে উচ্চ শ্রেণীতে আসন পাইবে আমার বিশ্বাস। দরাফ খাঁ,গায়ত্রী এবং অন্যান্য চরিত্র বিশেষ দক্ষতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। প্রাচীন বাংলার একখানি অনবদ্য চিত্র চরিত্রগুলির ভিতর

হইতে অতি সহজেই প্রকাশ পাইয়াছে। পাঠ করিয়া আমার মনে হয়, নাটকখানি অভিনয়ের পক্ষেও সম্পূর্ণ উপযোগী।

গ্রন্থকার আমার বন্ধু—প্রবীণ সাহিত্যিক—প্রায় আজন্ম সাহিত্য সেবা করিয়া আসিতেছেন। তবে কলিকাতায় থাকেন না বলিয়া বোধ করি পাঠক সমাজে বিশেষ পরিচিত নহেন। নাট্য সাহিত্য রচনা এই তাঁহার প্রথম। পাঠকগণের সহিত গ্রন্থখানিকে পরিচয় করিবার ভার আমাকে দিয়াছেন। আমি এরূপ কার্য্যের পক্ষে যে কতদূর অযোগ্য, তাহা নিজে জানি, তবু বন্ধুর অনুরোধ বলিয়া অস্বীকার করিতে পারি নাই।

বাংলার পাঠক সমাজ নাটকখানি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলে, গ্রন্থকারের চেয়ে আমার আনন্দ কম হইবে না। নিবেদন ইতি—১৪ই পৌষ, ১৩৩৬ সাল।

নাট্যমন্দির, কলিকাতা।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

চরিত্র

পুরুষ—

রূপসেন	...	পাণ্ডুয়ার রাজা
শঙ্খ	...	ঐ ১ম পুত্র
চন্দন	...	ঐ ২য় পুত্র
শতঞ্জীব	...	মন্ত্রী
ধর্ম্মঙ্কর	...	রাজগুরু
হাসান	...	পাণ্ডুয়া-রাজের কর্ম্মচারী
সংক্রান্তি	...	গ্রহবিপ্র
জংলাল	...	সেনাপতি
ফিরোজ শাহ	...	দিল্লীশ্বর
সফিউদ্দীন	...	ঐ ভাগিনেয়
দরাফ	...	পাঠান সেনাপতি
রাজমল্লিক	...	ফকির
শিবাচার্য্য	...	শৈব
শ্রীকর	...	ব্রাহ্মণ
ভুদিয়া	...	দস্যু-সর্দ্দার
ধ্বজা	...	ঐ অনুচর
হিরণ্যচাঁদ	...	শেঠজী

স্ত্রী—

৫০৭৮

শীলাদেবী	...	১মা রাণী
পরিবালা	...	২য়া রাণী
কস্তুরী	...	সংক্রান্তির পত্নী
কল্পনা	...	হিরণ্যচাঁদের কন্যা
মূর্ত্তি	...	ভূঁদিয়ার পালিতা কন্যা

গায়ত্রী

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য—কারা-প্রাঙ্গণ

চন্দন ও প্রহরীদ্বয়

১ম প্রহরী। সোণার রাজ্য ছারখার কর্‌লে! বেটা যে গুণীন্—তার আর ভুল নাই।

২য় প্রহরী। সাক্ষাৎ ধূমকেতু!

১ম প্রহরী। রাজকুমারকেও আজ শৃঙ্খলাবদ্ধ দেখ্‌তে হ'ল!

২য় প্রহরী। পরী-রাণীটি হয়েছে—আমাদের সঙ্ ঠাকুরের দধি-মুখী বেড়াল! ওকে দিয়ে—যা নয় তাই কর্‌ছে! ঐ মাগীই আজ বিচার কর্‌বে!

১ম প্রহরী। সৎমা—সতীনের ছেলের বিচার কর্‌বে!

২য় প্রহরী। ও মাগী শুনেছি—কামরূপ কামিখ্যের মায়াবিনী! গাছ-চালানে মাগী!—

১ম প্রহরী। চুপ, চুপ! মহারাজ আস্‌ছেন। দেখ্‌না আগে বিচারের দৌড়টা! তারপর যা মনে আছে—তা ত হবেই।

(রূপসেন, পরিবালা, ধর্ম্মঙ্কর, সংক্রান্তি ও জংলালের প্রবেশ)

ধর্ম্মঙ্কর। জয় নিত্য নিরঞ্জন, জয় নিত্য নিরঞ্জন। মহারাজ ধর্ম্ম রক্ষা করুন, দুর্ব্বলকে অভয় দিন, অত্যাচার-পীড়িতকে আশ্রয় দান করুন।

সংক্রান্তি। রাজকুমার চন্দন, তোমায় শৃঙ্খলাবদ্ধ—প্রহরী-বেষ্টিত দেখে বুক আমার ফেটে যাচ্ছে! যা হবার হয়েছে, অপরাধ স্বীকার করে' মহারাজের চরণে ক্ষমা ভিক্ষা কর। দেব-হৃদয় মহারাজ অবশ্য তোমায় ক্ষমা কর্‌বেন।

চন্দন। মর্কট, সম্মুখ হ'তে আমার দূর হ'!

সংক্রান্তি। রাজকুমার, হিত কথা শোন। নচেৎ—রাজপুত্র বলে' যে তুমি নিষ্কৃতি পাবে, মনের কোণেও স্থান দিও না। এখনও বল্‌ছি—হিত কথা শোন।

চন্দন। অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাস—ওঃ কি ভীষণ!

সংক্রান্তি। চন্দন, আমায় তুমি শত্রু ভেব না। তোমার হিতের জন্যই বল্‌ছি—

জংলাল। বুদ্ধি যখন বিপরীত হয়, হিত কথাও তখন কাণে ঢোকে না। সংক্রান্তি, বৃথা চেষ্টা কেন?

সংক্রান্তি। রাজকুমার, এখনি তোমার বিচার হবে। শাস্তি-দান

করবেন—স্বয়ং পরী-রাণী। দণ্ডাদেশ একবার হ'লে আর ফিরবে না। তাই বলছি—দুষ্ট বুদ্ধি ছাড়, অবুঝ হয়ো না।

চন্দন। জ্বালাময়ী অগ্নি-বৃষ্টি—জ্বালাময়ী অগ্নি-বৃষ্টি! ওঃ—

সংক্রান্তি। গ্রহ দেখছি—নিতান্তই বিরূপ, শনি রন্ধ্রগত। হিত কথা শোন—

চন্দন। মূর্ত্ত শনিগ্রহ, অনুগ্রহ করে' যত পার আমার নিগ্রহ কর, হিত কর' না—দোহাই তোমার!

রূপসেন। বন্দীর ঔদ্ধত্য অসহ্য। সংক্রান্তি, বন্দীর বিরুদ্ধে অভিযোগ কি?

সংক্রান্তি। মহারাজ, রাজ-গুরু ধর্ম্মঙ্কর স্বয়ং উপস্থিত। ধর্ম্ম-ঠাকুরের অপহরণে আজ অষ্টাহ অনশনে। উনিই রাজকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ বর্ণনা করুন।

ধর্ম্মঙ্কর। মহারাজ, ধর্ম্মের নামে শপথ ক'রে বলছি—বন্দী রাজকুমার ধর্ম্ম-ঠাকুরের অমর্য্যাদা করেছে, ধর্ম্ম-স্থান অপবিত্র করেছে, নিরীহ সদ্ধর্ম্মীদের পীড়ন করেছে। শত শত অত্যাচার-পীড়িতের আর্ত্তনাদ সহ্য করতে না পেরে—রাজদ্বারে প্রতিকার প্রার্থনা করছি। ধর্ম্মের প্রতীক্—মহারাজ, সুবিচার করুন। অন্যথায় জলগ্রহণ করব না।

রূপসেন। পরী-রাণি, অপরাধীর প্রতি দণ্ড-বিধানের ভার আজ তোমার। চন্দন, কঠোর শাস্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও।

চন্দন। কেন—পিতা!

রূপসেন। তুমি রাজপুত্র হ'য়ে—প্রজা-পীড়ন করেছ, রাজ্যের শান্তিভঙ্গ করেছ।

চন্দন। না—পিতা, এ সমস্তই চক্রান্তকারীদের ষড়যন্ত্র।

রূপসেন। তুমি মিথ্যাবাদী।

চন্দন। মিথ্যাবাদী! পিতা, মিথ্যাবাদী আমি, না—এই সব কুক্কুরের দল?

জংলাল। জিহ্বা সংযত কর—রাজকুমার, সকলেই তোমার মত নীচ নয়।

রূপসেন। চন্দন!—

চন্দন। পিতা!

রূপসেন। তোমার বর্ব্বরোচিত আচরণে আমার উচ্চ-শির নত হয়েছে। পিতৃ-দ্রোহী কুলাঙ্গার, তোমায় পুত্র বলে' সম্বোধন কর্‌তেও আমার ঘৃণা হচ্ছে!

চন্দন। রাজা!—

সংক্রান্তি। রাজকুমার, অশিষ্ট হয়ো না। পিতার অবাধ্য হয়ো না। (পরী-রাণীকে ইঙ্গিত)

পরিবালা। বন্দি, তোমার গুরু অপরাধের শাস্তি-দান কর্‌ছি—আজীবন অন্ধকার কারাবাস।

(শীলাদেবী ও শতঞ্জীবের প্রবেশ)

শীলাদেবী। কে—রাক্ষসি, অবিচারে আমার চন্দনের শাস্তি-বিধান করিস্? রাজা, এ বিচার—না স্বৈরাচার?

চন্দন। মা, তুমি কেন এখানে? এ পাপ-স্থানে তুমি কেন—মা!

শীলাদেবী। বাবা—চন্দন, আমার হৃৎপিণ্ড নিয়ে এরা খেলা কর্‌ছে—আমি কি স্থির থাক্‌তে পারি? রাজা, চন্দন যদি প্রকৃত অপরাধী হয়, আমি জননী হয়েও—তার যোগ্য শাস্তি হাসি-মুখে সহ্য কর্‌ব। কিন্তু অবিচারে কিছুতেই তাকে দণ্ডিত হ'তে দেব না।

রূপসেন। মন্ত্রি, কি এ সব ?

শতজীব। হঁা—মহারাজ, রাণী-মাকে আমিই সমাচার দিয়েছি।

রূপসেন। মন্ত্রি, এর যোগ্য শাস্তি শীঘ্রই পাবে।

শতজীব। প্রস্তুত হয়েই এ কাজ করেছি—মহারাজ !

রূপসেন। মন্ত্রি !—

শতজীব। মহারাজ, একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্রের ফলে—বিনা দোষে বিনা বিচারে—দেব-শিশু চন্দনের সর্ব্বনাশ হচ্চে দেখে স্থির থাকৃতে পারি নি। মহারাজ,—

রূপসেন। মন্ত্রি, এ কাজ রাজাকে অবজ্ঞা, রাজ-কার্য্যের বিরুদ্ধাচরণ—তা জান ?

শতজীব। না—মহারাজ, অকপটে রাজা ও রাজ্যের মঙ্গল কামনা করেই এ কাজ করেছি। শুভ্র-যশোমণ্ডিত পাণ্ডুয়ার রাজ-মুকুট ও রাজ-সিংহাসনের বিশ্বস্ত ভৃত্যের কাজই করেছি। আমি রাজ্যের মন্ত্রী, হীন স্বার্থান্ধ চাটুকার নহি। মহারাজ, এখনও অবহিত হ'ন,—দুর্জ্জনের সঙ্গ পরিহার করুন। নতুবা সোণার রাজ্য পাণ্ডুয়া ধ্বংসের যে টুকু অবশিষ্ট আছে, অচিরেই তা সম্পন্ন হবে। এত অনাচার পৃথিবী সহ্য করবে না। গোপনে—রাজপুত্রকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে—

সংক্রান্তি। মিথ্যা কথা।

রূপসেন। মন্ত্রি, আমার আদেশ—সত্বর এ স্থান ত্যাগ কর।

(শতজীবের প্রস্থান)

শীলাদেবী। মহারাজ !—

রূপসেন। রাণি, পুত্র-বাৎসল্য দেখাবার স্থান রাজ-ধর্ম্মে নাই। অন্তঃপুরে যাও—অন্যথায় মর্য্যাদা থাকবে না।

শীলাদেবী। মর্য্যাদা থাকবে না!

চন্দন। এ প্রেত-ভূমি ত্যাগ কর—মা, আমি ভিক্ষা চাচ্ছি।—

রূপসেন। রাণি, অন্তঃপুরে যাও।

শীলাদেবী। চন্দন, মায়ের বুক থেকে সন্তানকে কেড়ে নিতে হিংস্র শ্বাপদও ইতস্ততঃ করে, দস্যু তস্করও সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু—এ কি! এরা কা'রা? কিছুই ত বুঝতে পারছি না!—

সংক্রান্তি। মহারাজের বিশ্রামের সময় হ'ল। প্রহরি!—

রূপসেন। প্রহরি, বন্দীকে কারাগৃহে নিয়ে যাও।

শীলাদেবী। কে—দস্যু, চন্দনকে স্পর্শ করিস্? আয়—চন্দন, মাতৃ-বক্ষে আয়।—স্বর্গের চেয়ে গরীয়ান্, তপোবনের চেয়ে শান্তিময়, গিরি-দুর্গের চেয়ে নিরাপদ—মাতৃ-বক্ষে আয়। দেখি, কার সাধ্য তোকে স্পর্শ করে।

চন্দন। অভাগিনী—মা আমার, তোমার চক্ষে জল!—এখনও আছে?

রূপসেন। চন্দন, এখনও মার্জ্জনা ভিক্ষা কর—

চন্দন। সিংহাসনের কলঙ্ক, সিংহাসন ছেড়ে নেমে এস, রাজ-মুকুট ধূলায় ফেলে দাও—স্পর্শে অপবিত্র হয়েছে।

রূপসেন। প্রহরি, এই দণ্ডে বন্দীকে অন্ধকার কারাগৃহে নিয়ে যাও।

(রূপসেন, পরিবালা, ধর্ম্মঙ্কর ও জংলালের প্রস্থান)

সংক্রান্তি। এ আপদ কোথা থেকে এল। প্রহরি!—

চন্দন। মা,—শক্তিময়ী জ্ঞানময়ী—মা আমার, তোমায় কি বলে' বোঝাব—গৃহে যাও, ব্যথার উপর ব্যথা দিও না।

শীলাদেবী। চন্দন, ক্রূর-কুচক্রীরা সত্যই আমার চন্দনকে বুক থেকে কেড়ে নেবে?

চন্দন। মা!—

সংক্রান্তি। প্রহরি!—

প্রহরী। সর তবে—রাণী-মা, কি আর কর্‌বে বল?

চন্দন। মা!

শীলাদেবী। নারায়ণ! (উপবেশন)

সংক্রান্তি। বন্দীকে কারাগারে নিয়ে যাও। হিত-কথা শুন্‌লে না—চন্দন, তার ফল ভোগ কর। আর—শর্ম্মারাম—ইন্দ্রজাল-বিদ্যাটা কেমন আয়ত্ত করেছে, হাড়ে হাড়ে বুঝলে?

(ভুদিয়া ও ধ্বজার প্রবেশ)

ভুদিয়া। হাঁ—ঠাকুর, বেশ বুঝেছি! কিন্তু সকলের বড় ঐন্দ্রজালিক—ঐ উপরে! সংক্রান্তি ঠাকুর, আমায় চিন্‌তে পার? আমি সেই ভুদিয়া—বাজিকর ভুদিয়া, দস্যু ভুদিয়া! মনে পড়ে কি? অবাক্ হয়ে দেখ্‌ছ কি?

সংক্রান্তি। য়্যাঁ?—হাঁ, কে তুই, কে তুই? প্রহরি!—

ভুদিয়া। কোথায় প্রহরী? কেউ নাই। ভুদিয়া ভেল্‌কি জানে—জান না? সব প্রহরী উড়ে গেছে, কোথাও কেউ নাই।

সংক্রান্তি। প্রহরি! (ধ্বজার প্রতি) বন্দীর শৃঙ্খল খুল না।—

ভুদিয়া। চুপ করে' দাঁড়াও, নইলে তোমায় হত্যা করব ! ধ্বজা চন্দনকে নিয়ে যা।

•

(চন্দনকে লইয়া ধ্বজার প্রস্থান)

শীলাদেবী। কি এ সব ! কিছুই ত বুঝতে পারছি না !

ভুদিয়া। রাণী-মা, পায়ের ধূলো দাও। চন্দন নিরাপদ, ঘরে যাও ?

শীলাদেবী। চন্দন নিরাপদ !

ভুদিয়া। হাঁ—রাণী-মা, ওঠ—ঘরে যাও।

(শীলাদেবী ও ভুদিয়ার প্রস্থান)

সংক্রান্তি। এর প্রতিফল পাবে।

২য় দৃশ্য—বৃক্ষতল

রাজমল্লিক

রাজমল্লিক। দীন-দুনিয়ার মালিক খোদাতালার বান্দা আমি—তাঁরই কাজে এ মুলুকে হাজির হয়েছি। একটা কিছু কর্‌ব, তার আর ভুল নাই। আজ আমার দিল্‌ এত আলো কেন? একটা কিছু কর্‌ব, আল্লাতালার দয়ায়—একটা কিছু কর্‌ব, একটা কিছু কর্‌ব।

(হাসানের প্রবেশ)

হাসান। আন্‌-মনে কি দেখ্‌ছ—ফকির সাহেব! আস্‌মানে কিল্লা বানাচ্ছ না কি?

রাজমল্লিক। এ কি—সৈয়দ সাহেব যে! এমন ভোরের বেলা—হঠাৎ ফকিরের আস্তানায় কি মনে করে'? কিছু মানসিক আছে?

হাসান। হাঁ—ফকির সাহেব, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আজ একবার ত্রিবেণী যাব—আমার বাল্য-বন্ধু দরাফ খাঁ আস্‌বে।—

রাজমল্লিক। কোথা থেকে আস্‌ছে?

হাসান। দরাফ এখন উত্তর-বাংলায় দেবকোটের শাসনকর্ত্তা। সেইখান থেকেই আস্‌ছে—আমার পুত্রের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে। রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি—

রাজমল্লিক। কি বল্‌লে—দরাফ এখন দেবকোটের শাসনকর্ত্তা? ঠিক হয়েছে—দিল্‌ আমার তাই এত আলো হয়েছে!—

হাসান। ফকির সাহেব, তুমি দেখ্‌ছি—নিশ্চয় পাগল হবে। একে এই ভূতুড়ে গাছতলাটায় আস্তানা বানিয়েছ—গতিক ভাল বোধ হচ্ছে না!

রাজমল্লিক। আমি ফকির লোক, মরা-ভূতে আমার কর্‌বে কি? এ মুলুকের ধাড়ি জ্যান্ত-ভূতই আমার বশে এসেছে!

হাসান। কে—বল দেখি?

রাজমল্লিক। পাণ্ডুয়া-রাজের দুষমন!—তোমাদের ঐ সংক্রান্তি ঠাকুর গো!

হাসান। বল কি!—সে যে ভারী ধড়িবাজ! হাঁ, দুষমনই বটে! সারা দেশটা জালিয়ে পুড়িয়ে খেলে! কোথা থেকে একটা পরী-রাণী জুটিয়ে—রাজ-সংসারটাও ছারখার কর্‌লে!

রাজমল্লিক। পরী-রাণী তার সোণার কাঠি রূপোর কাঠি, সেনাপতি জংলাল তাঁবেদার। আমি সব জানি, বে-ইমানী করে সে নিজে রাজা হতে চায়। সয়তানী ফন্দি-ফিকির মগজে তার গজগজ কর্‌ছে!

হাসান। লোকটা শুনেছি—একজন ওস্তাদ গুণীন্। এই ভূতুড়ে গাছটা দেখিয়ে এখানকার লোকেরা বলে—একটা জিন্-পরী রাত্রে গাছটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, এখানে এসে সকাল হওয়ায়—গাছটা ফেলে পালাচ্ছিল। সংক্রান্তি ঠাকুর মন্তর আউড়ে জিন্‌টাকে ধরেছে! সেই এখন পরী-রাণী।

রাজমল্লিক। আমার কাছে—সে গুমর তার ফাঁক্ হয়ে গেছে! বুজরুকি তার ধরে ফেলেছি। এখন আমায় ভারী খাতির করে, দরগায় সিন্নি দিতে আসে।

হাসান। তা হলে—ফকির সাহেব, তোমায় তারিফ্ না দিয়ে থাকৃতে পার্ছি না।

রাজমল্লিক। আর দু'দিন দেখ না—

(নেপথ্যে গীত)

আলো কালোর মাঝে রে তোর
রাঙা নিশান উড়িয়ে দে না;
মরণ আলো জীবন কালো
ভালয় ভালয় বুঝে নে না।
মরা-জীবন অন্ধকার,
বাঁচা-মরণ বরণ কর!
মেরুর আলো বুকে জেলে
সত্যি পথে এগিয়ে চ' না।

হাসান। এমন সময়ে—এখানে গান গায় কে?

রাজমল্লিক। এই দিকে আস্ছে না? বোধ হয়, দর্গায় আস্ছে। সঙ্গে স্ত্রীলোকও রয়েছে।

হাসান। আমি তবে একটু আড়ালে যাই।

(হাসানের প্রস্থান)

রাজমল্লিক। জেনানা সঙ্গে আছে—তাই ভোরের বেলা আস্ছে। বোধ হয়, দাওয়াই চাই।

(মূৰ্ত্তি ও দরাফের প্রবেশ)

মূৰ্ত্তি। এইবার আমরা ফকিরের আস্তানায় এসেছি। তুমি থাক, আমি এখন চল্‌লেম। আবার দেখা হবে।

দরাফ। রাত্রি কত ?

মূৰ্ত্তি। ঠিক জানি না। তবে প্রভাতের আর বিলম্ব নাই। আমি তবে চল্‌লেম।

দরাফ। দাঁড়াও। তুমি এখন কোথায় যাবে ?

মূৰ্ত্তি। ত্রিবেণী।

দরাফ। একা যেতে পার্‌বে ?

মূৰ্ত্তি। পার্‌ব। সরস্বতীর পথে—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আমি ত্রিবেণী পৌঁছাব। আমি চল্‌লেম।

(মূৰ্ত্তির প্রস্থান)

রাজমল্লিক। তোমরা কোথা থেকে আস্‌ছ ?

দরাফ। ফকির সাহেব, এটা কোন্ জায়গা ?

রাজমল্লিক। এ জায়গাটা পাণ্ডুয়া। তোমাকে মুসলমান দেখ্‌ছি।—

দরাফ। হাঁ, আমি এখানে হাসান সাহেবের বাড়ী যাব। কতদূর আর যেতে হবে ?

রাজমল্লিক। যেতে আর হবে না। ও—সৈয়দ সাহেব !—

(হাসানের পুনঃপ্রবেশ)

হাসান। কেন—ফকির সাহেব!

রাজমল্লিক। মেঘ না চাইতেই জল! তোমার দোস্ত হাজির!

হাসান। এ কি—দরাফ এসেছ! আমরা যে ত্রিবেণী যাবার উদ্যোগ করছি—এত ভোরে কেমন করে তুমি এলে?

দরাফ। সে অনেক কথা।

হাসান। সঙ্গে যে স্ত্রীলোকটি ছিল—কোথায় গেল?

দরাফ। সে এক তাজ্জব! ভাগীরথীতে আমাদের বজ্‌রা যেমন এসেছে—ভীষণ ঝড় উঠল। নির্ম্মল আকাশে কর্পূর-বাতির মত চাঁদ হাস্‌ছিল, নিমেষে ঘন-মেঘে সব আচ্ছন্ন হ'ল। মাঝি-মাল্লারা দিক্‌হারা হয়ে পড়্‌ল, ঝড়ের বেগে নৌকা কোথায় চল্‌ল—ঠিকানা নাই! মুস্কিলে আসান আল্লার নাম স্মরণ কর্‌লেম।—

হাসান। দুঃস্বপ্ন তা হ'লে আমার মিথ্যা নয়—ফকির সাহেব!

দরাফ। তারপর, অতি-আশ্চর্য্য ঘটনা—সেই দুর্য্যোগের মাঝে দরিয়া হঠাৎ যেন সঙ্গীত-মুখরা হয়ে উঠ্‌ল! রণোন্মত্ত ঝড়কে উপহাস করে' কোকিলা-কণ্ঠের সে সুর-লহরী কাণে আমার অভয়-বাণী প্রচার কর্‌লে! দূর নিকটে এল—সঙ্গীত মূর্ত্ত হয়ে উঠল! হাত ধরে' সে আমাকে তার ছোট ছিপে তুলে নিলে! তারপর এখানে এসেছি।

হাসান। এখন কোথায় সে গেল?

দরাফ। বল্‌লে—ত্রিবেণী।

হাসান। কে—সে?

দরাফ। বল্‌লে—ডাকাতের মেয়ে।

রাজমল্লিক। চমৎকার! খাঁ সাহেব, কথা কিছু উহ্য রাখ নি ত? এখানকার রাজাকে এক জিন্‌-পরীতে পেয়েছে কি না! তাই ভয় হয়। কিছু মনে কর না—খাঁ সাহেব!

দরাফ। না—না।

হাসান। ফকির সাহেবটা আমাদের ভারী রসিক লোক। তবে মাথায় একটু গোলমাল আছে। চল এখন। অন্যমনে কি ভাব্‌ছ—দরাফ! চল এখন।

রাজমল্লিক। রসিকতা বেরিয়েছে কি সাধে!—খাঁ সাহেবকে দেখে দিল্ যে আমার রোশ্‌নাইয়ে ভর্‌পূর! কাম ফতে! খোদার দয়ায়—এ মুলুকে তোমায় পেয়েছি—খাঁ সাহেব! কাম ফতে!—পাণ্ডুয়ার দুর্গ-চূড়ে ইস্‌লামের অর্দ্ধচন্দ্র-লেখা নিশান উড়্‌বেই!

হাসান। মাথা বিগ্‌ড়েছে! ফকির সাহেব, ঠাণ্ডা হও।

৩য় দৃশ্য—ত্রিবেণী

শিবাচার্য্য

শিবাচার্য্য। শিবরূপা গায়ত্রী-দেবী তোমায় প্রণাম করি। শিবোঽহম্ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্। ভিক্ষু!—

(ভিক্ষুদাসের প্রবেশ)

ভিক্ষুদাস। আমায় ডাকছেন?

শিবাচার্য্য। হাঁ, আজ এখনই আমি পাণ্ডুয়া যাত্রা কর্‌ব। ভুদিয়া এখনও ফিরে এল না, চন্দনের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। মনে আমার নানা দুশ্চিন্তার উদয় হচ্ছে।

ভিক্ষুদাস। সম্ভবতঃ ভুদিয়া নিজে ধরা পড়েছে।

শিবাচার্য্য। তুমি থাক, আমি আর বিলম্ব কর্‌ব না—এখনই যাত্রা করি। ভুদিয়া যদি ফিরে আসে, তাকে মন্দিরে অপেক্ষা কর্‌তে বল'। আমি চল্‌লেম।

ভিক্ষুদাস। বাণলিঙ্গের প্রসাদী নির্ম্মাল্য—

শিবাচার্য্য। হাঁ, নিয়ে এস।—

(ভিক্ষুদাসের প্রস্থান)

পুণ্য-সলিলা গঙ্গে, দ্রবময়ী সঙ্গীত-লহরী তুই! ভগীরথের শঙ্খ-ধ্বনি শুনে স্বর্গের ভাব-ধারা নিয়ে মর্ত্ত্যে নেমে এসেছিস্। ধূর্জ্জটী তোর অমৃতধারা শিরে ধারণ করেই মঙ্গলময় শিব। কল-নাদিনি, যুগের মর্ম্ম-গাঁথা কল-কল-তানে যুগে যুগে কি গেয়ে চলেছিস্?

(গঙ্গা-বক্ষে মূর্ত্তির গীত)

তীরে তরী ত্বরা বেয়ে চল—
তরুণী তরণী কোলে চঞ্চল।
রক্তিম রবি ডুবিছে ধীরে
সাঁঝের পাখী চলেছে নীড়ে,
ধূমে ধূসর অম্বর অঞ্চল—
তরুণী তরণী কোলে চঞ্চল।
দিগ্বালা হাসিছে চপলা হাসি
দূরে দুরন্ত মেঘের রাশি,
সমীরণ স্তব্ধ জাহ্নবী অচল—
তরুণী তরণী কোলে চঞ্চল।

(মূর্ত্তির কূলে অবতরণ)

শিবাচার্য্য। কে—তরুণী, ত্রাসে চঞ্চল হয়েছ ?

মূর্ত্তি। ত্রাসে নয়, উল্লাসে। দেখ্‌ছ না—প্রকৃতি ঘন-ঘটায় তুমুল সংগ্রামের আয়োজন কর্‌ছে ?

শিবাচার্য্য। তা'তে তোমার উল্লাস কিসের ?

মূর্ত্তি। আমি যে প্রকৃতির অংশ। বিন্দু বটে, কিন্তু সিন্ধু হতে পারি। জল-কণা কি মহাসাগরের তরঙ্গে পরিণত হয় না ?

(ভিক্ষুদাসের পুনঃ প্রবেশ)

ভিক্ষুদাস। এ কি—সাক্ষাৎ মকরবাহিনী গঙ্গা! আচার্য্য, নির্ম্মাল্য গ্রহণ করুন

শিবাচার্য্য। হাঁ, দাও।

মূর্ত্তি। নির্ম্মাল্য কেন? মনে কোন সংকল্প করেছ?

শিবাচার্য্য। হাঁ, বিশেষ কাজে এখনই আমায় স্থানান্তরে যেতে হবে। তোমার কোন প্রয়োজন থাকে—বল, আমি বিলম্ব করতে পারব না।

মূর্ত্তি। বিশেষ কাজে আমারও তোমাকে প্রয়োজন আছে। নির্ম্মাল্য ফিরে দাও, তোমার কোথাও যাওয়া হবে না। তুমি ত শিবাচায্য?

শিবাচায্য। তুমি কি বলছ? কে তুমি? তোমার পরিচয় কি?

মূর্ত্তি। আমি অজ্ঞাত-কুলশীলা। বলছি—তোমার কোথাও যাওয়া হবে না। আমি নদী বন মরু পর্ব্বত পার হয়ে তোমার কাছে এসেছি, আর তুমি চলে যাবে? তোমার যাওয়া হবে না—তোমাকে আমার বিস্তর প্রয়োজন।

শিবাচায্য। কি প্রয়োজন—বল? বিলম্ব কর' না, এখনই আমায় যেতে হবে।

মূর্ত্তি। এত ব্যস্ত কেন? শোন—শিবাচার্য্য, কোথাও তোমার যাওয়া হবে না। দাও নির্ম্মাল্য।

শিবাচায্য। উন্মাদিনীর মত কি বলছ?

মূর্ত্তি। হাঁ, উন্মাদিনী—সত্যই আমি উন্মাদিনী! সংসার আমায় উন্মত্ত করেছে, সমাজ আমায় উন্মত্ত করেছে, রাষ্ট্র আমার উন্মত্ত করেছে, ধর্ম্ম আমায় উন্মত্ত করেছে! শিবাচায্য, তুমিও কি আমায় উন্মত্ত করতে চাও?

শিবাচার্য্য। কে তরুণী—প্রহেলিকাময়ী! বল—তুমি কি চাও? সাধ্য হ'লে অবশ্যই আমি তোমার প্রয়োজন সম্পন্ন করব।

মূর্ত্তি। তবে মাল্য দাও।

শিবাচার্য্য। এই নাও।

মূর্ত্তি। (হাস্য)

শিবাচার্য্য। হাস্‌লে যে! আমাকে' সংকল্প-চ্যুত করাই কি তোমার উদ্দেশ্য?

মূর্ত্তি। না—শিবাচার্য্য, তোমার সংকল্পে সাহায্য করাই আমার উদ্দেশ্য। সৃষ্টি-সংসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী প্রাণ নিয়ে আমি তোমাকে সহচর চাই। প্রগল্‌ভা নারীকে মার্জ্জনা কর।

ভিক্ষুদাস। আচার্য্য, ঐ ভুদিয়া ফিরে এসেছে।

(ভুদিয়ার প্রবেশ)

ভুদিয়া। শিব-ঠাকুর, প্রণাম।

শিবাচার্য্য। সংবাদ কি—ভুদিয়া? তোমার জন্যে আমি উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছি। চন্দন কোথা?

(চন্দন ও ধ্বজার প্রবেশ)

ভুদিয়া। চন্দন, শিব-ঠাকুরকে প্রণাম কর।

মূর্ত্তি। কেমন—শিবাচার্য্য, আমার কথা ঠিক হ'ল?—তোমার যাওয়া হবে না!

ভুদিয়া। শিব-ঠাকুর, এইবার আমার পুরস্কার?

শিবাচার্য্য। ভুদিয়া, সত্যই তুমি অদ্ভুত-কর্ম্মা! বাঘের মুখ থেকে চন্দনকে রক্ষা করেছ। এস, তোমায় আলিঙ্গন করি। আগে—বল, কি করে' উদ্ধার কর্‌লে?

ভুদিয়া। সে কথা পরে বল্‌ব। শিব-ঠাকুর, গোধূলি-লগ্ন এখনও উত্তীর্ণ হয় নি—বিলম্বে বিঘ্ন হবে। আমার পুরস্কার দাও—ঠাকুর!—রাজপুত্রের জীবন রক্ষার পুরস্কার।—

শিবাচার্য্য। সে কথা ভুলিনি—ভুদিয়া! পুরস্কার নয়, তোমার ঋণ। চন্দনকে রক্ষা করে' তুমি আমায় চির-ঋণে আবদ্ধ করলে! বিস্ময় ও আনন্দে প্রাণ আমার ভরে রয়েছে, একটু স্থির হতে দাও।

ভুদিয়া। কিন্তু—লগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়! আর ত অপেক্ষা করা চলে না। আমার অরক্ষণীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করে' আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধ পূর্ণ কর'—আমি তোমার ক্রীতদাস হ'য়ে থাকব।

শিবাচার্য্য। ভুদিয়া, এত অস্থির কেন? আর এখানে তোমার কন্যাই বা কোথা?

ভুদিয়া। এই যে আমার সালঙ্কৃতা সুন্দরী কন্যা—তোমার সম্মুখে। মূর্ত্তি, শিব-ঠাকুরকে প্রণাম কর।

মূর্ত্তি। শিবাচার্য্য, বলেছি ত—তোমাকে আমার সহচর হ'তে হবে।

শিবাচার্য্য। ভুদিয়া, এই তোমার কন্যা? এই আগ্নেয়-গিরির উচ্ছ্বাস, জল-প্লাবনের বেগ, ঝঞ্ঝা-বায়ুর উন্মাদনা, এই বিদ্যুৎ-স্ফুরণের দীপ্তি—এ তোমার কন্যা?

ভুদিয়া। হাঁ—ঠাকুর, এরই জন্যে আমি নিজের জীবন বিপন্ন করে' চন্দনকে উদ্ধার করেছি।—শুধু তুমি আমায় বড় আশ্বাস দিয়েছিলে বলে'। ঠাকুর, লগ্ন উত্তীর্ণ হয়, আর আমি বিলম্ব সহ্য করব না।

শিবাচার্য্য। বিলম্ব সহ্য করব না! ভুদিয়া, সহসা তুমি উত্তেজিত হলে কেন? শোন, আগে ধীর ভাবে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। সত্য বল, এ কন্যা কে? এ জটীল রহস্যের উদ্ভেদ না করে' আমি কোন কাজ করব না।

ভুদিয়া। তোমার প্রতিশ্রুতি পালন কর—ঠাকুর! আমার কন্যার অমর্য্যাদা কর' না। নারীর অসম্মানে ভুদিয়া কখন স্থির থাকতে পারে না। আর মূহুর্ত্ত বিলম্ব করব না। মূর্ত্তি!—

শিবাচার্য্য। দাঁড়াও!—

ভুদিয়া। ধ্বজা, আমার হাতিয়ার।

ভিক্ষুদাস। স্পর্দ্ধা বটে!

শিবাচার্য্য। একি, সত্যই যে তুমি হাতিয়ার নিয়ে দাঁড়ালে! আমার বক্ষ বিদ্ধ করবে? বেশ, তাই কর।

মূর্ত্তি। চমৎকার এই দৃশ্য! সংজ্ঞা-হারা হয়েছ তুমি—ভুদিয়া, হাতিয়ার ত্যাগ কর। এত দৌর্ব্বল্য তোমার! বাবা!—

ভুদিয়া। এ আমি কি কর্‌ছি! মূর্ত্তি, মা আমার!—

মূর্ত্তি। শিবাচার্য্য, মার্জ্জনা কর। স্নেহের দৌর্ব্বল্যেও ভুদিয়া জ্ঞান-হারা হয়েছে।

ভুদিয়া। মার্জ্জনা কর—শিব-ঠাকুর, অন্যায় করেছি।

শিবাচার্য্য। এত মহৎ প্রাণ তোমার—ভুদিয়া! এত সরল, এত উদার!

চন্দন। এ কি বিচিত্র ব্যাপার! সবই আমার অদ্ভুত মনে হচ্ছে! কি এ সব—ভুদিয়া?

ভুদিয়া। রাজকুমার, সত্য সবই বিচিত্র। আমি বাজিকর, আমি দস্যু। দিনে ভেল্‌কী দেখাতেম, রাত্রে নরহত্যা করে' লোকের সর্ব্বস্ব হরণ করতেম! কিন্তু বিচিত্র লীলা বিধাতার—দস্যুর জীবন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হল! দশ বছর আগে—ঠিক এইখানে—এই দরিয়ার কিনারে, আমি আমার মাকে কুড়িয়ে পেলেম।

চন্দন। দশ বছর আগে! তখন এর বয়স কত?

ভুদিয়া। পাঁচ ছ' বছর। সংজ্ঞা-হীনা, বোধ হয় ঢেউয়ে ভেসে এসেছিল। গঙ্গা-মায়ের দান!—আমি বুকে তুলে নিলেম।

চন্দন। তারপর?

ভুদিয়া। তারপর, বাজিকরকে সে ভেল্‌কী দেখালে! দস্যুর পাথর বুকে স্নেহের উৎস বহালে! দস্যু-বৃত্তি ছেড়ে—তারপর আমি মূর্ত্তিকে নিয়ে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করেছি; শস্ত্রে শাস্ত্রে মাকে সুশিক্ষিতা করেছি। তারপর, দশ বছর পরে স্বদেশে ফিরে এসেছি—প্রাপ্ত-যৌবনার বিবাহ দিবার সংকল্প করে'। কিন্তু শত চেষ্টায় অজ্ঞাত-কুলশীলার সুপাত্র পাই নি। নিষ্ঠুর সমাজ!

চন্দন। এখনও কি মূর্ত্তির প্রকৃত পরিচয় জান না?

ভুদিয়া। জেনেছি—কিন্তু সে এখন তোমারই মত গৃহ-হারা। শেষে এই শিব-ঠাকুরের শরণ নিয়েছি। এই মুক্তাত্মা পুরুষের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করি। শুনেছি—শৈবদের অসবর্ণ বিবাহে বাধা হয় না। শিব-ঠাকুর এই সর্ত্তে মূর্ত্তির পাণিগ্রহণে সম্মত হলেন, যদি—রাজকুমার,তোমাকে কুচক্রীর কবল থেকে উদ্ধার কর্‌তে পারি।

শিবাচার্য্য। ভুদিয়া, আমি শুধু ভাবছি—লীলা-চঞ্চলা এ গঙ্গা-তরঙ্গের বেগ ধারণ কর্‌বার শক্তি আছে কা'র! এতদিন তোমার কন্যাকে দেখি নি, তাই সামান্যা নারী বোধে অবজ্ঞা করেছিলেম। এখন দেখ্‌ছি—বস্ত্রাঞ্চলে যেমন জলন্ত অঙ্গার বাঁধা থাকে না, নিয়মের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে তেমনি একে ধরে রাখা যায় না। পুষ্পিত রূপলাবণ্য-ময়ী—এ ভাব-গঙ্গা আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ, মহিমা-গর্ব্বে উন্নত, হৃদয়ের গভীরতায় অতলস্পর্শ। বিস্ময়-মুগ্ধ প্রাণে—তাই গঙ্গোত্রীর সন্ধান কর্‌ছিলেম।

মূর্ত্তি। সন্ধান পেলে কি?

শিবাচার্য্য। পেয়েছি। আর পেয়ে আকাশ পাতাল কত কি ভাব্‌ছি। মূর্ত্তি, তুমি পাণ্ডুয়া-রাজ রূপসেনের অপহৃতা কন্যা।—চন্দন তোমার সহোদর। বল, সত্য কিনা?

চন্দন। ভগবন্, তুমি সত্য। আমার স্বপ্ন সত্য হয়েছে—তোমাকে কোটী কোটী প্রণাম।

মূর্ত্তি। ভাই—চন্দন!—

শিবাচার্য্য। ভাগ্যবান্ তুমি—ভুদিয়া, এই রত্ন কন্যা-স্নেহে কণ্ঠে ধারণ করে' আছ। তুমি ধন্য। দেবী অংশে সম্ভূতা ললনা—দেব-কার্য্যে এসেছে, যদি অন্ধ না হও—দেখ! আমি দেখ্ছি—এ গঙ্গা-প্রপাত যে মস্তকে ধারণ করতে পারে, সে অনাগত। কিন্তু—ভুদিয়া, আমি যে প্রতিশ্রুতি-পাশে বদ্ধ!

মূর্ত্তি। শিবাচার্য্য, অন্তর তোমার আমি দেখতে পাচ্ছি। তুমি মহাপ্রাণ, আমার প্রণাম গ্রহণ কর। সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী তুমি, চন্দনকে উদ্ধার কর্লে পরিণয়-সূত্রেও বদ্ধ হ'তে রাজি হয়েছ—এ তোমারই যোগ্য নিষ্কাম পরহিতৈষণা।—দিব্য প্রেরণা! হে মহাপুরুষ, আবার তোমায় প্রণাম করি। সঙ্কোচ দূর কর, আমি তোমার নিগড় হতে চাই না।

ভুদিয়া। মূর্ত্তি, এ সব তুই কি বল্ছিস? আমার সাধ কি পূর্ণ হবে না?

শিবাচার্য্য। মূর্ত্তি!—

মূর্ত্তি। শিবাচার্য্য, মহাজ্ঞানী তুমি—মোহাচ্ছন্ন হয়ো না। ভগবৎ প্রেরণা—আজ তোমাকে আমাকে চন্দন ভুদিয়া ধ্বজাকে এখানে একত্র করেছে। মহাকাব্য সম্মুখে!—সংসার সমাজ রাষ্ট্র ধর্ম্ম সর্ব্বত্রে আজ বিপ্লব-বহ্নি জ্বলে উঠেছে! বজ্র-গর্ভ মেঘ—ঐ শোন জাতির মাথার উপর গর্জ্জন কর্ছে, বিদ্যুৎ বিদ্রূপের হাসি হাসছে! আত্মস্থ হও, এই যুগ-সন্ধি-ক্ষণে দিশা-হারা হয়ো না। অন্ধকারে আলোক-বর্ত্তিকার মত জ্বল্তে পুড়তে ভস্মীভূত হতে প্রস্তুত হও। লোক-হিতে আত্মাহুতি দাও।

শিবাচার্য্য। লোক-হিতে আত্মাহুতি—মৃত্যুঞ্জয়ের আশীর্ব্বাদ।

মূর্ত্তি। বাবা, আর ক্ষোভ নাই। আমায় আশীর্ব্বাদ কর—বাণ-লিঙ্গের প্রসাদী নির্ম্মাল্য আমার মাথায় দাও। আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

ভূদিয়া। মূর্ত্তি—মা আমার!

মূর্ত্তি। মেঘ কেটে গেছে! বাবা, উপরে নক্ষত্র-খচিত নীলাম্বরে ঐ আকাশ-গঙ্গা, নিম্নে মুক্ত-বেণী ত্রিবেণীর ত্রিধারা! ঐ দেখ—দিকে দিকে দীপালির দিব্যশ্রী, ঐ মঙ্গল-শঙ্খ বেজে উঠেছে, কুলবালারা হুলুধ্বনি দিচ্ছে! এই উৎসবময় মধুর সান্ধ্য-বাসরে—এই পুণ্য পাদপীঠে—এই আমি দেবাদিদেবের উদ্দেশ্যে আমার মাল্য দান কর্‌লেম। এস—শিবাচার্য্য, আমার এই মণিময় কণ্ঠমালা বাণ-লিঙ্গের পাদ-মূলে রক্ষা কর। আমার নারী-জন্ম সার্থক হ'ল।

৪র্থ দৃশ্য—গৃহ-প্রাঙ্গণ

সংক্রান্তি ও কস্তুরী

সংক্রান্তি। শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্ !—

কস্তুরী। তোর মুণ্ড পাতনম্। আজ তোর মুণ্ডপাত করে' তবে জলগ্রহণ করব। যেমন খয়ের কাঠের হাত পা, তেমনি বুদ্ধি! আজ গলা টিপে তোকে মেরেই ফেল্‌ব!

সংক্রান্তি। কর কি—কর কি! কথাটাই আগে শোন, তারপর যা হয় কর'।

কস্তুরী। আগে যমের বাড়ী পাঠাই, তারপর শুন্‌ব। পালাবি কোথা? মুখ রগড়ে দেব না!—

সংক্রান্তি। ওগো—থাম, তোমার পায়ে পড়ি! কথাটাই শোন—

কস্তুরী। এই—শুনি!—

সংক্রান্তি। ওরে বাবারে—

কস্তুরী। চুপ! চুপ করে' দাঁড়া—নড়বি ত গলায় পা দেব! আজ তোকে আমড়া গাছে বেঁধে—জল বিছুটী লাগাব! নিয়ে আসি দড়ি গাছটা।

(কস্তুরীর প্রস্থান)

সংক্রান্তি। সত্যিই যে দড়ি আন্‌তে চল্‌ল! পালাব না কি? আপদ মলে যে বাঁচি! যেমন গুজরুটী হাতীর মতন চেহারা, গায়েও তেমনি অসুরের বল। কি করি—পালাব না কি?

(কস্তুরীর পুনঃপ্রবেশ)

কস্তুরী। পালাবি কোথা ?— •

সংক্রান্তি। না, পালাই নি ত ! এই—

কস্তুরী। সরে আয় ! আজ তোকে পেছ-মোড়া করে' বাঁধবই ! দেখি —কে রক্ষে করে !

সংক্রান্তি। ওগো তোমার পায়ে পড়ি গো !—ওরে বাবারে—

কস্তুরী। চুপ, ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ !—

সংক্রান্তি। এমন কাজ আর হবে না।—

কস্তুরী। সাত দিন বাড়ী ঢোক নি, লুকিয়ে বেড়াচ্ছ ? যাবে কোথা ?

সংক্রান্তি। কোথাও না। এবারকার মত মাফ কর—এই নাকে খৎ !

কস্তুরী। বল, শীকার পালাল কোথা ?—চোখে ধূলো দিলে ! আজ দশ বছর ধরে জাল বুনেছি—সে জাল ছিঁড়ে শীকার পালাল ! তোকে আঁশ-বটীতে কাট্‌লেও যে রাগ যায় না !—

সংক্রান্তি। যাবে কোথা ? ধরা পড়্‌বেই !

কস্তুরী। আমার পাকা খুঁটী কেঁচে গেল ! এখন করি কি ?

সংক্রান্তি। গুরুদেব আস্‌ছেন, গুরুদেব আস্‌ছেন !

(ধর্ম্মঙ্করের প্রবেশ)

ধর্ম্মঙ্কর। জয় নিত্য নিরঞ্জন, জয় নিত্য নিরঞ্জন !

সংক্রান্তি ও কস্তুরী। (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম) জয় নিত্য নিরঞ্জন, জয় নিত্য নিরঞ্জন !

ধর্ম্মঙ্কর। চন্দনের কোন সন্ধান পেলে ?

সংক্রান্তি। সাত দিন যথেষ্ট চেষ্টা-চরিত্র কর্‌লেম—কিছুই হ'ল না।

ধর্ম্মঙ্কর। এখন উপায় ?

সংক্রান্তি। উপায়—গুরুদেবের শ্রীচরণ। এখন কি রাজ-বাড়ী থেকেই আস্‌ছেন ?

ধর্ম্মঙ্কর। হাঁ, সব কথাই বল্‌লেম। রাজাও বুঝেছেন—এ সমস্তই বড় রাণীর কারসাজি !—তারই গড়া-পেটা লোক চন্দনকে সরিয়েছে !

কস্তুরী। ওই মাগীই—যত নষ্টের মূল ! মাগী লাঠি দিয়ে সাপ খেলাচ্ছে !

ধর্ম্মঙ্কর। সব শুনে—রাজা আদেশ দিয়েছেন, চন্দনের সন্ধান না দিলে বড় রাণীকে তার ঠাকুর-বাড়ীতে আটক থাকতে হবে। ঠাকুর-বাড়ীর চারিদিক পাহারা-ঘেরা থাক্‌বে।

সংক্রান্তি। ধর্ম্মই সত্য, ধর্ম্মই সত্য।

ধর্ম্মঙ্কর। রাজা আরও বলেছেন, সপ্তাহের মধ্যে বড় রাণী যদি চন্দনের সংবাদ না বলে, তবে বড় রাজকুমার শঙ্খের প্রাণদণ্ড হবে। শঙ্খকে ধরে আন্‌তে সেনাপতি জংলাল সপ্তগ্রাম যাত্রা করেছে।

সংক্রান্তি। জয় ধর্ম্ম-ঠাকুর, জয় ধর্ম্ম-ঠাকুর ! ধর্ম্মের গতি যে অতি সূক্ষ্ম—তার আর ভুল নাই।

কস্তুরী। তা হলে দেখছি—শাপে বর হ'ল—এক ঢিলে দু'পাখী ম'ল !

ধর্ম্মঙ্কর। এইবার—সংক্রান্তি, আসল কাজটি তোমাকে কর্‌তে হবে। ব্রাহ্মণগুলোকে সমূলে উচ্ছেদ কর্‌তে হবে। ঐ গুলোই সদ্ধর্ম্মের পরম শত্রু।

সংক্রান্তি। ওদের চাই হচ্ছে—ঐ শ্রীকর বামুনটা।

ধর্ম্মঙ্কর। সে কথাও রাজাকে বলেছি—ঐ শ্রীকর বামুনটা। চন্দন যে

সধর্ম্মীদের উপর অত্যাচার করেছে—তারও মূলে ঐ শ্রীকর বামুনটা। ওরা যাতে দূর হয়, এখন সে কাজটি তোমায় করতেই হবে।

সংক্রান্তি। কিছু বলতে হবে না।—ও কথা আমার ইষ্ট-মন্ত্র, জপ-মালা হয়ে আছে। ছলে বলে কৌশলে—যেমন করেই হ'ক, বামুন গুলোকে পাণ্ডুয়া থেকে তাড়াবই।

ধর্ম্মঙ্কর। সবই নিরঞ্জনের ইচ্ছা। এখন তবে আসি—সংক্রান্তি!

সংক্রান্তি। এখন কি মহানাদেই যাবেন?

ধর্ম্মঙ্কর। মহানাদেই যাব।

(ধর্ম্মঙ্করের প্রস্থান)

সংক্রান্তি। শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্। প্রেয়সি, সাত দিন সাধে বাড়ী আসি নি! আট-ঘাট বেঁধে তবে এসেছি।

কস্তুরী। চন্দনটাকেও কিন্তু ধরতে হবে।—

(নেপথ্যে—"খয়রাত মিলে রাজা")

সংক্রান্তি। ও আবার কে?

কস্তুরী। চিনতে পারলে না?—ও যে আমাদের ফকির সাহেব।

সংক্রান্তি। তাই না কি? এস—ফকির সাহেব!

(রাজমল্লিকের প্রবেশ)

রাজমল্লিক। দিল্ তাজা আছে? একবার এলেম এদিকে।

সংক্রান্তি। বেশ করেছ—ফকির সাহেব, এই তোমার কথাই ভাবছি।

কস্তুরী। ফকির সাহেব, হাতটা আমার আর একবার দেখ ত।

রাজমল্লিক। তোরা দু'জনে জরুর রাজা রাণী হবি।—নসিবে লেখা জ্বল্ জ্বল্ করছে! আমি কি ঝুটা বলেছি?

কস্তুরী। আর দেরী কত—সেইটা ঠিক করে' বলে দাও। মিছে দেরী আমার ভাল লাগছে না। কবে—কোন্ সময়ে ঠিক বলে দাও। আমি দর্‌গায় গিয়ে—তোমার পীরের সিন্নি দিয়ে আসব।

রাজমল্লিক। বেটি, মাথা ঠাণ্ডা রাখ। এক বছরেই তোরা রাজা রাণী হবি—আবি খুব ভাল জানি। তবে—কিছু মেহনৎ চাই। খোদা কি খাবার গিলিয়ে দেয়?

সংক্রান্তি। মেহনৎ খুব কর্‌ছি—ফকির সাহেব, কিন্তু ঠিক লাগছে না।

রাজমল্লিক। রোগের মাফিক দাওয়াই হচ্ছে না।

কস্তুরী। ফকির সাহেব, তুমি ত অনেক রকম দাওয়াই জান। একটা বলেই দাও না।

রাজমল্লিক। আমার দাওয়াই ভারী কড়া!—সাপের বিষের চেয়ে কড়া! তবে বিশ দিনের কাজ এক দিনে হয়।

কস্তুরী। সেই ওষুধই দাও। আমার আর দেরী সইছে না।

রাজমল্লিক। সংক্রান্তি কি রাজি আছ?

সংক্রান্তি। খুব রাজি—এখনি রাজি!

রাজমল্লিক। বেশ, তবে দু'দিন আর সবুর কর। রোগ শুনে আমি ঠিক ঠিক দাওয়াই বাৎলাব। কিন্তু খুব হুঁসিয়ার থাক—কাকে কোকিলে যেন একথা না শোনে! আমি আবার আসব, এখন চল্‌লেম। সেলাম—রাজা সাহেব, সেলাম—রাণী-মায়ি!

উভয়ে। সেলাম, সেলাম।

(রাজমল্লিকের প্রস্থান)

সংক্রান্তি। প্রেয়সি!—

কস্তুরী। প্রাণবল্লভ!—

— —

৫ম দৃশ্য—উদ্যান

পরিবালা ও সহচরীগণ

(গীত)

আমায় কেমন করেছে সে—
চাঁদের কিরণ মেখে এসে।
স্বপনে গোপনে অভিসারে আসে
মরমের কথা নয়নে ভাসে
মৃদু হাসে—
বাঁধে বাহুপাশে,
অলস বিলসে চুমি আবেশে
তুলে নিয়ে যায় তারার দেশে।

পরিবালা। দেখ, তোরা বড় জালাতন করিস্। তোদের সুরের লহরে কত-কি আমার মনে পড়ে! কত ভুলে-যাওয়া রামধনু রঙের ছবি বুকে আবার ভেসে ওঠে—মনে হয় সেই রঙিন্ স্বপনের দেশে আবার এসেছি, আবার ছেলে-বেলার সহচরীদের সঙ্গে খেলা কর্‌ছি, আবার ফুলের গন্ধে-ভরা ফুর্‌ফুরে হাওয়ায় হেলে দুলে বেড়াচ্ছি! সত্যি বল্‌ছি—তোদের গানে প্রাণে আমার রঙিন আলোর মেলা বসে, চোখে রঙিন্ নেশার আবেশ হয়! মাঝে মাঝে বুকটা হুহু করে ওঠে! কেন এমন হয়?

(গীত)

রঙিন্ দেশে যাব—
রঙিন্ পরীর রঙিন্ পাখা মেলে বেড়াব।
রঙিন্ ফুলের পরাগ মেখে
সোণার আঁচল ছড়িয়ে রেখে
রেস্‌মী রঙিন্ প্রাণে রঙিন্ সুধা খাব।
রাঙা মেঘের রঙিন্ তরী
চড়ে যাব অচিন্ পুরী
তারা ধরে মুচকে হেসে চাঁদের পানে চাব।

পরিবালা। মহারাজ এই দিকে আস্‌ছেন—সঙ্গে সেনাপতি জংলালও রয়েছে। চল্, আমরা দীঘির ধারে ফুল তুলে মালা গাঁথি গে। আজ যার মালা ভাল হবে, আমি তাকে ফুলের মুকুট পরিয়ে ফুল-রাণী সাজাব। চল্। (সকলের প্রস্থান)

(রূপসেন ও জংলালের প্রবেশ)

রূপসেন। অকর্ম্মণ্য! এই সামান্য কাজটাও তোমার দ্বারা হ'ল না? চন্দন কারাগার থেকে পালাল, শঙ্খও রাজ-আজ্ঞা উপেক্ষা করলে! তুমি অবসর গ্রহণ কর।

জংলাল। মাত্র দশ জন অশ্বারোহী নিয়ে—

রূপসেন। একজন নিরস্ত্র লোককে বন্দী করতে—দশ জন সশস্ত্র অশ্বারোহী পারে না?

জংলাল। হিরণ্যচাঁদের পঞ্চাশ জন পাইক আমাদেরই বন্দী করেছিল। শঙ্খ আমাদের মুক্তি দিলে।

রূপসেন। এক শত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে—এখনি আবার সপ্তগ্রাম যাত্রা কর। শঙ্খকে ধরে আনা চাই। এত দূর স্পর্দ্ধা তার!

জংলাল। তার প্রয়োজন হবে না। শঙ্খ নিজেই আস্‌বে বলেছে।

রূপসেন। নিজেই আস্‌বে বলেছে! রাজাজ্ঞা সে শুনেছে?

জংলাল। হাঁ—চন্দনের অপরাধে তার প্রাণ-দণ্ড হবে—শুনেছে। শুনে বলেছে—"নিজে সে স্বেচ্ছায় রাজ-সদনে উপস্থিত হবে। কিন্তু জীবিত থাক্‌তে কেহই তাকে বন্দী করে নিয়ে যেতে পার্‌বে না।"

রূপসেন। তাই শুনে—সন্তুষ্ট মনে তুমি ফিরে এলে! সে নিজে আসবে —এ কথা বিশ্বাস কর্‌লে?

জংলাল। বিশ্বাস ঠিক করি নি। তবে—বলেছি ত. তাকে বন্দী কর্‌বার সামর্থ্যও আমাদের ছিল না।

রূপসেন। অকর্ম্মণ্য! সম্মুখ থেকে আমার দূর হও।

(জংলালের প্রস্থান)

ভীষণ চক্রান্ত! সকলেই শত্রু! কাউকে বিশ্বাস নাই—কাউকে বিশ্বাস নাই!—

(শীলাদেবী ও শ্রীকরের প্রবেশ)

শীলাদেবী। মহারাজ, একি সত্য—আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ শ্রীকরকে —চিরদিনের জন্য পাণ্ডুয়া ত্যাগ কর্‌তে হবে? এ রাজাজ্ঞা কি সত্য?

রূপসেন। অতি সত্য,—মৃত্যুর মত দারুণ সত্য।

শীলাদেবী। ব্রাহ্মণের অপরাধ?

রূপসেন। সদ্ধর্ম্মের শত্রুতা। এই নীচাশয় ব্রাহ্মণের কু-পরামর্শে চন্দন ধর্ম্ম-ঠাকুরের অমর্য্যাদা করেছে, সদ্ধর্ম্মীদের পীড়ন করেছে। ব্রাহ্মণ

যদি অন্তই পাওয়া ত্যাগ না করে, তবে কঠোর নির্য্যাতন ভোগ কর্‌বে।

শ্রীকর। রাণী-মা, তবে আর কেন—বিদায় দাও।

শীলাদেবী। ব্রাহ্মণ, সকলই অদৃষ্ট!

শ্রীকর। বিষণ্ণ হয়ো না—রাণী-মা, চিরদিন রাজ্যের কল্যাণশ্রী হয়ে বিরাজ কর।—ব্রাহ্মণের এই শেষ আশীর্ব্বাণী।

শীলাদেবী। ব্রাহ্মণ, প্রণাম।

(শ্রীকরের প্রস্থান)

রূপসেন। রাজদ্রোহী ব্রাহ্মণ!—শান্তির বিঘ্ন, রাজ্যের জঞ্জাল! কণ্টক দূর হলেই মঙ্গল।

শীলাদেবী। আর আমার প্রতি কি আজ্ঞা—রাজা? আমি কি প্রহরী-বেষ্টিত বন্দিনী হয়ে থাক্‌ব! এও কি সত্য—রাজা?

রূপসেন। হাঁ, আমার আদেশ—আপাততঃ সপ্তাহকাল তোমার পূজা-গৃহে তুমি বন্দিনী থাক্‌বে। এই সময়ের মধ্যে যদি তুমি চন্দনের সন্ধান বল, তবেই নিষ্কৃতি পাবে। নচেৎ স্থির জেনো, তোমার চক্ষের সম্মুখে—তোমার জ্যেষ্ঠ-পুত্র শঙ্খের নৃশংস প্রাণ-দণ্ড হবে! মনে রেখ, রাজ-ধর্ম্ম জল্লাদের চেয়েও নির্দ্দয়—নিষ্ঠুর!

(শঙ্খের প্রবেশ)

শঙ্খ। মহা ভাগ্যবান্ আমি—পিতা, চন্দনের নির্য্যাতনের বিনিময়ে আত্মদান ক্‌র্‌ব। মা, অধম সন্তানকে—বহুদিন পরে—আর একবার তোর স্নেহ-শীতল কোলে স্থান দে!

শীলাদেবী। বাবা—শঙ্খ!—

শঙ্খ। একি—মা, তুই কাঁদছিস্? তোর চোখে জল! সর্ব্বংসহা মা আমার, তা হ'লে যে পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে, নদী শুকিয়ে যাবে! সোণার পাণ্ডুয়া শ্মশানের ছাই বুকে নিয়ে পড়ে থাকবে! কি কর্‌লি —মা!

শীলাদেবী। বাবা!—

রূপসেন। শঙ্খ, জংলালের মুখে—বোধ হয় আমার আদেশ শুনেছ?

শঙ্খ। হাঁ—পিতা, শুনে সত্বর এসেছি—আত্ম-বলি দিতে! অনুমতি করুন—এ তুচ্ছ জীবন এখনি বিসর্জ্জন করি।

শীলাদেবী। রাজা, একের অপরাধে অপরের প্রাণ-দণ্ড!—এও কি রাজ-ধর্ম্ম?

রূপসেন। তার প্রয়োজন হয়েছে—রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলার জন্যে।

শীলাদেবী। ধ্বংস হ'ক এ রাজ্য—আর তার যা কিছু শান্তি-শৃঙ্খলা! এত অনাচার ধরিত্রীও সহ্য কর্‌তে পারে না। পিতা—বিনা অপরাধে পুত্র-হত্যা কর্‌তে চাইছে—বিলাসের মোহে! বাবা—শঙ্খ, নরকের নীল-অগ্নি চারিদিকে জ্বলে উঠেছে! রক্ষা নাই, রক্ষা নাই!

শঙ্খ। মা, তুমি ধৈর্য্য-হারা হলে ত চল্‌বে না। তোমার পুণ্য, তোমার নিষ্ঠা অক্ষয়-কবচের মত এ রাজ্যকে এখনও রক্ষা কর্‌ছে। মা, তুমি দিশাহারা হয়ো না, তা' হলে সব ব্যর্থ হবে। আশার শেষ রশ্মিটুকু মহাশূন্যে মিশে যাবে। পিতা, অনুমতি করুন—রাজ-আজ্ঞা পিতৃ-আজ্ঞা বর্ণে বর্ণে পালন করি।

শীলাদেবী। আয়—শঙ্খ, চিরদিন চঞ্চল-মতি তুই, চিরদিন অভিমানী। তোর মতি-হীন পিতার বাক্যে আত্মঘাতী হবার সঙ্কল্প ত্যাগ কর্। চল এখান থেকে।—

শঙ্খ। না—মা, রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা আবার ফিরে আসুক—আমার

শোণিতের মূল্যে। জীবনে আমার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় মুহূর্ত্ত —এই উপস্থিত হয়েছে। আমার তপ্ত শোণিতে আজ পিতৃপুরুষের তর্পণ করব—জীবনের প্রত্যক্ষ দেবতা পিতাকে পরিতৃপ্ত করব। মা, একটা কীর্ত্তি-কীরিট-ভূষিত প্রাচীন রাজ-বংশের—একটা বিরাট প্রকৃতি-পুঞ্জের সুখ-শান্তি সব ফিরে আসুক—আমার শোণিতের বিনিময়ে। পিতা, সংকোচ কেন ?

রূপসেন। কিছুমাত্র সংকোচ নয়। দৃঢ় হস্তে আমি প্রতিকার করব—ঘরে শত্রু, বাইরে শত্রু! বিশ্বাস কাউকে নাই।—

শীলাদেবী। রাজা, এ তোমারই স্বহস্তে রোপিত বিষ-বৃক্ষের ফল; অনুতাপে প্রায়শ্চিত্ত কর।

রূপসেন। অনুতাপে নয়, রাজ-দণ্ডের কঠোর পরিচালনে। আজই তার আরম্ভ। শঙ্খ!—

শীলাদেবী। কিছুতেই না। আয়—শঙ্খ, এ স্থান ত্যাগ করে' চল; নিরপরাধের হত্যায়—নারায়ণের সিংহাসন কেঁপে উঠবে! বিনা মেঘে বজ্রপাত হবে!—

শঙ্খ। মা, সন্তান-স্নেহে মহৎ সংকল্পে আমার বাধা দিস্ না। সন্তানের হৃদয়-শোণিত—সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব কালে—জননীর অশ্রু-বারি মোচন করে। মা, লক্ষ্মী-স্বরূপিনী তুই, নিত্য গঙ্গা-জলে নারায়ণের অর্চ্চনা করিস্—তবে কেন তোর এ দুর্ব্বলতা? মা, তোরই পুণ্য-চরিত্র প্রভায়—দীপ্ত প্রাণে এসেছি কর্ত্তব্যের ডাকে!—রাজ্যের মঙ্গল-মন্দিরে আত্ম-বলি দিতে। মা, সন্তানকে আশীর্ব্বাদ কর!

শীলাদেবী। বাবা—শঙ্খ, এ দুর্দ্দিনে আত্ম-ঘাতী হ'তে কোন্ প্রাণে বল্‌ব! রাজ্যে অরাজক, রাজা মোহাচ্ছন্ন—কুহকিনীর যাদু-যন্ত্রে মুগ্ধ! শনি গ্রহের মত গ্রহবিপ্র মাথার উপর ঘুর্‌ছে! তুই পর-গৃহে নির্ব্বাসিত,

চন্দন নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে। বাবা, নিত্য তপ্ত অশ্রুজলে নারায়ণের পূজা করি,—হৃদয়ের রক্ত-বিন্দু অশ্রু হ'য়ে ফুটে ওঠে!

শঙ্খ। মা, এমন হীন পূজা ত তোর যোগ্য নয়!—দেবী তুই—শুদ্ধ-সত্ত্ব-গুণময়ী। অশ্রু-জলে যখন ইষ্ট-পূজা করেছিস্—তখন আর মঙ্গল কোথা?

শীলাদেবী। তাই কি! সত্য কি আমার ইষ্ট-পূজা তবে ব্যর্থ হয়েছে?

শঙ্খ। মা, সীতার অশ্রু-জলে স্বর্ণ-লঙ্কা পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে! অশোক বনে যে স্থানটায় জানকীর তপ্ত অশ্রু পড়েছিল—সেখানকার মাটী পর্য্যন্ত পুড়ে ক্ষার হয়ে গেছে! লোকে সে স্থানটা দেখে এখনও নিশ্বাস ফেলে!

শীলাদেবী। বাবা, কুহকিনীর মন্ত্রে—

শঙ্খ। মা, কুহকিনীদের যাদু-বিদ্যার দৌড় কত টুকু? একটা মর্ম্ম-ভেদী দীর্ঘশ্বাসে, এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু-জলে যে যাদু আছে—পৃথিবীর সমস্ত যাদুকরের যাদু-দণ্ডে তার কণা মাত্র নাই। কি করেছিস্—মা!

রূপসেন। শঙ্খ, আজ তুমি বিশ্রাম কর। কাল প্রত্যূষে সাক্ষাৎ কর্‌বে।—

শঙ্খ। না—পিতা, বুঝি তখন এ মন হারিয়ে ফেল্‌ব। এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা সঙ্গে এনেছি! বল—পিতা, মৃত্যুকালে শুধু একটি কথা বল, আশ্বাস দাও—আমার শোণিতে রাজ্যের অমঙ্গল দূর হবে? বল—পিতা, শুনে তৃপ্ত-প্রাণে এই সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা নিজ বক্ষে আমূল বিদ্ধ করি!

শীলাদেবী। শঙ্খ—শঙ্খ, একি তোর উন্মত্ততা! বাবা—

(রূপসেন কর্ত্তৃক শঙ্খের হস্তধারণ)

শঙ্খ। পিতা!—

———•———

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য—মন্দির-প্রাঙ্গণ

মূর্ত্তি

(গীত)

আজু মঞ্জু মরম কুঞ্জে
বাজত মোহন বাঁশরী,
বাজে বংশী ষড়জ নিখাদে—
পরতে পরতে তুলি তান লহরী।
মধুরি বংশী মরম দুয়ারে
পিরিতি রাগে পঞ্চমে ফুকারে
পিয় পরশ সম, দুরু দুরু হিয়া মম
পুলকে তনু মম উঠিছে শিহরি !

(শিবাচার্য্য ও শ্রীকরের প্রবেশ)

শিবাচার্য্য। ওই মধুর বংশী-ধ্বনি উঠেছে, কাণ পেতে শোন—ব্রাহ্মণ, অজয়ের তীরে—কেন্দুবিল্বে। দ্বাপরের সেই হারাণ বাঁশী কুড়িয়ে পেয়েছে—শ্রীজয়দেব গোস্বামী। ব্রাহ্মণ, চিন্তার কারণ নাই।

শ্রীকর। চিন্তার কারণ নাই ! তুমি কি বলছ—শিবাচার্য্য ? এমন দুর্দ্দিন দেশে আর কখনও আসে নি। সহস্র-ফণা নাগিনীর মত বিপ্লব-বহ্নি লকলকি শিখা বিস্তার করেছে। রাষ্ট্র ধর্ম্ম সমাজ—সব আজ বিপন্ন। বাংলায় তথা সারা ভারতে একটা খণ্ড-প্রলয়ের সূচনা হয়েছে !—

শিবাচার্য্য। মূর্ত্তি, ইনি ব্রাহ্মণকুলতিলক—শ্রীকর। পাণ্ডুয়া থেকে এসেছেন —রাজাজ্ঞায় বিতাড়িত হয়ে!

মূর্ত্তি। ব্রাহ্মণ, প্রণাম।

শ্রীকর। কন্যাটি কে—শিবাচার্য্য?

শিবাচার্য্য। ভাল করে' দেখ দেখি!

শ্রীকর। কই—না, চিন্‌তে পার্‌লেম না। আচ্ছা, চন্দন কি এখানে এসেছে?

শিবাচার্য্য। চন্দনকে মনে এল—তবু চিন্‌লে না? বেশ, দু'দিন পরে চিন্‌বে। শোন এখন, পাণ্ডুয়ার ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে তুমি এসেছ—ভালই হয়েছে। দেশের এই সঙ্কট সময়ে তোমার অনেক কাজ রয়েছে—সারা বাংলা তোমার কর্ম্ম-ক্ষেত্র। অধীর হয়ো না—ব্রাহ্মণ, শান্তভাবে কর্ত্তব্য স্থির কর।

শ্রীকর। সেই উদ্দেশ্যেই তোমার কাছে এসেছি—শিবাচার্য্য! কিন্তু—সারা বাংলার কথা ভাব্‌বার আগে—পাণ্ডুয়াকে শনির কবল থেকে বাঁচাবার চেষ্টা কর। রাণী-মার লাঞ্ছনা এইবার পুরা মাত্রায় আরম্ভ হবে।

মূর্ত্তি। রাণী-মার আরও লাঞ্ছনা হবে!

শ্রীকর। রাণী-মার নারায়ণ-মন্দির সদ্ধর্ম্মীরা ধর্ম্ম-ঠাকুরের দেহারা কর্‌বে—সংকল্প করেছে। তাই কৌশল করে' ব্রাহ্মণদের পাণ্ডুয়া থেকে নির্ব্বাসিত করছে!

শিবাচার্য্য। ক্ষোভ কেন—ব্রাহ্মণ, এইটাই সংসারে সাধারণ নিয়ম—প্রবল দুর্ব্বলকে পীড়ন করে। পাণ্ডুয়ায় রাজ-শক্তি যখন তোমাদের দিকে ছিল—তখন তোমরা সদ্ধর্ম্মীদের পীড়ন করেছ। এখন তাদের পালা!

শ্রীকর। কিন্তু—এর ভবিষ্যৎ ?

শিবাচার্য্য। ব্রাহ্মণ, ঋষি-দৃষ্টি হারিও না।—ওই অজয়ের তীরে এক নিভৃত কুটীরে মোহন বাঁশী বেজেছে—বাংলায় শৈব শাক্ত সদ্ধর্ম্মের সমন্বয় করতে। বাঙ্গালীর মর্ম্ম-গীতি ধ্বনিত হয়েছে—শ্রীজয়দেব গোস্বামীর কণ্ঠে। ওই বাঁশরী রবে, বাংলার আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বৈষ্ণব প্লাবন আসছে—ধর্ম্মের নামে আত্ম-কলহ দূর করতে! ব্রাহ্মণ, অবহিত হও।

শ্রীকর। তুমি কি বলছ—ঠিক আমি বুঝতে পারছি না। স্মৃতির অনুশাসন—

শিবাচার্য্য। সে সব পরে হবে। ব্রাহ্মণ, উদার-প্রাণে কালোপযোগী কর্ম্ম কর। অন্ধ হয়ো না,—দুঃস্বপ্নের মত মুসলমান সিন্ধুপার হয়ে হিন্দুর বুকে চেপে বসেছে। রাষ্ট্র গেছে,—ধর্ম্ম ও সমাজ যায়-যায় হয়েছে; এইটাই এখন বড় সমস্যা। হিন্দুর হিন্দুত্ব বজায় কর আগে—সাম্প্রদায়িক বিরোধের সমন্বয় করে'।

শ্রীকর। কিন্তু—সমন্বয় হবে কিসে ?

শিবাচার্য্য। পরস্পর সহিষ্ণুতায়।

শ্রীকর। সদ্ধর্ম্মীরা কিন্তু—

শিবাচার্য্য। ব্রাহ্মণ, কালের গতি লক্ষ্য কর। ভগবান তথাগত সিদ্ধ-করুণা-মন্ত্রে বিশ্বজয় করেছিলেন। কিন্তু এই সব ব্রাত্য-বৌদ্ধদের তান্ত্রিকতায় সে ধর্ম্মের কি বীভৎস বিকৃতি! বাংলায় বৌদ্ধধর্ম্মের সমাধি—ধর্ম্ম-পূজায়। ধর্ম্ম-পণ্ডিতদের গানে আছে—"শূন্য মূর্ত্তি ধ্যান করি, সাকার মূর্ত্তি ভজি"! ব্রাহ্মণ, সদ্ধর্ম্মীদের শূন্যবাদ অচিরে শূন্যে বিলীন হবে। কাল-ধর্ম্ম মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কর।

(ভিক্ষুদাসের প্রবেশ)

মূর্ত্তি। ভিক্ষু, কি সংবাদ ?

ভিক্ষুদাস। শঙ্খ নিজে পাণ্ডুয়ায় এসেছে। কিন্তু রাজা তার প্রাণদণ্ডের আদেশ রহিত করেছেন। সে এখন রাজবাড়ীতেই আছে।

মূর্ত্তি। রাণী-মার সংবাদ ?

ভিক্ষুদাস। উপস্থিত ভাল। তবে—সংক্রান্তির দল এবার রাজাকে বন্দী কর্‌বার সংকল্প করেছে—এ কথা ঠিক।

শ্রীকর। শিবাচায্য, তা হলে এখন উপায় ? রাজাকে রক্ষা করাই আগে প্রয়োজন দেখ্‌ছি। কিন্তু রক্ষা করে কে ? সেনাপতি জংলাল সংক্রান্তির হাতের পুতুল !—রক্ষা কে কর্‌বে ?

মূর্ত্তি। দেশের যৌবন। ব্রাহ্মণ, নিরাশ কেন ? রাজাকে রক্ষা কর্‌বে—জাতির যৌবন।

শ্রীকর। জাতির যৌবন !—সে যৌবন কোথা ?

মূর্ত্তি। ব্রাহ্মণ, এই যে আপনার সম্মুখে !—

(চন্দন, ভুদিয়া ও ধ্বজার প্রবেশ)

ভুদিয়া। শিব-ঠাকুর, তোমার আসনের জন্যে দুটো বাঘ শীকার করে এনেছি। সুন্দরবনের সুন্দর বাঘ !

ধ্বজা। এ দুটো দক্ষিণরায় আর কালুরায়ের ভেট।

ভুদিয়া। শিব-ঠাকুর, শীকার-যাত্রা আমাদের নিস্ফল হয় নি। বহুকাল পরে—দক্ষিণরায় আর কালুরায়ের সঙ্গে মিতালী করে এলেম। সব ঠিক—তারা আমাদের পক্ষে অস্ত্র-ধারণ কর্‌বে। বন-রাজ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে।

শ্রীকর। শিবাচার্য্য, এতদূর তুমি অগ্রসর হয়েছ ! কিন্তু এর পরিণাম ?

শিবাচার্য্য। ভয়ঙ্কর।

শ্রীকর। ভয়ঙ্কর?

ভুদিয়া। হাঁ—ঠাকুর, ভয়ঙ্করকেই এখন আলিঙ্গন কর্‌তে হবে। আর ত পিছু-হাঁটার পথ নেই। রাঢ় দেশের চোয়াড় আমরা—আমাদের ধমনীর তপ্ত-শোণিতের জ্বালা যখন একবার ছুটেছে, তখন একটা কিছু না করে' ত শান্ত হবে না। তা—পরিণাম ভয়ঙ্করই হ'ক, আর ধ্বংসই হক!

মূর্ত্তি। ব্রাহ্মণ, এই—পাণ্ডুয়ার যৌবন।

শ্রীকর। অভিশপ্ত দেশ! অন্তর্ব্বিপ্লবে সারা ভারত আজ প্রেত-ভূমি শ্মশানে পরিণত। যুগ-জীর্ণ জাতি—আত্মকলহে অস্থি-কঙ্কালসার—তবু চৈতন্য নাই!

শিবাচার্য্য। কিন্তু—ব্রাহ্মণ, এই শ্মশানেই তোমায় শব-সাধন কর্‌তে হবে। উগ্র সঞ্জীবনী-মদিরায়—প্রেতের বিকৃত বদন-ব্যাদান উপেক্ষা করে'—এই মরণাতুর জাতিকে বাঁচাতে হবে, তোমায়—ব্রাহ্মণ! শ্মশানই শিবের প্রিয়-স্থান। এস, এই মহাশ্মশানে স্ফীত-বক্ষে উন্নত-শীর্ষে দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বলি,—শিবোঽহম্ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্।

শ্রীকর। অমানিশার ঘন-অন্ধকারে তুমি এত আলো দেখ্‌তে পাচ্ছ—শিবাচার্য্য!

শিবাচার্য্য। ব্রাহ্মণ, আত্মস্থ হও। জাতির সমস্ত দৈন্য-বেদনা খুব বড় একখানা বুক নিয়ে তুমি অনুভব কর্‌ছ। স্থির জেন, অমঙ্গলের মাঝেই মঙ্গল মূর্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌বে। পুণ্যপীঠ এই ত্রিবেণী-তীর্থে দাঁড়িয়ে—হিন্দু বৌদ্ধ ইস্‌লামের ত্রিধারায় বিশ্বনিয়ন্তার গূঢ় ইঙ্গিত অনুধাবন কর। দিশাহারা হয়ো না,—প্রত্যেক ইন্দ্রিয় সজাগ রাখ।

তবেই বুঝবে—এই প্রলয়ঙ্কর কল্লোল-কোলাহলের মাঝখানে যুগের বিজয়-ভেরী বেজেছে—কর্ম্মভূমি বাংলার বুকে কেন্দুবিল্বে !—

(মুক্তির গীত)

বেদানুদ্ধরতে জগন্নিবহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে।
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে॥
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে।
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥

২য় দৃশ্য—রাজবাটী-অলিন্দ

সংক্রান্তি

সংক্রান্তি। এর তাৎপয্য কি? হঠাৎ এমন অসময়ে আমাকে ডাকৃবার তাৎপয্য কি? আজ ক'দিন বেশ একটু বিরক্তি ভাব লক্ষ্য করছি! শঙ্খও এ ক'দিন এখানে রয়েছে! পুত্র-বাৎসল্য উথ্‌লে উঠ্‌ল না কি?

(হাসান ও রাজমল্লিকের প্রবেশ)

হাসান। এর তাৎপয্য কি—সংক্রান্তি ঠাকুর? প্রাতঃকালে হঠাৎ রাজবাড়ীতে আমন্ত্রণের তাৎপর্য্য কি? তবে—আমার এক কাজে দু'কাজ হবে!—অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণটাও সেরে যাব।

রাজমল্লিক। মেজাজ তাজা—ঠাকুর সাহেব?

সংক্রান্তি। সেলাম, সেলাম!—

(জংলালের প্রবেশ)

জংলাল। এর তাৎপয্য কি? এই যে—তোমরাও সব উপস্থিত হয়েছ! এর তাৎপয্য কি—সংক্রান্তি? আমি ত কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি নে! অসময়ে রাজ-আহ্বান কেন! অনেক দিন পরে মন্ত্রী মহাশয়ও রাজবাড়ীতে আস্‌ছেন দেখছি!

সংক্রান্তি। সমস্যা তা হলে গুরুতর বোধ হচ্ছে। সবাইকে যখন ডাক পড়েছে!—

(শতঞ্জীবের প্রবেশ)

হাসান। এর তাৎপর্য্য কি—মন্ত্রী মহাশয় ?

শতঞ্জীব। তোমরাই জান। আমি আর কিসে আছি? শীঘ্রই কাশীবাস কর্‌ব—মনস্থ করেছি।

হাসান। অসময়ে এমন জরুরী তলবের তাৎপর্য্য কি—আমরা কিছুই বুঝতে পার্‌ছি নে!

শতঞ্জীব। একটু-অপেক্ষা কর। মহারাজ এলেই সব বোঝা যাবে।

সংক্রান্তি। (জনান্তিকে) কতদূর কি হল—ফকির সাহেব ?

রাজমল্লিক। সব ঠিক। খুব জবর দাওয়াই তৈরী হচ্ছে। বড়-রাণীকে ঠাকুরবাড়ী ছেড়ে পালাতেই হবে!

সংক্রান্তি। সাবধান, কেউ টের না পায়। তোমায় খুব বক্‌সিস্‌ কর্‌ব।

রাজমল্লিক। বহুৎ আচ্ছা! আমি খুব হুঁসিয়ার আছি।

হাসান। মহারাজ আস্‌ছেন, মহারাজ আসছেন!

(শঙ্খের হাত ধরিয়া রূপসেনের প্রবেশ)

রূপসেন। আপনারা সকলেই উপস্থিত হয়েছেন? কই, রাজগুরু ধর্ম্মঙ্করকে ত দেখছি না। গ্রহবিপ্র, এটি কে?—তোমার উপগ্রহ নাকি?

সংক্রান্তি। আজ্ঞে—ইনি একজন সাধু দরবেশ। রাজদর্শন কর্‌তে এসেছেন।

রূপসেন। বেশ, উনি একটু স্থানান্তরে অপেক্ষা করুন। প্রয়োজনীয় রাজ-কার্য্য আছে।

(রাজমল্লিকের প্রস্থান)

হাসান। মহারাজের চরণে বান্দার একটি নিবেদন আছে, অনুমতি হলে জ্ঞাপন করি।

রূপসেন। কি—বলুন।

হাসান। বান্দার একমাত্র পুত্রের অন্নপ্রাশন হবে—আগামী পরশু সন্ধ্যাকালে। রাত্রে সামান্য মজলিসের আয়োজন করেছি। মেহেরবান্ করে' বান্দার গরীব-খানায় হাজির দিলে কৃতার্থ হব।

রূপসেন। এ ত আনন্দের কথা—সৈয়দ সাহেব! মজলিসে উপস্থিত হ'তে সাধ্যমত চেষ্টা করব।

হাসান। বান্দার প্রতি মহারাজের অনুগ্রহ।

রূপসেন। এখন আপনাদের যে জন্যে আহ্বান করেছি—শুনুন। নানা দুশ্চিন্তায়—আজ ক'দিন বিনিদ্র রাত্রি যাপন করছি। একে বার্দ্ধক্য, তায় মানসিক অশান্তি। বুঝ্‌তে পেরেছি—দুর্ব্বল-হস্তে আর আমার শাসন-দণ্ড শোভা পায় না। তাই রাজ্য-শাসনের গুরুভার ত্যাগ করে' অবসর গ্রহণ কর্‌তে চাই।

সংক্রান্তি। তাও কি হয়? মহারাজের সুশাসনে প্রজারা রাম-রাজ্যে বাস কর্‌ছে। আপনি এ অভিলাষ ত্যাগ করুন।

রূপসেন। চাটুবাক্য অনেক শুনেছি—আর নয়। সংক্রান্তি, যদি পার —জীবনের বাকি ক'টা দিন সত্য বলা অভ্যাস কর।

জংলাল। তা' হলে—এখন কি মনস্থ করেছেন? রাজকুমার শঙ্খই কি রাজ-পদে অভিষিক্ত হবে?

রূপসেন। হাঁ, আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শঙ্খকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করব্—

মনস্থ করেছি। এতে আপনাদের সকলের অভিমত কি—অসঙ্কোচে ব্যক্ত করুন।

শতঞ্জীব। আমার অভিমত—এ অতি সঙ্গত কার্য্যই হবে।

হাসান। আমিও তাই মনে করি। মন্ত্রী মহাশয়ের অভিমত—আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

সংক্রান্তি। তা বেশ ত, তা বেশ ত!

জংলাল। এ প্রস্তাবে আমারও অমত নাই।

রূপসেন। তা হ'লে—শঙ্খ, তুমি আর দ্বিরুক্তি কর' না। শুভদিনের প্রতীক্ষা কর।

শঙ্খ। বহুদিন বিস্মৃত—সুখ-স্বপ্ন-স্মৃতির মত মধুর—এ আমি কি শুন্‌ছি! না—না, এ ত তন্দ্রা নয়, স্বপ্ন নয়, দৃষ্টি-ভ্রম নয়! কঠিন বাস্তব সত্য। না—পিতা, শাস্তি দিন, দণ্ড দিন,—অবোধ অজ্ঞান কু-সন্তান আমি! আর—যে কোন শাস্তি দি'ন! জীয়ন্তে সমাধি—সেও ভাল! কিন্তু—পিতা, করুণার আবরণে, স্নেহের আবরণে পুত্রের প্রতি এ কি মর্ম্মঘাতী ভৎর্সনা!—

রূপসেন। চিরদিন দুরন্ত অভিমানী তুই—শঙ্খ, আর তোকে পালাতে দেব না।

শঙ্খ। না—পিতা, এ আমার অসহ্য! আপনার সত্য আদরের ডাক শুনে, উল্লাসে সপ্তগ্রাম থেকে উল্লাসে ছুটে এসেছি—গৌরবের মণিময় স্বর্ণ-মুকুট পর্‌তে। আমি পুত্র, ভৃত্য, অনুগত। আমি চাই, রাজ্যের পাপ আবর্জ্জনা—শনি ধূমকেতু গুলাকে বুকের রক্তে ধুয়ে মুছে ফেল্‌তে। পর্ব্বতের শিখর হ'তে অন্ধকার গহ্বরে আমায় ফেলে দিও না, সন্তানের প্রতি বিরূপ হয়ো না—পিতা!

রূপসেন। অবাধ্য হ'স্‌নে—শঙ্খ, এবার স্বর্ণ শৃঙ্খলে তোকে বাঁধব নিশ্চয়। কোথাও আর যেতে দেব না।

শঙ্খ। এ বিদ্রূপ, পরিহাস—আলেয়ার আলো! আমি যাই, আমি যাই!

(শঙ্খের দ্রুত প্রস্থান)

রূপসেন। চিরদিন দুরন্ত!—একটু বোঝাতে হবে।

শতজীব। উন্মাদের পূর্ব্ব-লক্ষণ! মহারাজ, আমি এখন চল্‌লেম। ওঃ! এ দৃশ্য দেখা যায় না!

(শতজীবের প্রস্থান)

হাসান। অনাদরের অভিমান!—বহুদিন পিতৃ-স্নেহে বঞ্চিত!

রূপসেন। আপনারা তবে এখন আসুন। দেখি—ছেলেটা বড়ই দুরন্ত!—

(রূপসেন ও হাসানের প্রস্থান)

জংলাল। উপযুক্ত হয়েছে! একেই বলে—গোড়া কেটে আগায় জল!

সংক্রান্তি। এর তাৎপর্য্য কি—জংলাল! হঠাৎ এতটা ভাবান্তরের কারণ কি? আমাদের সন্দেহ করেছে নাকি? ক'দিন একটু রকম দেখছি!

জংলাল। ভাবান্তর যে হয়েছে—সেদিন আমার প্রতি কর্কশ ব্যবহারে স্পষ্ট তা বুঝেছি। তার উপর অপত্য-স্নেহ উথলে পড়েছে—অনেক দিন পরে শঙ্খের সঙ্গে দেখা!

সংক্রান্তি। একেবারে—সিংহাসন দেবার সংকল্প!

জংলাল। আর নিশ্চিন্ত থাকা ভাল নয়। এখন কর্ত্তব্য কি বল? শঙ্খের

রাজ্যাভিষেক বন্ধ করতেই হবে। তারপর, তোমাতে আমাতে—সিংহাসন নিয়ে দড়ি-টানাটানির ফল—যা হয় পরে হবে।

সংক্রান্তি। কর্ত্তব্য ত স্থির করাই আছে। তুমি ইতস্ততঃ কর বলেই এতদিন কাজ হয় নি। এখন—আর ত দ্বিধা নাই?

জংলাল। আর দ্বিধা করা সদ্‌যুক্তি নয়। তা হলে—আমরা দু'কূল হারাব। হয় ত—রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হব।

সংক্রান্তি। সংকল্প—স্থির?

জংলাল। স্থির।

সংক্রান্তি। সেনারা বশে আছে?

জংলাল। ইঙ্গিতের অপেক্ষা।

সংক্রান্তি। তবে বিলম্ব নয়—কালই রাজপুরী অবরোধ কর।

জংলাল। আমি বলি, হাসানের বাড়ীর মজলিসটা হয়ে যাক্। দু'দিনের অপেক্ষা বৈ ত নয়।

সংক্রান্তি। বেশ, তাই হ'ক।

৩য় দৃশ্য—ফুল বাগিচা

নর্ত্তকীগণ ও ইয়ারগণ

(গীত)

রোশনি বুকের সওগাদ ডালি
এনেছি—বঁধুয়া !
চাঁদনী রাতের হাসির রাশি—
কান্না শিশিরে ধোয়া !
বস্‌রাই গোলাপ ভরা সাজি,
দিল্ পিয়ালায় আঙুর সিরাজি ;
এনেছি—বঁধু, মাতল হিয়ায়—
পাপিয়ার মিঠি—পিয়া পিয়া পিয়া !

১ম ইয়ার। সওগাদ ডালি হাজির ! সবুর কর—সবুরে মেওয়া ফল্‌বে !

২য় ইয়ার। সবুর কর ! ডালিম বেদানা আপেল আখরট সব ফল্‌বে ! বস্তা বস্তা সস্তার পেস্তা, কিস্‌মিস খেজুর মনাক্কা—হাজার রকম বায়নাক্কা ! সব ফল্‌বে—সবুর কর !

৩য় ইয়ার। সবুর কর ! সবুর কর !

৪র্থ ইয়ার। চোপ, চোপ ! ফকির সাহেব আসছেন, ফকির সাহেব আস্‌ছেন।

(রাজমল্লিকের প্রবেশ)

রাজমল্লিক। আজ যেন পরী-রাজ্যে এসেছি। এমন জাঁক-জমকের মজলিস কখনও দেখি নি। হাসান সাহেবের ফুল-বাগিচা আজ যেন বেহেস্তকে হার মানিয়েছে। খানা পিনা, নাচ তামাসা, আওরাত মর্দ্দের খাতির—সব কিতা দোরস্ত হয়েছে। কিছু কসুর হয় নি।—

(দরাফ ও হাসানের প্রবেশ)

দরাফ। সেলাম—ফকির সাহেব, আমরা যে ব্যাকুল প্রাণে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি! তোমা বিহনে—মজলিস ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। হাসান ত পাগল হবার যোগাড় হয়েছে।

রাজমল্লিক। সেলাম, সেলাম—খাঁ সাহেব, তোমার কথাই ক'দিন ভাবছি। সেই দেখা—আর এই দেখা।

দরাফ। দীর্ঘ অদর্শন! আমারও প্রাণটা তাই গুমরে উঠছে!

রাজমল্লিক। তোমাকে যত ভাবছি—দিল্ আমার তত আলো হচ্ছে! সত্যি বলছি—

দরাফ। (হাস্য) ফকির সাহেব, তোমার গুণের কথা হাসানের মুখে সব শুনেছি। শুনেছি—তুমি আস্‌মানে প্রকাণ্ড কিল্লা বানাচ্ছ!

রাজমল্লিক। আর—আস্‌মানে কিল্লা বানাই নি।—এখন জমীতে বনেদ কেটেছি।

দরাফ। (হাস্য) আচ্ছা—ফকির সাহেব, বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ—বহুৎ আচ্ছা!

রাজমল্লিক। হাসি নয়। পাথরের কিল্লা। ফাঁপা নয়, একেবারে নিরেট।

দরাফ। নিরেট কিল্লায় ফৌজ থাকবে কোথা—ফকির সাহেব!

হাসান। থামো—দরাফ, ফকির সাহেবের এখনি মাথা গরম হয়ে উঠবে।

রাজমল্লিক। মাথা গরম শুধু আমার নয়—তোমার দোস্তকেও সামলাও! আমি কি কিছু বুঝিনে!—জিন্ পরীর নাগাল থেকে তোমার দোস্তকে আগে বাঁচাও! কেমন—খাঁ সাহেব, তোমার জিন্ পরীটি আর দেখা দেয় নি ত?

হাসান। সে কথা—ফকির সাহেব, একেবারে মিছে নয়! দোস্ত আমার ক'দিন একটু কেমন-কেমন! মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যায়!—

রাজমল্লিক। বোঝ—সৈয়দ সাহেব, আরও কত-কি হবে! সে মেয়েটা যে জিন্ পরী—আমি দেখেই চিনেছি।

দরাফ। ফকির সাহেব, নজর তোমার খুব দুরন্ত বটে! তা যাক্, এখন বল দেখি—তুমি যে কিল্লা বানাচ্ছ, তা ঠিক মত গড়ে তুলতে মাশুল লাগে কত?

রাজমল্লিক। আমার জান্ মাশুল দেব! জান্ কবুল না করলে এ কাজ হাসিল হবে না—খুব তা জানি। খাঁ সাহেব, জান্ মাশুল দেব—জান্ মাশুল দেব!—

হাসান। মাটী করলে! বারুদে আগুন দিও না—দরাফ!

রাজমল্লিক। খোদার ইশারা—হিন্দুস্থানে ইসলাম জারি করতে হবে। চামড়ার পর্দা ছিঁড়ে দেখ, বুকের ভেতর এই হুকুম-নামা—পাঞ্জা আছে কি না! এ মুলুক দখল চাই।

দরাফ। চুপ—চুপ! চেপে যাও—ফকির সাহেব, চেপে যাও! পাঁচ জনে বলবে কি?

রাজমল্লিক। বলুক! দেখলে ত—সৈয়দ সাহেব, সেদিন রাজা আমায় তাড়িয়ে দিলে! আমিও রাজাকে তাড়াব—তবে আমি ফকির। তুমি দেখো ·খাঁ সাহেব, কথা আমার কেমন খাঁটী। তবে তোমাকে আমার চাই, তুমি খোদার দান!

দরাফ। থামো—থামো। ও সব কথা আজ আর নয়। আজ মজলিসের দিন, আজ খালি হাস্‌তে হয়। প্রাণের দরজা খুলে দিয়ে আজ তোমায় খানিক হাস্‌তে হবে—ফকির সাহেব! আজ হাসিরই দিন!

১ম ইয়ার। ঠিক—ঠিক! আজ হাসিরই দিন, আজ হাসিরই দিন! প্রাণের দরজা খুলে—আজ হাসিরই দিন!

(সকলের হাস্য)

২য় ইয়ার। আজ হাসিরই দিন, আজ হাসিরই দিন!

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। সেনাপতি জংলাল আর সংক্রান্তি ঠাকুর বাইরে অপেক্ষা কর্‌ছেন।

হাসান। চল, নিয়ে আসি।

(হাসান ও ভৃত্যের প্রস্থান)

দরাফ। এইবার ফকির সাহেবের মুখে হাসি বেরিয়েছে। প্রাণের দোস্ত সংক্রান্তি ঠাকুর আস্‌ছে।

রাজমল্লিক। তুমি দেখ—খাঁ সাহেব, চেহারা দেখলেই বুঝবে, লোকটা বেইমানী বেতমিজী ভরা!

(জংলাল, সংক্রান্তি ও হাসানের প্রবেশ)

জংলাল। মহারাজ আস্‌তে পার্‌লেন না—তাঁর শরীর অসুস্থ। তিনি আপনার পুত্রের জন্য এই আশীর্ব্বাদী কণ্ঠহার পাঠিয়েছেন।

হাসান। বড়ই মনঃক্ষুন্ন হলেম। দরাফ, ইনি সেনাপতি জংলাল, আর ইনি সংক্রান্তি ঠাকুর।

দরাফ। আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখী হলেম।

জংলাল। সেটা উভয়তঃ।

হাসান। ইনি আমার বাল্য-বন্ধু দরাফ। উপস্থিত উত্তর বাংলায় দেবকোটে থাকেন।

দরাফ। বন্ধুর পুত্রের অন্নপ্রাশন—না এসে থাক্‌তে পার্‌লেম না। বিশেষ আমি একটু উদর-পরায়ণ!

জংলাল। (হাস্য) ভালই ত! আমাদের পরম সৌভাগ্য আপনি পাণ্ডুয়ায় পদার্পণ করেছেন।

দরাফ। অনেক দিন থেকে—আপনাদের এই গঙ্গা-রাঢ় দেশটা দেখবার সাধও আমার ছিল, এত দিনে তা পূর্ণ হ'ল।

সংক্রান্তি। আস্‌বেন বৈকি, আস্‌বেন বৈকি! আপনি হলেন মজলিসের শোভা!

রাজমল্লিক। সেলাম—সংক্রান্তি ঠাকুর!

হাসান। আপনারা অনুমতি করুন—একটু নাচ গান হ'ক।

জংলাল। বেশ ত, আপত্তি কি?

সংক্রান্তি। বেশ ত, বেশ ত!

১ম ইয়ার। আজ হাসির দিন! খালি হাসির গান, খালি হাসির নাচ!

সংক্রান্তি। (জনান্তিকে) সব ঠিক ত—ফকির সাহেব ?

রাজমল্লিক। সকালেই টের পাবে !

১ম ইয়ার। নাহ্ ঘাবরাও !—

(নর্ত্তকীগণের গীত)

দেখেছিনু হাসি তার,
বাদল রাতে মেঘের ফাঁকে
শুধু একটি বার—শুধু একটি বার।
সে কুন্দ দাঁতের হাসি
মুক্তা ফলের রাশি
মনের ফলকে লেখা দিয়ে গেছে—
আসে-নিকো ফিরে আর !

সংক্রান্তি। রাত্রি অধিক হয়েছে, আর আমরা বিলম্ব করব না।

জংলাল। চলুন—সৈয়দ সাহেব, আপনার পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করে'— আমরা বিদায় গ্রহণ করি।

(দরাফ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

দরাফ। হাসানও লক্ষ্য করেছে ! বুকের আলো চেপে রাখা যায় না— বাইরেও বেশ ফুটে ওঠে। সে একটা আলো—ভুল নাই। অন্ধকারে এসেছিল, অন্ধকালে চলে গেছে। তবু বুকে একটা গভীর রেখাপাত করে' গেছে ! বলে গেছে—আবার আসব, আবার দেখা করব। বিদ্যুতের আলোয় শুধু একবার দেখেছিনু—চোখ ঝল্‌সে গেছে ! বিদ্যুৎময়ি !—

—

৪র্থ দৃশ্য—মন্দির-তোরণ

শিবাচার্য্য, মূর্ত্তি ও ধ্বজা

ধ্বজা। প্রভাত হ'ল, আমরাও রাণী-মার মন্দির-দ্বারে পৌছিলেম। এই 'বাইশ-দরজা' মন্দির—সদ্ধর্ম্মীরা ধর্ম্ম-ঠাকুরের দেহারা কর্‌তে চায়!

শিবাচার্য্য। এই দেব-গৃহে—ব্রহ্মশিলা নির্ম্মিত সূর্য্য ও নারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত।

মূর্ত্তি। শিবাচার্য্য, এ মন্দির কি ময় দানবের তৈরী?

শিবাচার্য্য। কারু-কার্য্য দেখে—তাই মনে হয় বটে। মন্দিরের অদূরে ঐ দেখ বিশাল রাজ-প্রাসাদ। প্রাসাদের অভ্রংলিহ স্বর্ণ-চূড়া—ঐ দেখ অগ্নি-গোলকের মত কেমন জল্‌ছে! পাণ্ডুয়া সহরটাই যেন ময় দানবের তৈরী ভ্রম হয়।

মূর্ত্তি। চুপ কর দেখি! ভিতরে একটা করুণ আর্ত্তনাদ উঠ্‌ছে না? দ্বার এখনও বন্ধ। শোন দেখি।—

শিবাচার্য্য। রাণী-মার মন্দিরে এ ত নিত্য ঘটনা—মূর্ত্তি! নিশ্বাস-বায়ুতে বুঝছ না—এ স্থানটার আবহ কত দূষিত! হতভাগিনীর বুক-ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসে এখানকার বায়ুমণ্ডলও বিষাক্ত মনে হয়!

ধ্বজা। প্রাণটা আজ আমার কেমন অশুভ গাইছে—একটা কিছু অঘটন ঘটবে!

(শীলাদেবী ও দাসীর প্রবেশ)

শীলাদেবী। না—আর থাকব না, আর থাকব না! চল্‌—যে দিকে দু' চোখ যায়, সেই দিকে যাব। আর অত্যাচার সহ্য হয় না, আর অত্যাচার সহ্য হয় না!

দাসী। রাণী-মা, একবার দাঁড়াও, মহারাজকে সংবাদ দিয়ে আসি।

শীলাদেবী। কে মহারাজ? মহারাজ নাই—রাজ্য অরাজক! শৃগাল কুক্কুরের রাজত্ব! চল্, পিশাচের রাজ্য ছেড়ে শীঘ্র চল্!—

মূর্ত্তি। কোথা যাও? কি হয়েছে—মা!

শীলাদেবী। কে?—কে তুই, কে তুই! পথ ছাড়, পথ ছাড়, যাব—থাক্‌ব না, আর এখানে থাক্‌ব না! পথ ছাড়, নইলে আত্মহত্যা কর্‌ব, আত্মহত্যা কর্‌ব!

মূর্ত্তি। কি হয়েছে—মা! এমন কর্‌ছ কেন?

শীলাদেবী। কে তোমরা,—কে তোমরা? যাও! সরে যাও, সরে যাও,—পথ ছাড়!

দাসী। ওগো, সর্ব্বনাশ হয়েছে! ঠাকুর-বাড়ীতে গরুর হাড় ফেলেছে! রাণী-মা তাই পাগলের মত হয়েছে! ওগো, তোমরা একটু দাঁড়াও, দৌড়ে আমি মহারাজকে বলে আসি।

শিবাচার্য্য। গো-হাড় ফেলেছে! কে ঠাকুর-বাড়ীতে গো-হাড় ফেলেছে!

দাসী। তোমরা একবার ভেতরে এসে দেখ, আমি যাই।—

(দাসীর প্রস্থান)

শীলাদেবী। যাস্‌নে যাস্‌নে! পিশাচের ছায়া মাড়াস্ নে!—

শিবাচার্য্য। তাই ত! এ সর্ব্বনাশ কে করলে? হিন্দুর রাজ্যে, হিন্দুর পল্লীতে, হিন্দুর দেব-মন্দিরে—এ ম্লেচ্ছের ব্যভিচার কে কর্‌লে! এ কি জঘন্য অত্যাচার!

শীলাদেবী। সর, সর। দৈত্য-দানবের দেশে থাক্‌ব না, আর থাক্‌ব না!—

শিবাচার্য্য। তাও কি সম্ভব! মহারাজের জ্ঞাতসারে হয়েছে?—

শীলাদেবী। সে সব পারে! সে কন্যাকে রাক্ষসের হাতে দিতে পারে, পুত্র হত্যা কর্‌তে পারে, রাজ-রাণীর চরম লাঞ্ছনা কর্‌তে পারে!—সর্ সর্!

মূর্ত্তি। মা, একটু দাঁড়াও। মা, আমি তোমার কন্যা, ভিক্ষা চাচ্ছি—একটু স্থির হও।

শিবাচার্য্য। বর্ব্বরতার চূড়ান্ত বটে! ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষে রাজার এতটা অধঃপতন হয়েছে!—মনে কর্‌লেও শরীর রোমাঞ্চ হয়!

মূর্ত্তি। মা, মর্ম্মর-মূর্ত্তির মত অনিমেষ নেত্রে কি দেখছ? দেখছ—আমি সেই কি না? হাঁ—মা, আমি তোমার হতভাগিনী দুহিতা—গায়ত্রী। দশ বছর আগে যে ত্রিবেণীর ঘাটে ডুবেছিল!

শীলাদেবী। কে—তুই? তুই—গায়ত্রী! সত্য তুই—গায়ত্রী? সেই চোখ, সেই মুখ, সেই হাসি!—সেই রাজহংসীর গ্রীবা! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি! না—না, এ অসম্ভব—কখনই হ'তে পারে না! পথ ছাড়, আমি যাব, আমি পালাব!—

শিবাচার্য্য। মূর্ত্তি, অন্যায় করেছ—সাবধান! অতি সুখ, অতি দুঃখ—হাত-ধরাধরি করে' এসেছে।—সন্তর্পণে চল!

শীলাদেবী। ঠিক!—অতি সুখ, অতি দুঃখ হাত-ধরাধরি করে এসেছে! কি করি—কি করি? আশে পাশে—চারিদিকে গো-হাড় ছড়ান রয়েছে! উঠানে, দালানে, সদর দ্বারে—সর্ব্বত্র! চল—পালাই চল, পালাই চল,—আর থাক্‌ব না, আর থাক্‌ব না! হাঁ, তুই ত গায়ত্রী—তুই ত গায়ত্রী? তবে চল, চল—তোকে নিয়ে রাজার কাছে যাই! গায়ত্রী এসেছে—আর ভয় কি?

(রূপসেন ও শঙ্খের প্রবেশ)

রূপসেন। কি হয়েছে—কি হয়েছে ?

শঙ্খ। কি হয়েছে—মা !—

রূপসেন। আচার্য্যদেব, প্রণাম। আপনি এখানে—এমন সময়ে ?

শিবাচার্য্য। প্রত্যূষেই এসেছি। কি করি, নিত্যই তোমার রাজ্যে উৎপাতের কাহিনী শুনে—উত্যক্ত হয়ে এসেছি। এসেই দেখি—এই বীভৎস কাণ্ড !

রূপসেন। শঙ্খ, সত্যই গো-হাড় ফেলেছে ?

শঙ্খ। আপনি স্বচক্ষে দেখুন—কি অমানুষিক অত্যাচার !

শীলাদেবী। শঙ্খ, এসেছিস্ ?

শঙ্খ। হাঁ—মা, একি অত্যাচার !—

শীলাদেবী। দেখ্—কি সর্ব্বনাশ হয়েছে ! ভাল করে' দেখ্—নরকের অবিকল প্রতিচ্ছবি কি না ! ভূত প্রেত পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য দেখ ! দেখেছিস্—দেখেছিস্—দেখেছিস্ ? সব ভেঙ্গে চুরমার হয়েছে ! হাঃ হাঃ হাঃ !—

মূর্ত্তি। মা, স্থির হও।

শীলাদেবী। স্থির—স্থির ! যেটুকু স্পন্দন ছিল—সব স্থির হয়ে গেল ! শঙ্খ—বাবা !

শঙ্খ। কেন—মা !

শীলাদেবী। একবার শ্রীকর ব্রাহ্মণকে ডেকে আন্। বিগ্রহগুলোকে—ঐ ধাতু-পাথরের জড়পিণ্ডগুলোকে—গঙ্গার অতল-গর্ভে ডুবিয়ে দিয়ে আস্‌বে !—যাক্, সব আপদের শান্তি হ'ক !—এতদিনে সব আপদের শান্তি হ'ক্ ! হাঃ হাঃ হাঃ !

শঙ্খ। মা—মা, স্থির হও। তুমি আত্মহারা হয়ো না!—

রূপসেন। কে এ কাজ করলে? কিছু ত বুঝ্‌তে পারছি না! হিন্দুর মন্দিরে—

শঙ্খ। রাত্রে হাসান সাহেবের বাড়ী মজলিস ছিল—ভোজের খুব ঘটা হয়েছে। এ তাদেরই কীর্ত্তি!—

রূপসেন। সম্ভবতঃ তাই হবে।

মূর্ত্তি। ধ্বজা!—

ধ্বজা। হাঁ—ঠিক আছি। জয় গুরুজি! শিব-ঠাকুর, প্রণাম। রাণী-মা, পায়ের ধূলো দাও। আমি এখনই ফিরে আস্‌ছি।

(ধ্বজার প্রস্থান)

শীলাদেবী। ও—কোথা গেল? ওকে যে আমি দেখিছি—কোথা গেল?

মূর্ত্তি। দুষ্কর্ম্মের প্রতিশোধ দিতে!

শীলাদেবী। প্রতিশোধ দিতে!—আঘাতের প্রতিঘাত দিতে! কেন—কেন? ওকে ফেরাও, ওকে ফেরাও!

মূর্ত্তি। ও ত ফিরবে না। ও যে কাল-প্রেরিত।

শীলাদেবী। কাল-প্রেরিত! তবে—প্রতিশোধ নেবেই? হাঁ—ঠিক! প্রতিশোধ নেওয়া চাই। তা'তে সর্ব্বনাশ হয় হ'ক্—প্রতিশোধ চাই! হাঃ হাঃ হাঃ! তুই গায়ত্রী?—সত্য তুই গায়ত্রী। হাঁ—নিশ্চয় গায়ত্রী, নিশ্চয় গায়ত্রী! হাঃ হাঃ হাঃ!

শঙ্খ। এ কি হ'ল! মা, মা! এ যে সম্পূর্ণ উন্মাদের লক্ষণ! মা মা!—

শীলাদেবী। আমি বোধ হয় পাগল হয়েছি! হাঁ—পাগল হয়েছি, ঠিক পাগল হয়েছি!

রূপসেন। একি হ'ল! হঠাৎ এমন হ'ল কেন?

শিবাচার্য্য। হঠাৎ! হঠাৎ ত নয়—রাজা! বহুদিন গুম্‌রে গুম্‌রে তুষের আগুন দপ্‌ করে' জ্বলে উঠেছে! স্তূপীকৃত পাপে পাণ্ডুয়া রাজ্য জর্জ্জরিত!—এইবার তার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েছে! ঐ শোন, রুদ্রতালে প্রলয়-বিষাণ বেজেছে! যদি পার, দৃঢ়-হস্তে এখনও প্রতিকার কর, রাজ্যের অনাচার দমন কর।

মূর্ত্তি। শঙ্খ, স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে কি শুন্‌ছ? ভীরুতা জড়তা—মনের আবিলতা দূর কর। কম্বু-কণ্ঠে বল—মাভৈঃ!

রূপসেন। কন্যাটি কে—শিবাচার্য্য?

শিবাচার্য্য। বিড়ম্বনা! দেখ দেখি—এ তোমারই কন্যা কিনা?

রূপসেন। আমিও তাই ভাবছি। আয় ত—মা! (হস্ত ধারণ) পাষাণি, আর তুই যাবি কোথা? এতদিনে তোকে ধরেছি! আর ত ছাড়্‌ব না—পৃথিবীর বিনিময়েও আর তোকে যেতে দেব না!—

শঙ্খ। সত্যই কি গায়ত্রী ফিরে এল!

রূপসেন। এই দেখ- বাম-হস্তে ত্রিশূলের দিব্য-রেখা! রাণি, দেখ দেখি—তোমার গায়ত্রী কি না? একটু বড় হয়েছে, মা আমার একটু বড় হয়েছে! এতদিন ছিলি কোথা—সর্ব্বনাশি! একটা রাজ-সংসার, একটা রাজ্য—তোর অভাবে মরণের তীরে এসে দাঁড়িয়েছে! কোথা ছিলি—পাষাণি!—

মূর্ত্তি। বাবা, সর্ব্ব-তীর্থ ভ্রমণ করে'—কুমারী কন্যা আজ কাঞ্চনজঙ্ঘার চরণে শির নত করছে।

রূপসেন। সেই কাকলী ধ্বনি! অমৃতের অনাবিল ধারা! আজ ক'দিন স্বপ্নে তন্দ্রায় যা শুন্‌ছি! গায়ত্রি, তুই ফিরে এসেছিস্—তা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি!—আশে-পাশে তোর ছায়া-মূর্ত্তি দেখেছি,

পায়ের শব্দে কতবার চম্‌কে উঠেছি! স্বপ্নে কথা কয়েছিস্!—ঠিক তোর এই মূর্ত্তি!

মূর্ত্তি। বাবা, হতভাগিনী কন্যা!—

শিবাচার্য্য। মধুর মিলন!—মর্ত্ত্যে স্বর্গ নেমে এসেছে! মূর্ত্তি, তোমরা থাক। ধ্বজা কোথায় গেল—আমি একবার দেখে আসি।

রূপসেন। দাঁড়াও—শিবাচার্য্য! ঐ ধ্বজা লোকটি কে?—কোথায় গেল?

শিবাচার্য্য। ধ্বজার পরিচয়—পাণ্ডুয়ার যৌবন! গেল—অত্যাচারের প্রতিশোধ দিতে!

রূপসেন। প্রতিশোধ দিতে!—

মূর্ত্তি। বাবা, যৌবন আগু-পিছু ভাবে না।

শিবাচার্য্য। মনটা বড় উদ্বিগ্ন হ'ল! দেখি ধ্বজা কোথায় গেল।

রূপসেন। আর এক কথা। সংকল্প করেছি—শঙ্খের হস্তে রাজ্যের শাসন-ভার দিয়ে তীর্থ যাত্রা করব। আচার্য্যদেব, তোমায় এ কাজে অগ্রণী হ'তে হবে।

শিবাচার্য্য। উত্তম কথা। অতি সৎ প্রস্তাব।

রূপসেন। শঙ্খ, আর অমত ক'র না। নিশ্চয় জানি,—এ স্নেহ নয়, শাস্তি। এই সঙ্কট সময়ে—রাজ্যের মুখ চেয়ে এ দণ্ড তুমি হাসি-মুখে গ্রহণ কর।

শিবাচার্য্য। নিশ্চয় করবে। আচ্ছা, এ পরামর্শ পরে করব।

রূপসেন। বেশ, তবে নিশ্চিন্ত রইলেম। এস—রাণি, গায়ত্রী এসেছে—হারানিধি আমরা ফিরে পেয়েছি! ভাল করে' মেয়েটাকে ধরে নিয়ে চল, আর যেন পালাতে না পারে!

(রূপসেন, শীলাদেবী ও মুক্তির প্রস্থান)

শিবাচার্য্য। কোন্ দুর্ব্বাসার অভিশাপে এমন সোনার সংসারে আগুন ধরেছিল—কে জানে! আজ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেম। শঙ্খ, তুমি চল—আমি একবার ধ্বজার সন্ধানে চল্লেম।

(শিবাচার্য্যের প্রস্থান)

শঙ্খ। কি করি,—কোন্ দিকে যাই? পিতা সিংহাসন দিতে চাইছেন! মাথার উপর কাল-বৈশাখীর মেঘ!—প্রলয়-দুর্য্যোগ ঘনীভূত! কোন্ পথে যাই? শাহারার অগ্নি-বক্ষে দাঁড়িয়ে—আগে পিতৃপুরুষের তর্পণ কর্‌ব? না, তার আগে—গোপনে একবার কল্পনার সঙ্গে দেখা করে আস্‌ব? সরলা বালিকা—সে যে নিশ্বাস বায়ুর ন্যায় অত্যাজ্য। কি করি? না—যাব, সপ্তগ্রামে যাব—কল্পনাকে একবার দেখে আস্‌ব।

(শঙ্খের দ্রুত প্রস্থান—অপর দিকে সংক্রান্তির প্রবেশ)

সংক্রান্তি। ওষুধ ধরেছে!—ঠাকুর-বাড়ী ছেড়ে রাণী মাগী ভেগেছে!—বাঃ বিষবড়ির কি চমৎকার গুণ! ফকির সাহেবের দাওয়াই জাগ্রৎ বটে!—ডাক্‌লে সাড়া দেয়। রাজা মিন্‌সের দিগ্‌-বাজিটা কিন্তু ভারী বেয়াড়া রকম ঠেক্‌ছে। তবে লাঠ্যৌষধিরও ব্যবস্থা হয়েছে—জংলাল রাজবাড়ী ঘেরাও কর্‌লে—যাবে কোথা চাঁদ? তখন সিংহাসনে—শর্ম্মারাম।

৫ম দৃশ্য—কক্ষ

ধ্বজা ও বাঁদী

ধ্বজা। সৈয়দ সাহেব এখনও ঘুমুচ্ছেন ?

বাঁদী। কাল অনেক রাত অবধি মজলিস হয়েছে কি না!—আপনি এইখানে বসুন, আমি খবর দিয়ে আসি।

ধ্বজা। বল'—আশীর্ব্বাদী জিনিস-পত্র নিয়ে রাজবাড়ী থেকে লোক এসেছে।

বাঁদী। হাঁ—আমি যাই।

(বাঁদীর প্রস্থান)

ধ্বজা। রূপার কি মহিমা!—একেবারে আমায় অন্দরে এনে হাজির করলে! এই পালঙ্কেই সৈয়দ সাহেবের ছেলে ঘুমুচ্ছে—ছত্রে ছত্রে প্রতিশোধ দিতে হবে! কি করি;—ছেলেটাকেই হত্যা করব? হাঁ—তাতে জ্বালা বেশী হবে। দেরী করা আর সঙ্গত নয়। ঘুর্ণী বাতাসের মত এসেছি, ঘুর্ণী বাতাসের মত উধাও হ'ব। ভাব্‌বার অবসর নাই—সয়তান, আমাতে আবির্ভূত হও! (অস্ত্রাঘাত)

(বাঁদীর পুনঃ প্রবেশ)

বাঁদী। কি হ'ল—কি হ'ল! কিসের চীৎকার হ'ল!

ধ্বজা। ছেলেকে হত্যা করেছি! বাঁদী, তোমার মনিবকে বল'—হিন্দুর রাজ্যে গো-হত্যা করে' মন্দিরে গো-হাড় ফেলার এই প্রতিফল!

(ধ্বজার দ্রুত প্রস্থান)

বাঁদী। ওগো, সর্ব্বনাশ হয়েছে!—ঘুমন্ত ছেলেকে খুন করেছে! কে আছ—শীগ্‌গির এস, সর্ব্বনাশ হয়েছে! ওগো, ছেলেকে খুন করেছে—রক্তের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে!

(হাসান ও দরাফের প্রবেশ)

হাসান। কি হয়েছে—কি হয়েছে ?

দরাফ। একি সর্ব্বনাশ!—

বাঁদী। ওগো, সর্ব্বনাশ হয়েছে—ঘুমন্ত ছেলেকে খুন করেছে! এইদিকে ছুটে পালাল!—

দরাফ। কে—কোন্ দিকে ?

বাঁদী। এই দিকে পালাল।—

দরাফ। হাসান, আমি আস্‌ছি।

(দরাফের প্রস্থান)

হাসান। একি হ'ল! এ সর্ব্বনাশ কে কর্‌লে? মনির—মনির! ওঃ!—

বাঁদী। বল্‌লে, রাজবাড়ী থেকে এসেছি—

হাসান। খোদা, একি কর্‌লে! একি কর্‌লে—খোদা!

বাঁদী। বল্‌লে—রাজবাড়ী থেকে আশীর্ব্বাদী জিনিস এনেছি, তোমার মনিবকে খবর দাও।

হাসান। খোদা!—

বাঁদী। ফিরে এসে দেখি, ছেলেকে খুন করে' পালাচ্ছে! ডাকাতের মত চেহারা—দৌড়ে পালাল!

হাসান। কি কর্‌লে—খোদা!

(দরাফের পুনঃ প্রবেশ)

দরাফ। লোকটা উধাও হ'য়েছে—সন্ধান পাওয়া গেল না!

বাঁদী। বল্‌লে—মন্দিরে গো-হাড় ফেলার ফল!

দরাফ। কি—বল্‌লে?

বাঁদী। হিঁদুর মন্দিরে গো-হাড় ফেলার ফল! ডাকাতের মত চেহারা—দৌড়ে পালাল। ওগো, কি সর্ব্বনাশ হ'ল! মনিরকে যে খুন করলে—গো!

দরাফ। হিন্দুর মন্দিরে গো-হাড় ফেলার ফল!—

হাসান। খোদা, কি করলে! বিনা দোষে আমার এ সর্ব্বনাশ কে করলে? কোন্ পাপে আমার এ শাস্তি হ'ল? আমার শরীর অবসন্ন হয়ে আস্‌ছে! খোদা!—

দরাফ। হাসান, জান কিছু—হিন্দুর দেব-মন্দিরে কেউ গো-হাড় ফেলেছে?

হাসান। কিছুই জানি না!—ধর্ম্ম সাক্ষী, কিছুই জানি না। তবে মজলিসের জন্যে ঐ যা গো-হত্যা হয়েছে—তাও সম্পূর্ণ গোপনে।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। কাল রাত্রে বড় রাণীর ঠাকুর বাড়ীতে কে গো-হাড় ফেলেছে! আমি স্বচক্ষে দেখে এলেম। হিন্দু লোকেরা আমাদের সন্দেহ করেছে। তারা একটা কাণ্ড বাধাবেই।

দরাফ। তুমি স্বচক্ষে দেখে এসেছ?

ভৃত্য। হাঁ, আরও শুন্‌লেম—রাজা আমাদের সকলকে গ্রেপ্তার করতে হুকুম দিয়েছে।

হাসান। আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে! আমার মস্তিষ্কের স্থিরতা নেই—শরীর অবসন্ন হয়ে আস্‌ছে!

দরাফ। অবসন্ন হ'লে ত চল্‌বে না—হাসান! বিপদে কর্ত্তব্য কি—আগে স্থির কর। স্ত্রীলোকের মত কাঁদলে হবে না—ওঠ, ছত্রে ছত্রে প্রতিহিংসা গ্রহণ কর্‌তে হবে।

হাসান। দরাফ, এ দারুণ বিপদে তুমিই আমার বল বুদ্ধি ভরসা। বল, কি করব?

দরাফ। আমরা পাঠান, মেষ-শাবক নই। কিছুতেই এ নৃশংস অত্যাচার নিরবে সহ্য কর্‌ব না।—বজ্রকঠোর হস্তে এর প্রতিশোধ দিতে হবে। হাসান!—

হাসান। কি—বল?

দরাফ। বর্ব্বরতা এর চেয়ে বেশী হতে পারে—আমি কল্পনা কর্‌তে পার্‌ছি না! এ অপরাধে হিন্দুরা যদি তোমাকে হত্যা কর্‌ত, তবে আমার এতটা মনঃপীড়া হ'ত না। কিন্তু এই শিশুকে—এই নিদ্রিত শিশুকে কোন্ অপরাধে দুর্বৃত্ত হত্যা কর্‌লে? সত্যই যদি কোন সয়তান হিন্দুর মন্দিরে গো-হাড় ফেলে থাকে—তার জন্যে দায়ী এই শিশু নয়!

হাসান। বল, কি কর্‌তে হবে? রাজার কাছে প্রতিকারের কোন সম্ভাবনা নাই—রাজ্য এখন অরাজক!—

দরাফ। তবে—ওঠ! মৃত-পুত্র বুকে নিয়ে চল, এই মুহূর্ত্তে আমরা দিল্লী যাত্রা করি। চল, বাদশাহ ফিরোজ শাহের দরবারে আমাদের আর্‌জি পেশ করি। মৃত পুত্র এমনি বুকে করে' থাক!—একবারও মাটীতে নামিও না—যতদিন না প্রতিহিংসা পূর্ণ হয়! তারপর—শোন, এই প্রতিজ্ঞা করে' যাচ্ছি, যত শীঘ্র সম্ভব সসৈন্যে ফিরে

এসে পাণ্ডুয়া রাজ্য ধ্বংস কর্‌ব! পাণ্ডুয়ার প্রত্যেক সৌধ-চূড়া ধূলিসাৎ কর্‌ব,—পাণ্ডুয়ার প্রত্যেক নর-নারীর আর্ত্তনাদে আকাশ-বাতাস মুখরিত কর্‌ব! পাণ্ডুয়ায় হিন্দু নাম লোপ কর্‌ব। ওঠ—হাসান!

তৃতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য—প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান

মূর্ত্তি

(গীত)

দিনের আলো নিভে গেল,
গরজে ঘন অন্ধকার !
সাঁঝের ছায়ায় বসে নিরালায়
বুক ভেঙে যায় নিরাশায়—
কান্নার গলা চেপে রাখা ভার
গুমরি ওঠে হাহাকার ।

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)

মূর্ত্তি। ওই মন্দিরে শঙ্খধ্বনি হ'ল ! জাগর-মন্ত্রে যেন সন্ধ্যার জয়তূর বেজে উঠ্‌ল ! বুকের ভিতর একটা স্পন্দন অনুভব কর্‌ছি। সুস্পষ্ট —স্বচ্ছ—অনাবিল প্রবাহ ! প্রতি স্নায়ু—প্রতি ধমনী—প্রত্যেক মাংস-পেশীতে একটা চৈতন্য—একটা জাগরণের সাড়া পড়্‌ল ! শিশুসুপ্তির পর এ যেন প্রথম যৌবন-চাপল্যের উন্মেষ !—

(রূপসেনের প্রবেশ)

রূপসেন। গায়ত্রি, এখানে তুই কখন এলি ? সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'ল, আর না—ঘরে চল্‌ ।

মূর্ত্তি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'ল ?—

রূপসেন। হাঁ, তুই আয়।

মূর্ত্তি। বাবা, আজ সংক্রান্তি—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'ল! বিদ্রোহী সেনাপতি জংলাল এখনি আমাদের বন্দী কর্‌তে আস্‌বে। তাকে কি উত্তর দেবে ?

রূপসেন। মা, আত্ম-সমর্পণ ছাড়া উপায় কি? বাধা দিসে দেব, রক্ষক ভক্ষক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

মূর্ত্তি। বিনা বাধায় আত্ম-সমর্পণ!

রূপসেন। আজ দশ দিন আমরা অবরুদ্ধ। প্রতিকারের কোন পথ ত হ'ল না। শঙ্খও সপ্তগ্রামে চলে গেছে—উপায় কি ?

মূর্ত্তি। দেখ—বাবা, একলাটি এখানে বসে বুকের ভিতরটা কেমন হু হু করে' উঠ্‌ল! তারপর, মন্দিরে শাঁখ বাজ্‌ল শুনে—চমক ভাঙল! শাঁখ বেজেছে—শুনেছ ?

রূপসেন। হাঁ—শুনেছি। তুই এখন আয়—পাগলি!

মূর্ত্তি। কে একজন এই দিকে আস্‌ছে না? আমার মা বুঝি!

(পরিবালার প্রবেশ)

রূপসেন। দুষ্টা নারী! এত দিনে স্বরূপ ফুটে উঠেছে! মায়াবিনীর মায়া-জাল বড়ই ভয়ানক! ওঃ!—

পরিবালা। রাজা, পরী-সাধন করে'—তপস্যা করে'—মায়াবিনী জেনেই ত ঘরে এনেছিলে!

রূপসেন। বিশ্বাসঘাতিনী!—

মূর্ত্তি। পরী-মা, কই—আমার সঙ্গে কথা কইলে না? কত দিন পরে আমি এলেম, তুমি ত আদর কর্‌লে না ?

রূপসেন। গায়ত্রি!—

মূর্ত্তি। পরী-মা, আমি যে তোমাদের হারাণ-মেয়ে—গায়ত্রী।

রূপসেন। গায়ত্রি, তুই জানিস্ নে—যাকে তুই পরী-মা বল্‌ছিস, সে মায়াবিনী! মুখে মধু, অন্তর বিষে ভরা! এতদিন বুঝেও বুঝিনি, মায়াবিনীর এমনি কুহক! আজ ঘরে বাইরে যে আগুন ধরেছে, সে সবেরই মূলাধার— তোর ঐ পরী-মা!

পরিবালা। ঠিক মূলাধার নই, তবে শিকারীর হাতের অস্ত্র! কি কর্‌ব, আমার উপায় ছিল না,—এমনি আমার দুরদৃষ্ট! যাক্ সে কথা। রাজা, সত্যই আজ আমি বিদ্রোহীদের দৌত্য কাজে এসেছি। কাজ শেষ হলেই চলে যাব।

মূর্ত্তি। পরী-মা!—

পরিবালা। মহারাজ, বিদ্রোহী সেনাপতি জংলাল বাহিরে অপেক্ষা কর্‌ছে।—

মূর্ত্তি। পরী-মা, জংলাল বাহিরে অপেক্ষা করুক—তা'তে যায় আসে না। কিন্তু—পরী-মা, তোমার আত্মগ্লানি শুনে বুক আমার ফেটে যাচ্ছে! তুমি কি মা—শিকারীর হাতের অস্ত্র? নারী কি জগতে এমনি খেলার সামগ্রী?—কিছুতেই না। পরী-মা, তুমি আমার মা—রাজ-রাণী। তোমার মর্য্যাদা কিছুতেই আর আমি ক্ষুণ্ণ হতে দেব না। জংলাল আসে—নিজে আসুক। তোমাকে আর আমি রাজ-প্রাসাদের বাহিরে যেতে দেব না।

পরিবালা। মা, আর ত এখানে আমার স্থান নাই!

রূপসেন। ছলনা চাতুরী—কি যে মোহকরী সামগ্রী, কিছুই তুই জানিস্ না—গায়ত্রী! দুধ-কলা দিলেও সাপিনী স্বধর্ম্ম ছাড়ে না, বাঘিনীর রক্ত-তৃষা কিছুতেই মিটে না!

মূর্ত্তি। দেখ—বাবা, তুমি ভারী দুষ্টু হয়েছ! বাবা, একটা গল্প বলি

শোন!—রাজপুতদের দেশে আমি ধনুর্ব্বাণ শিখ্‌তেম। একদিন আমার গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিনু,—'কোন্ বাণ সকলের চেয়ে ভয়ানক?' গুরু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে—'বাক্য-বাণ'! বাবা, তুমি আমার পরী-মাকে বাক্য-বাণ বর্ষণ কর' না।

রূপসেন। বেশ, আমি চুপ কর্‌লেম। কিন্তু দেখিস্—অস্পৃশ্যা হীন-কুলোদ্ভবা কখনই ভাল হয় না। বালীতে লাঙ্গল দেওয়া নিষ্ফল!

মুক্তি। পঙ্কেই পদ্মের জন্ম, তাতে পদ্মের গৌরব হানি হয় না। পরী-মা, তুমি বাবার ও সব কথা শুন না। তুমি আমার পরী-মা—আমার মা!—

(শীলাদেবীর প্রবেশ)

মা, নারীর যা ষড়ৈশ্বর্য্য—সেই মহিমাময় মাতৃত্ব তোমার ঐ স্নিগ্ধ-নয়নে—ঐ বদনমণ্ডলে রক্তিম রাগে প্রতিভাত! ষোড়শী—ভুবনেশ্বরী মা আমার, যৌবনের উজ্জ্বল রূপ-লাবণ্য স্বর্ণ-রেণুর মত তোমার সর্ব্ব অঙ্গে বিচ্ছুরিত! বক্ষে তোমার অমৃতের অফুরন্ত ভাণ্ডার!—স্নেহ করুণা সন্তান-বাৎসল্যে—ক্ষীর-ধারায় উচ্ছ্বলিত হয়ে পড়ছে! মা, মাতৃ-বক্ষে ত হীন জঘন্য বৃত্তির স্থান নাই! মাতৃত্বের পূর্ণ পরিকল্পনা তুমি—মা! সন্তানকে অভয় কোলে আশ্রয় দাও!

পরিবালা। গায়ত্রি—মা, তুই আমায় মাতৃত্বের মহৎ গৌরব দান কর্‌লি!—

শীলাদেবী। পরী-রাণি, আয় বোন্—আমার বুকে আয়!—আর তোকে ছাড়্‌ব না—কোথাও যেতে দেব না!

(জংলালের প্রবেশ)

জংলাল। বিলম্ব দেখে—নিজেই উপস্থিত হলেম। আজ সংক্রান্তি।—

দশ দিন পূর্ণ হল। চিন্তা কর্‌বার যথেষ্ট অবসর দেওয়া হয়েছে। আজ আত্ম-সমর্পণ না কর্‌লে—বন্দী কর্‌তে বাধ্য হব।

রূপসেন। বিশ্বাসঘাতক! রাজদ্রোহী!—

জংলাল। মহারাজ, রুষ্ট হবেন না। রাজ্যের মুখ চেয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি। জরা-বার্দ্ধক্য হেতু রাজ-দণ্ড পরিচালনে আপনি সম্যক্ অশক্ত। মাৎস্য-ন্যায় রাজ্যের সর্ব্বত্র বিরাজ কর্‌ছে! অনন্যোপায় হয়ে এ কাজ করেছি।

মূর্ত্তি। সাধু! সাধু তুমি—জংলাল! উদ্দেশ্য তোমার অতি মহৎ! আমি তোমায় অভিবাদন করি!

জংলাল। তুমি—কে?

মূর্ত্তি। আমি রাজকন্যা।

জংলাল। রাজকন্যা, রাষ্ট্র-নৈতিক কথায় বালিকার বাচালতা ভাল নয়! মহারাজ, বিলম্ব কর্‌বার আমার অবসর নাই। যদি আত্ম-সমর্পণ করেন—ভালই। নচেৎ বন্দী কর্‌ব।

রূপসেন। নির্ব্বুদ্ধি আমি—অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করেছিনু!—

মূর্ত্তি। জংলাল, তোমার দাবীর উত্তর আমি দেব। কিন্তু তার আগে, আমার একটি কথার জবাব দাও! যোদ্ধা তুমি—সত্য বল! প্রকৃত সদিচ্ছায় তুমি এ কাজ কর্‌ছ?—না, রাজার দুর্ব্বলতার সুযোগে—সিংহাসনের দিকে তোমার শ্যেন-দৃষ্টি? যোদ্ধা তুমি—সত্য বল!

জংলাল। রাজকন্যা, আমায় বিরক্ত কর না! মনে রেখ—আমার ইঙ্গিতে তোমাদের জীবন মৃত্যু নির্ভর কর্‌ছে!

রূপসেন। জংলাল, আর বাক্য-যন্ত্রণা সহ্য হয় না! আমায় তুমি হত্যা কর—সব আপদের শান্তি হ'ক!

মূর্ত্তি। বাবা, তুমি এই মর্ম্মর-বেদীতে বস। জংলালের ধৃষ্টতার যোগ্য উত্তর আমি দিচ্ছি। আমার তরবারি!—

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। এই আপনার তরবারি গ্রহণ করুন। হুকুম?—

মূর্ত্তি। যে ত্রিশ জন বিদ্রোহী সৈন্য রাজপুরী অবরোধ করে আছে, এখনি তাদের বন্দী কর! যাও—

(প্রতিহারীর প্রস্থান)

রূপসেন। গায়ত্রি, কি এ সব!—

মূর্ত্তি। শক্তি-গর্ব্বে অন্ধ—জংলাল, তোমার তরবারি কোষ-মুক্ত কর। আমি তরবারি মুখে তোমার প্রশ্নের যোগ্য উত্তর দান কর্‌ছি! জংলাল, নিরব কেন?—এ ত আর বালিকার বাচালতা নয়!

জংলাল। রাজকুমারি, তুমি কি চাও?

মূর্ত্তি। আমি তোমায় বন্দী কর্‌তে চাই।

(নেপথ্যে কোলাহল)

রূপসেন। কিসের এত কোলাহল?

মূর্ত্তি। বাবা, জংলালের সৈন্যেরা বন্দী হল।

জংলাল। কে বল্‌লে!—

মূর্ত্তি। জংলাল, এখন তুমি কি চাও? আত্ম-সমর্পণ কর্‌বে—না, বন্দী হবে?

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। বিদ্রোহী সৈন্যেরা বন্দী হয়েছে। হুকুম?—

মূর্ত্তি। তোমাদের দলপতিকে পাঠিয়ে দাও। বন্দী জংলালকে কারাগারে নিয়ে যাবে।

(প্রতিহারীর প্রস্থান)

জংলাল। বন্দী জংলাল!—আমি কি বন্দী?

মূর্ত্তি। নিশ্চয়।

জংলাল। আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না!—

মূর্ত্তি। জংলাল, বাচালতা ভাল নয়, তাতে রাষ্ট্র-নৈতিক কাজে ব্যাঘাত হয়! শোন, তুমি বন্দী। বৃথা বিলম্ব কর না—তোমার তরবারি রাজ-পদে রক্ষা কর। শোন—জংলাল, এখন গৃহ-বিবাদে বলক্ষয় কর' না।

জংলাল। রাজকুমারি!—

মূর্ত্তি। জংলাল, দারুণ দুদ্দিন উপস্থিত! দিল্লীশ্বরের বিপুল বাহিনী নিয়ে—দরাফ খাঁ সিংহবিক্রমে পাণ্ডুয়া ধ্বংস কর্‌তে কৃতসংকল্প! দরাফ সেদিন কি বলে গেছে জান?—

(ভুদিয়ার প্রবেশ)

ভুদিয়া। আমি জানি। দরাফ বলে গেছে—"দিল্লী থেকে ফিরে এসে পাণ্ডুয়া ধ্বংস কর্‌ব! পাণ্ডুয়ায় হিন্দু-নাম লোপ কর্‌ব!"

মূর্ত্তি। সেনাপতি জংলাল, এখন আত্ম-কলহে বলক্ষয় কর্‌বার সময় নয়। বীর তুমি, পাণ্ডুয়ার গৌরব রক্ষা কর।—আসন্ন বিপদ সম্মুখে!

ভুদিয়া। মৃত পুত্র বুকে নিয়ে—হাসান সাহেবও দরাফের সঙ্গে দিল্লী যাত্রা করেছে!—শোণিতের প্রতিহিংসায়!

রূপসেন। গায়ত্রি!—

মুক্তি। বাবা, এই আমাদের দলপতি—ভুদিয়া। একদিন আমার জীবন রক্ষা করে'—এতদিন কন্যা-স্নেহে আমায় পালন করেছে। বিখ্যাত দস্যু-সর্দ্দার! জংলাল, এই তোমার দোসর সঙ্গে নাও—পাণ্ডুয়া ধন্য হ'ক।

ভুদিয়া। এস—জংলাল, তোমায় তপ্ত-বক্ষে আলিঙ্গন করি।

জংলাল। রাজকন্যা, আজ সত্যই আমি বন্দী! মহারাজ, আজ আমরা দুই বন্ধু—রাজপদে তরবারি রক্ষা করে' শপথ করছি—আজ হতে আমরা পাণ্ডুয়া রাজ্যের বিশ্বস্ত ভৃত্য।

রূপসেন। ভৃত্য নও—তোমরা রাজ্যের মেরুদণ্ড।

২য় দৃশ্য—গৃহ-প্রাঙ্গণ

সংক্রান্তি ও কস্তুরী

সংক্রান্তি। এ হ'ল কি! এ যেন—আচাভুয়ার মোম্বাচাক্—আমায় তাক্ লাগিয়ে দিয়েছে! মাঝ দরিয়ায় তরী বান্‌চাল হল!

কস্তুরী। কাল সারা রাত বুকের ভিতর আমার রাম-রাবণের যুদ্ধ হয়েছে।

সংক্রান্তি। এ হ'ল কি! আমার ডান হাত বাঁ হাত দু'ই ভেঙ্গে গেল!—জংলাল পরী-রাণী দু'টোই বেগ্‌ড়াল! এখন উপায় কি?

কস্তুরী। উপায়—পলায়ন! ওগো, আমি যে রাণী হব গো!—

সংক্রান্তি। দেখ অতটা অধৈর্য্য ভাল নয়। হা হুতাশ করা—কাপুরুষের লক্ষণ!

কস্তুরী। আমি কি ছাই পুরুষ! আমি যে অবলা স্ত্রীলোক।

সংক্রান্তি। ও বাবা! তুমি যদি অবলা, তা হলে বলা অতিবলা—না জানি, কেমন পদার্থ! ও বগলা মূর্ত্তি যে না দেখেছে—

কস্তুরী। ফের বাক্-চাতুরী!—দেখ্‌বি মজা?

সংক্রান্তি। আর মজা দেখিয়ে কাজ নেই। শনি রাজার কুজো মন্ত্রী হয়ে—চট্ করে একটা ভাল মন্ত্রণা দাও দেখি!—এখন কি করা যায়?

কস্তুরী। গোপনে ঝট্ করে বীরের মতন পলায়ন! আবার রাজা হবার সখ! চল, এই বেলা পালাই চল। নইলে হাতে দড়ি পড়্‌বে!

সংক্রান্তি। তুমি কি বল্‌তে চাও—রাজা আমি হব না?

কস্তুরী। কপালে 'রাজদণ্ড' আছে কি না—সেইটাই ভাব!

সংক্রান্তি। তুমি কোষ্ঠী ঠিকুজি মান না? লগ্নে চন্দ্র, রাহু কোটরগত, ধনস্থানে বৃহস্পতির খর-দৃষ্টি! আন্‌ব জন্ম-পত্রিকাখানা?

কস্তুরী। ও কুষ্ঠীর গুষ্টির শ্রাদ্ধ নিয়ে তুমি থাক !—

সংক্রান্তি। কাক-চরিত্র শকুন-শাস্ত্র সবই মিথ্যে বল! ফকির সাহেব যে কর-কোষ্ঠী বিচার করলে !—

কস্তুরী। তুই থাম্‌বি কি না—মুখপোড়া !

(নেপথ্যে—"সংক্রান্তি ঠাকুর ঘরে আছ ?")

সংক্রান্তি। চুপ, চুপ !—

কস্তুরী। ওগো, তুমি একটু সরে যাও।—

(ধ্বজার প্রবেশ ও কস্তুরীর অন্তরালে গমন)

ধ্বজা। কি—সংক্রান্তি, জুজুর ভয়ে সাড়া দিচ্ছ না? বদনখানি যে অমাবস্যার মত অন্ধকার হয়ে গেল! হাতে পায়ে পক্ষাঘাত হ'ল না কি ? অত ঢোঁক্ গিল্‌ছ কেন ? জিভ্‌খানাও কি আড়ষ্ট হ'ল! ভয় নেই—সংক্রান্তি, আমরা তোমার পূজো দিতে এসেছি! বাইরে—শিবাচার্য্য অপেক্ষা করছে।

সংক্রান্তি। তুমি—তোমরা কি চাও ?

ধ্বজা। ঐ ত বল্‌লেম। শীতলা, মনসা, ওলাদেবীর মত—তুমিও এ দেশে একটি ভয়ের দেবতা হয়ে দাঁড়িয়েছ! তাই তোমার পূজো দিতে এসেছি।

সংক্রান্তি। ঠাট্টা !—আমার সঙ্গে তামাসা!

ধ্বজা। দেখ—সংক্রান্তি, নষ্টচন্দ্র দেখ্‌লে !—

সংক্রান্তি। দেখ, বাড়ী চড়াও হয়ে—অপমান কর' না বল্‌ছি!

ধ্বজা। আজ তোমার শ্রীমুখ যখন দেখেছি—একে নপুংসক, তাতে মাকুন্দ চোপা—তখন গাল আজ আমায় খেতেই হবে!—নইলে দোষ খণ্ডাবে না।

সংক্রান্তি। তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও বল্‌ছি! পাজি নচ্ছার বেটা!—

ধ্বজা। হয়েছে—দোষ খণ্ডেছে!—শ্রীমুখ মধু-বর্ষণ করেছে! গ্রহ-ঠাকুর, বিড়্ বিড়্ করে' মারণ-মন্তর আওড়াচ্ছ না কি?

সংক্রান্তি। দেখ—রাগ্‌লে রক্ষে রাখ্‌ব না!—

ধ্বজা। আচ্ছা, তুমি এইবার একবার হাসি-মুখ দেখাও—শিখণ্ডী ঠাকুর! শুনেছি—জানোয়ারে হাসে না!—আর তোমার ঐ দগ্ধ-বদনে কেউ কখনও হাসি দেখে নি!—

সংক্রান্তি। তবে রে—বেটা পাজি!

(সংক্রান্তির প্রস্থান ও লাঠি হস্তে পুনঃপ্রবেশ)

ধ্বজা। ব্যস্ কর—সংক্রান্তি, এইবার সন্ধি!

সংক্রান্তি। বেটা, লাঠি দেখে সন্ধি কর্‌তে এসেছ? বেরো বল্‌ছি—নইলে মাথা ফাটিয়ে দেব!—বেরিয়ে যাও!

(শিবাচার্য্যের প্রবেশ)

শিবাচার্য্য। কি হয়েছে—এত গোলমাল কিসের? ধ্বজা, তোর স্বভাব বড় মন্দ!

সংক্রান্তি। দেখ ত—শিবাচার্য্য, বাড়ী চড়াও হয়ে—যা নয় তাই বলে' ছোটলোক বেটা আমায় অপমান কর্‌ছে!

শিবাচার্য্য। ধ্বজা, তুই বাইরে যা।

ধ্বজা। বেশ, এই আমি চুপ করে' বস্‌লেম।

শিবাচার্য্য। সংক্রান্তি, আজ আমি তোমার দ্বারস্থ। দুর্দ্দিনে—দেশকে জাতিকে তুমি রক্ষা কর। সাম্প্রদায়িক দ্বেষাদ্বেষীর ফলে প্রকৃতিপুঞ্জ অতিষ্ঠ। ধর্ম্মের নামে—

সংক্রান্তি। তুমি যা বল্‌বে—বুঝেছি। কিন্তু আমায় বলা বৃথা। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সদ্ধর্ম্মীদের মিল কিছুতেই হবে না।

ধ্বজা। সন্ধি কর, আপোষ কর—সংক্রান্তি।

শিবাচার্য্য। ধ্বজা, তুই থাম। সংক্রান্তি, আমি অনুরোধ কর্‌ছি,—

সংক্রান্তি। কেন আমায় লজ্জা দাও—শিবাচার্য্য!

শিবাচার্য্য। দেখ—সংক্রান্তি!—

সংক্রান্তি। বলেছি ত—কিছুতেই তা হবে না।

শিবাচার্য্য। বেশ, তবে চল্‌লেম। আয়—ধ্বজা!

(শিবাচার্য্যের প্রস্থান)

ধ্বজা। তা হলে—সন্ধি কর্‌লে না? বেশ, আমিও তবে ঘেঁটু ভাঙ্গব!—

সংক্রান্তি। তুমি চলে যাও এখান থেকে!

ধ্বজা। আগে কুলোর বাতাস দিয়ে—তোমাকে এ দেশ থেকে বিদেয় করি! (সংক্রান্তির ঘাড় ধরিয়া) বেটা ঘরের ঢেঁকি—কুমীর!

সংক্রান্তি। ওরে বাবারে—মেরে ফেল্লেরে!—

ধ্বজা। বেটা—ডোম-কাক, রাজা হবে। কখনও যদি আর—পাণ্ডুয়ার ত্রিসীমায় তোমায় দেখি, তোমার হাড় এক দিকে—মাস এক দিকে কর্‌ব! যাও, বিদেয় হও!

(ধ্বজার প্রস্থান)

সংক্রান্তি। আচ্ছা—দেখে নেব! পাণ্ডুয়া রাজ্যের হাড় খাব, মাস্ খাব, চামড়া নিয়ে ডুগ্‌ডুগী বাজাব—তবে ছাড়্‌ব! তবে আমার নাম—সংক্রান্তি!

৩য় দৃশ্য—মসজিদ-চত্বর

দরাফ ও হাসান

হাসান। দিল্লী আসার পথ-শ্রম আমাদের ব্যর্থ হয় নি। আশার অতিরিক্ত সহানুভূতি আমরা বাদশাহের কাছে লাভ করেছি।

দরাফ। দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ্ ইসলাম ধর্ম্মের প্রতীক্। এ পরিচয় আমি দেবকোটে থেকেই পেয়েছি। নইলে—সুদূর বাংলা মুলুক থেকে দিল্লী আস্‌তে আদৌ আমার উৎসাহ হ'ত না।

হাসান। দেখ, এইবার আমাদের কি ব্যবস্থা করেন। অপরাহ্ন হ'ল, বাদশাহের মসজিদে আসার সময় হয়েছে। আরও কিছুক্ষণ এই পবিত্র মসজিদে অপেক্ষা করি এস।

দরাফ। যক্ষের ধন—বক্ষে ভাল করে' চেপে ধর—হাসান! অন্তরাত্মা আমার বল্‌ছে— দিল্লীশ্বর আমাদের আশা পূর্ণ কর্‌বেন।

হাসান। দিল্লীশ্বর উপস্থিত হয়েছেন!—

(নারী-সৈন্য পরিবৃত ফিরোজ শাহ্ ও শাহ সফিউদ্দীনের প্রবেশ)

দারাফ। খোদাতালার প্রতিনিধি—দিল্লীশ্বরের জয় হ'ক!

ফিরোজ। সফি!

সফিউদ্দীন। শাহান্ শাহ!

ফিরোজ। এই ব্যক্তি জাফর খাঁ—যাঁর কথা তোমায় বল্‌ছিলেম। জাফর খাঁ বাংলা মুলুকে দরাফ খাঁ নামেই সুপরিচিত। গৌড়েশ্বর নাসিরুদ্দীনের অধীনে ইনি দেবকোটের সামন্ত রাজা। সাহসী রণকুশল যোদ্ধা।

দরাফ। সম্রাটের দীন গোলাম।

ফিরোজ। দরাফ, তোমার মধুর চরিত্রে আমি মুগ্ধ হয়েছি। অন্তরের সহিত তোমাদের প্রার্থনা আমি পূর্ণ কর্‌ব নিশ্চয়।—এ আমার নিজেরই কর্ত্তব্য মনে করি। কিন্তু আমার অনুরোধ—দিল্লীতে কিছুদিন তোমরা বিশ্রাম কর, অতিরিক্ত পথ-শ্রমে তোমাদের বড়ই ক্লান্ত দেখ্‌ছি। সুদূর বাংলা মুলুক থেকে দিল্লী এসেছ তোমরা—একটা জ্বলন্ত উল্কার উন্মাদ বেগে! তোমাদের উৎসাহ উদ্যম আমাকে চমৎকৃত করেছে।

দরাফ। সম্রাট, একটা জ্বালা—একটা তীব্র মর্ম্ম-জ্বালা ঝড়ের বেগে আমাদের ছুটিয়ে এনেছে—দিনরাত বুকে কশাঘাত করে'! শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই—যতদিন না প্রতিহিংসা পূর্ণ হয়! প্রতি মুহূর্ত্তে প্রাণ ছুটে যেতে চাইছে—আততায়ীর বক্ষ-রক্ত পান কর্‌তে! এক লহমা আমার এক যুগ মনে হচ্ছে!—

ফিরোজ। বেশ, তবে আর বিলম্ব কর' না। তোমার মর্ম্ম-জ্বালা মর্ম্মে মর্ম্মে আমি অনুভব কর্‌ছি।—তোমার রক্তাভ বদন, উজ্জ্বল চক্ষু—তোমার হৃদয়ের আলেখ্য হয়ে ফুটে উঠেছে। তুমি মহৎ! পরের ব্যথা—তোমার মত আপনার করে' নিতে পারে ক'জন?

হাসান। সত্য—সম্রাট, বহু পুণ্যে এমন মিত্র আমি লাভ করেছি। দরাফের বিপুল প্রাণের সম-বেদনা—পুত্র-শোকে আমার একমাত্র সান্ত্বনা। বাল্য হ'তে জানি—দরাফের অন্তঃকরণ একটা মহাসাগরের মণি-মুক্তায় ভরা!—

দরাফ। হাঁ—একটা মহাসাগরের হাঙ্গর কুমীরে ভরা! কক্ষচ্যুত গ্রহের মত ছুটে বেড়াচ্ছি আমি—প্রতিহিংসা বিষদিগ্ধ প্রাণে! একটা মরুভূমির হাহাকার, প্রাণে আমার বিরাজ কর্‌ছে!

ফিরোজ। দরাফ, আমি লক্ষ্য কর্‌ছি—গভীর অতলস্পর্শ প্রাণে তোমার

অনাবিল স্বর্গের আনন্দ খেলা কর্‌ছে! তুমি মনুষ্য-রত্ন। মনে হয়, বিধাতার কোন্ সুমহান্ উদ্দেশ্যে—তুমি ধরণীর ধূলায় নেমে এসেছ।

দরাফ। গোলামের প্রতি সম্রাটের অসীম স্নেহ!

ফিরোজ। সত্য—দরাফ, তুমি আমার হৃদয় অধিকার করেছ। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। দিল্লীর রাজ-কোষ তোমার কাছে মুক্ত। ইচ্ছামত সৈন্য-বাহিনী তুমি গ্রহণ কর।

দরাফ। ঈশ্বরের প্রতিনিধি!—ঈশ্বরের প্রতিনিধি!—

ফিরোজ। শোন—দরাফ, তোমায় আর একটি কথা বল্‌ব! তোমার ঘনিষ্ট পরিচয় লাভ করে'—বহুকাল সঞ্চিত আমার আর একটা আশা বলবতী হয়েছে। সেটি—ভারতে ইসলাম সাম্রাজ্য স্থাপন। বোধ হয়, তুমি শুনেছ—আমার প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন বিন্ধ্যগিরি পার হ'য়ে দাক্ষিণাত্য বিজয়ে যাত্রা করেছে?

দরাফ। হাঁ—সম্রাট! আরও শুনেছি, মহারাষ্ট্রে তিনি দেবগিরির রাজা রামদেবকে যুদ্ধে পরাস্ত করে—দিল্লীশ্বরের ছত্র-পতাকাতলে আনয়ন করেছেন।

ফিরোজ। বাংলা দেশেও আমি ইসলাম সাম্রাজ্য বিস্তার কর্‌তে চাই। বাংলা মুলুকে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক স্বাধীন রাজ্য এখনও আছে।—যে গুলা দিল্লী সম্রাটের অধীন নয়।

দরাফ। বাংলা মুলুকে পাণ্ডুয়ার ন্যায় পরাক্রমশালী হিন্দু রাজ্য এখনও বিস্তর রয়েছে। উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজগণ দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে!--বাংলার পশ্চিমাংশও তাদের করতল-গত। কখন তারা উত্তরে লক্ষ্মণাবতী বা পূর্ব্বে সুবর্ণগ্রাম আক্রমণ করে—কিছুই স্থিরতা নাই! এরূপ অবস্থায় আপনার ন্যায় রাজনীতিজ্ঞের সে দিকে দৃষ্টিপাত করা আশু কর্ত্তব্য।

ফিরোজ। তাই সংকল্প করেছি—আমার এই পুত্রাধিক স্নেহভাজ ভাগিনেয় সফিউদ্দীনকে সে কার্য্যের ভার প্রদান কর্‌ব। তুমি তার প্রধান অবলম্বন থাক্‌বে। আলাউদ্দীনের আদর্শে—সফীরও রাজ্যজয়ের সাধ অত্যুগ্র!

দরাফ। এ ত মহা আনন্দের কথা—সম্রাট! খনির তিমিরে—স্বর্ণ লুকান থেকে ফল কি? প্রকৃতির কষ্টি-পাথরে শাহ সফিউদ্দীনকে আত্ম-পরীক্ষার অবসর প্রদান করুন। দিল্লীশ্বরের বাহিনীর অধিনায়ক হয়ে—শাহ সফিউদ্দীন যদি বঙ্গাভিযান করেন, তবে পাঠান সাম্রাজ্যের অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে, সন্দেহ নাই।

ফিরোজ। বেশ, তাই কর। সফি, তুমি দরাফের সহযাত্রী হয়ে বাংলা মুলুকে যাত্রা কর। আপাততঃ পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য তোমরা সঙ্গে লও। পাণ্ডুয়া জয় কর্‌তে বোধ করি, ইহাই যথেষ্ট হবে?

দরাফ। যথেষ্ট—সম্রাট! নরপশুর বর্ব্বর অত্যাচারের প্রতিশোধ দিতে —ইহাই যথেষ্ট!

ফিরোজ। তবে আর কালবিলম্ব কর' না—আল্লাতালার নাম স্মরণ করে তোমরা যুদ্ধ-যাত্রা কর। সফি, দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি-স্বরূপ তুমি জয়-যাত্রা কর।—শোভন কীর্ত্তি-কিরীট অর্জ্জন কর।

সফিউদ্দীন। আমার বিষবৎ-তিক্ত অলস জীবনের আজ অবসান হ'ল!

ফিরোজ। আর—দরাফ, পাণ্ডুয়ায় ইসলামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন কর,—এই তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তোমায় এই তরবারি প্রদান কর্‌লেম।

দরাফ। সম্রাট, আপনার স্বহস্তের দান এই তরবারি—আমার জীবনের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ অবদান!

(নারী-সৈন্যগণের গীত)

অসির ঝণৎকার
বীর হৃদে ঢালে সঙ্গীত সুধা-ধার !
এস বীর—রত্ন ধরণীর
সত্যের তরে চির উন্নত শির,
ধরি তরবার—খর ধার
দুষ্ট অরাতি কর সংহার !

(বূ-আলি কলন্দরের প্রবেশ)

বূ-আলি কলন্দর। বৎস—দরাফ, বৃদ্ধ ফকিরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। সারা মোস্‌লেম-জগৎ ঘুরে সম্প্রতি আমি পাণিপৎ-কর্ণালে এসেছি। আমার ইস্তেকাল—আর বেশী দিন বাঁচব না, তাই তাড়াতাড়ি এলেম। বৎস, তুমি আমার এই লৌহ-যষ্টি গ্রহণ কর।—এ মৃত্যুজয়ী কুঠার ! সর্ব্বদা সঙ্গে রেখ—তুমি অমর হবে !

(বূ-আলি কলন্দরের প্রস্থান)

দরাফ। মহাপুরুষের আশীর্ব্বাণী—দৈব-বাণীর মত কাণে আমার বাজ্‌ছে ! হাসান, চল—এইবার ! সম্রাট-দত্ত তরবারি পেয়েছি—খোদার দান ! এ কিসে গড়া জান ?—সিংহ-শার্দ্দূলের দন্তে, ঋক্ষের নখরে, মহিষ-গণ্ডারের শৃঙ্গে !—আর ভয় নাই ! বুকে চেপে ধর, ছিন্ন-মর্ম্ম খুব জোরে বুকে চেপে ধর ! নিহত দেব-শিশুর রক্ত মাংস মেদ—পচে গলে শুকিয়ে—জমাট হয়ে আছে ! নামিও না—এখনও প্রতিশোধ হয় নি !—চল !

৪র্থ দৃশ্য—জটেশ্বর মন্দির

ধর্ম্মঙ্কর

ধর্ম্মঙ্কর। জয় নিত্য নিরঞ্জন, জয় নিত্য নিরঞ্জন!—

ওঁ উল্লুকবাহনং ধর্ম্মং কামিন্যাসহিতং শিবং।
ধৌতকুন্দেন্দুধবলং সর্ব্বসম্পৎফলপ্রদং॥

(শিবাচার্য্য, শ্রীকর, শীলাদেবী ও পরিবালার প্রবেশ)

শিবাচার্য্য। অন্ধকার!

ধর্ম্মঙ্কর। জয় ধর্ম্ম-ঠাকুরের জয়!—

ওঁ নিরঞ্জনং নিরাকারং মহাদেবং মহেশ্বরং।
শরণং পাপখণ্ডেন ধর্ম্মরাজ নমোঽস্তুতে॥

শিবাচার্য্য। অবিদ্যা অন্ধকার!

ধর্ম্মঙ্কর। কে আপনি? অন্ধকার কিছু দেখা যাচ্ছে না।

শিবাচার্য্য। আজ শিব-চতুর্দ্দশী। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে—আমরা মহানাদে শিবপূজা করতে এসেছি।

ধর্ম্মঙ্কর। আপনারা ভুল করেছেন, এ শিব-মন্দির নয়।

শিবাচার্য্য। শিব-মন্দির নয়! মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা?

ধর্ম্মঙ্কর। ধর্ম্মরাজ।

শিবাচার্য্য। না,—জটেশ্বর শিবলিঙ্গ।

ধর্ম্মঙ্কর। আপনারা ভুল করেছেন। এ ধর্ম্ম-ঠাকুরের দেহারা—শিব এখানে আবরণ দেবতা।

শিবাচার্য্য। কখনই না। স্বপ্ন মিথ্যা নয়। আজ শিব-রাত্রি, এখানে আমরা জটেশ্বর শিব-পূজা করব।

(আলোক-সম্পাত ও দৈব-বাণী—" শিব ও ধর্ম্ম অভেদ, ধর্ম্মরাজ আজ জটেশ্বর শিব")

সকলে। জয় জটেশ্বর মহাদেবের জয় !

শিবাচার্য্য। নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বরঃ॥

ধর্ম্মঙ্কর। একি অঘটন ! ধর্ম্মের স্থানে শিবলিঙ্গ !

শিবাচার্য্য। রাজগুরু !—

ধর্ম্মঙ্কর। একি ! শিবাচার্য্য, শ্রীকর তোমরা এখানে ! এতক্ষণে বুঝ্‌তে পার্‌ছি, এ সমস্তই প্রতারণা—ষড়যন্ত্র।

শিবাচার্য্য। কি প্রতারণা—ধর্ম্মঙ্কর ? তুমি কি অবগত নও—এ স্থান শৈব কণ্‌ফট্ট যোগীদের সিদ্ধ-পীঠ ? মীননাথ গোরক্ষনাথ সিংহগিরির পুণ্যপাদস্পর্শে এ স্থানের ধূলি-কণা পবিত্র ?

ধর্ম্মঙ্কর। সে দিন আর নাই।

শ্রীকর। সে দিনও আর নাই—ধর্ম্মঙ্কর, যে দিন তোমরা শিব-মন্দির ধর্ম্ম-ঠাকুরের দেহারা করেছিলে !

ধর্ম্মঙ্কর। কি করেছি—আমরা ?

শিবাচার্য্য। ধর্ম্মঙ্কর, পরম জ্ঞানী তুমি, শিবে ধর্ম্মে প্রভেদ কর' না। যে শিব, সেই ধর্ম্ম-ঠাকুর। বৌদ্ধ আর সনাতন ধর্ম্মের সমন্বয় হয়েছে—শঙ্করাচার্য্যের সাধনায়। বুদ্ধদেব হিন্দুর দশ অবতারের অন্যতম। যাক্, ওসব বাক্-বিতণ্ডার অবসর এখন নাই। রাণী-মায়েরা ব্রত-ধারিণী।

ধর্ম্মঙ্কর। রাণী মায়েরা !

শীলাদেবী। রাজগুরু, আমাদের শিব-পূজায় বিঘ্ন হয়ো না—আজ শিব-রাত্রি।

পরিবালা। আমরা এখানে জটেশ্বর শিব-পূজা করব।

ধর্ম্মঙ্কর। কে—আপনি ?—পরী-রাণী! আপনি শিব-পূজা করবেন! আপনি না ধর্ম্ম-ঠাকুরের সেবিকা ?

শ্রীকর। রাজগুরু, বিস্মিত হয়ো না—ইহাই কাল-ধর্ম্ম।

ধর্ম্মঙ্কর। কাল-ধর্ম্ম! কিছুতেই বামুনগুলোর এ অত্যাচার সহ্য করব না!

শিবাচার্য্য। পূজার ব্যাঘাত হচ্ছে—ধর্ম্মঙ্কর! হয়—চুপ কর, নয়—স্থানান্তরে যাও। শ্রীকর, তুমি পূজার আয়োজন কর।

ধর্ম্মঙ্কর। কিছুতেই না,—শ্রীকরকে কিছুতেই ভিতরে যেতে দেব না! এ ধর্ম্ম-ঠাকুরের দেহারা,—শিব-মন্দির নয়!—

শিবাচার্য্য। ধর্ম্মঙ্কর, অজ্ঞানতার ভান কর' না! নিশ্চয় তুমি শুনেছ—পুরাকালে দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ এই স্থানে বায়ু-সংযোগে ধ্বনিত হ'য়ে—মহানাদ উত্থিত হয়েছিল!—তাই এ স্থানের নাম মহানাদ।

ধর্ম্মঙ্কর। এরূপ একটা জনশ্রুতি আছে বটে।

শিবাচার্য্য। সেই দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খের মহানাদে—দেবতারা এখানে আবির্ভূত হয়ে—জটেশ্বর শিবলিঙ্গ আর বশিষ্ট-গঙ্গা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঐ অদূরে বশিষ্ট-গঙ্গা দেখা যাচ্ছে।

শ্রীকর। বশিষ্ট-গঙ্গার বারি—মহিমায় ভাগীরথীর সমতুল্য।

শিবাচার্য্য। ধর্ম্মঙ্কর, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে অন্ধ হয়ো না। এ স্থান শিব-স্থান—চিরকাল শৈবদের তীর্থ-ভূমি। শ্রীকর, আর বিলম্ব কর' না।

ধর্ম্মঙ্কর। শিবাচার্য্য, অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিও না! কিছুতেই ধর্ম্ম-ঠাকুরের অমর্য্যাদা হ'তে দেব না। শ্রীকর তুমি দূর হও, নইলে অঘটন ঘটবে!

ধর্ম্ম-ঠাকুরই এ স্থানের আদি দেবতা। ধর্ম্ম-পণ্ডিতদের প্রবর্ত্তিত শূন্যবাদই —কাল-ধর্ম্ম।

শ্রীকর। ধর্ম্মঙ্কর, তুমি বিভ্রান্ত হয়েছ! শাক্যসিংহের অত্যুদার সাম্য-ধর্ম্মের বীভৎস পরিণতি হয়েছে—বৌদ্ধ তান্ত্রিকতায় আর সহজিয়া নাড়-নাড়ীর উচ্ছৃঙ্খলতায়! বুদ্ধের জ্ঞান-ধর্ম্মের সমাধির যেটুকু বাকি ছিল, তা সম্পন্ন হয়েছে—ধর্ম্মপূজায়! লোকায়ত দর্শন—

ধর্ম্মঙ্কর। সদ্ধর্ম্মের মর্ম্ম—কিছুই তুমি জান না!—এই মুহূর্ত্তে এ স্থান ত্যাগ কর।

শীলাদেবী। শিবাচার্য্য!—

শিবাচার্য্য। শিব-পূজায় বাধা দিও না—ধর্ম্মঙ্কর! অশিব অমঙ্গলকে আহ্বান কর' না। আকাশের দেবতাদের প্রতিষ্ঠিত—সর্ব্ব-ধর্ম্মের সমন্বয়-ক্ষেত্র—মহানাদের এই জটেশ্বর শিবের মহিমা তুমি অবগত নও।

ধর্ম্মঙ্কর। মহারাজের বিনা অনুমতিতে—

পরিবালা। মহারাজের অনুমতি লয়েই আমরা এসেছি।

ধর্ম্মঙ্কর। বেশ, আমি চল্‌লেম মহারাজের কাছে!—

(ধর্ম্মঙ্করের প্রস্থান)

সকলে। জয় জটেশ্বর মহাদেবের জয়!

৫ম দৃশ্য—উদ্যান-সৌধ

মূর্ত্তি ও কল্পনা

মূর্ত্তি। আয়—কল্পনা, এই জায়গাটা বেশ নিরিবিলি—এইখানে আমরা বসি আয়! তোদের সপ্তগ্রাম দেখার সাধ অনেক দিন আমার ছিল, আজ তা পূর্ণ হ'ল।

কল্পনা। দিদি, আমি একখানা আসন নিয়ে আসি।—

মূর্ত্তি। এমন সবুজ ঘাসের গাল্‌চে পাতা রয়েছে—এর কাছে আসন! আয়—বসি এইখানে। (উপবেশন)

কল্পনা। দেখ—দিদি!

মূর্ত্তি। কল্পনা, তোর সঙ্গে আমি ভাব করব। শিশুর হাসির মত তোর মুখখানি দেখে মনে হয়—প্রাণটিও তোর ফুলের রাশি!

কল্পনা। দিদি, তোমাকে দেখার জন্যেও—ক'দিন মন আমার ভারী উতলা হয়েছিল।

মূর্ত্তি। আমি একটা জঙ্গ্‌লা মেয়ে!

কল্পনা। তা কেন!—

মূর্ত্তি। ঠিক তাই। আচ্ছা—কল্পনা, চুপি চুপি তোকে দুটো কথা জিজ্ঞাসা কর্‌র—জবাব দিবি? চুপ করে রইলি যে! অমন এক-দৃষ্টে আকাশ পানে কি দেখ্‌ছিস্‌?

কল্পনা। দেখ—দিদি, নীল সাগরে কেমন একখানা ছোট নৌকা ভেসে যাচ্ছে! আরও দেখ, ঠিক দু'জন মানুষ নৌকায় বসে আছে!—যেন অনন্তের যাত্রী—মহালক্ষ্যে ছুটেছে!

মূর্ত্তি। ঠিক সেই রকমই দেখ্‌তে হয়েছে বটে!

কল্পনা। ঐ যাঃ—ভেঙ্গে গেল! সব চুরমার হ'য়ে গেল! কেন এমন হ'ল—দিদি?

মূর্ত্তি। ও একখানা পাতলা সাদা মেঘ বৈ ত নয়—বাতাসে ভেঙ্গে গেল! আবার এখনি আর এক রকম গড়ে উঠ্‌বে।

কল্পনা। বাতাস বড় নিষ্ঠুর!—

মূর্ত্তি: ঠিক বলেছিস্‌, বাতাস বড় নিষ্ঠুর—নিষ্প্রাণ! আমরাও আজ তোর কাছে এসেছি—বোন্‌, বুঝি ঐ বাতাসের মতই হৃদয়হীন হ'য়ে!

কল্পনা। কেন—দিদি!

মূর্ত্তি। ঐ বাতাসের মতই তোর শান্তির সুখ-কুঞ্জ ভাঙ্গ্‌তে এসেছি! দাদাকে আমরা এখান থেকে নিয়ে যাব—মনে করেছি।

কল্পনা। দিদি!—

মূর্ত্তি। কথাগুলো বুক-ভাঙ্গা—পাঁজর-ভাঙ্গা! বড়ই রূঢ় কর্কশ—তা বুঝ্‌তে পারছি! কিন্তু কি করি—বোন্‌, উপায় নাই। প্রবল শত্রু শিয়রে এসে—চুলের মুঠি ধরে দাঁড়িয়েছে! কর্ত্তব্যের ডাক্‌—মৃত্যুর আহ্বান এসেছে। স্থির থাক্‌তে পারছি কৈ? দিল্লীশ্বরের বাহিনী!—

কল্পনা। দিদি, আমি সব শুনেছি।

মূর্ত্তি। দিল্লীশ্বরের বাহিনী উত্তর-রাঢ়ে এসে পৌঁছেছে! এ অবস্থায় কেমন করে' আর নিশ্চিন্ত থাকি। সবাই দাদাকে সেনাপতি করতে চায়—নইলে নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়ছে।

(ভুদিয়ার প্রবেশ)

ভুদিয়া। মূর্ত্তি, তুই এখানে! শ্রেষ্ঠী মশায় তোকে খুজ্‌ছেন। তুই না গেলে হবে না।

মূর্ত্তি। আচ্ছা, তুমি চল—আমি যাচ্ছি।

(ভুদিয়ার প্রস্থান)

কল্পনা। দিাদ, আমি এতে কি কর্‌তে পারি ?

মূর্ত্তি। তুই সব পারিস্!—দাদা তোকে বড্ডই ভালবাসে ; তাই সপ্তগ্রাম ছেড়ে যেতে পার্‌ছে না! বাবা পাণ্ডুয়ার সিংহাসনে বসাতে চাইলেন, রাজ্যাভিষেকের দিন স্থির হ'ল!—দাদার তাতেও মন নাই, এখানে পালিয়ে এসে নিশ্চিন্ত রইল!

কল্পনা। দিদি, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!

মূর্ত্তি। কি বুঝতে পারছিস্ নে? দাদার দুর্ব্বলতা কোথা—তা ত বুঝিস্ ?

কল্পনা। নারী বড়ই দুর্ব্বলা—পরাধীন!

মূর্ত্তি। পরাধীন—না স্বাধীন? দুর্ব্বলা—না শক্তিরূপিণী? কল্পনা, মনের মণিকোটরে যখন তোর প্রেমের প্রতিষ্ঠা হয়েছে—তখন তুই সব পারিস্। তুই এখন মহাশক্তির অধিশ্বরী—স্বাধীনতা তোর নিশ্বাস-বায়ু।

কল্পনা। দিদি, মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গিনী—তুমি! অগাধ তোমার হৃদয়ের গভীরতা, অবাধ তোমার স্বাধীনতা! প্রকৃতির স্নেহ-নীড়ে পালিত হয়ে—তুমি সুন্দর, তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ! ক্ষুদ্র আমি, তোমার ও বিপুলতা—বিশালতা পাব কোথা ?

মূর্ত্তি। দেখ্—কল্পনা, তোর ঐ হাসিমাখা মুখখানিতে যেমন যাদু আছে, বুকখানাও তোর তেমনি মধু ভরা! তুই নারী-রত্ন। আমি কি মানুষ চিনি না ?

কল্পনা। দিদি, তুমি যা'ই বল, কল্পনাকে মূর্ত্তি করে গড়ে তোলা সহজ নয়।

মূর্ত্তি। সহজ—কল্পনা যদি রূপজ মোহকেই প্রেম মনে না করে। লালসার বিষ-বাতি শুধু যার বুকে জ্বলে, সে কিছুই পারে না। কায়িক সান্নিধ্যেও সেখানে মানসিক দূরত্ব ঘোচে না!

কল্পনা। দিদি, রূপজ মোহেই ত প্রেমের জন্ম!

মূর্ত্তি। বিষ্ণুপাদপদ্মে প্রেমের জন্ম, পরিণতি তার অনন্তে! শোন্—কল্পনা, বুকে যখন তুই অপার্থিব রত্ন ধারণ করেছিস্, প্রেমের দেবতাকে মণি-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে'—ঘিয়ের পঞ্চ-প্রদীপে ত্রিসন্ধ্যা আরতি করিস্—তখন তুই সব পারিস্! কল্পনা, মুগ্ধা-প্রেমিকা ছাড়া—মর্ম্ম ছিঁড়ে কর্ত্তব্যের ডাকে আর কে সাড়া দিতে পারে?

কল্পনা। দিদি, জ্ঞানহীনা বালিকা আমি– সংসারের রহস্যে অনভিজ্ঞা। তবে কল্পনার পুষ্প-রথে চড়ে এটুকু বুঝতে পেরেছি—জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ, নানা সুরের সমন্বয়!

মূর্ত্তি। দেখ—কল্পনা, সৃষ্টি-রহস্যের আধখানা নারী। নারীর জীবন ছোট নয়—সে বিলাসের সামগ্রী নয়! পুরুষ যেখানে জীবন-যুদ্ধে অবসন্ন হয়, নারী তাকে শক্তিমন্ত্রে সঞ্জীবিত করে! তোকে এখন তাই কর্ত্তে হবে।

কল্পনা। দিদি, শুনেছি—দেবী অংশে সম্ভূতা তুমি।—আজ থেকে আমি তোমার শিষ্যা সেবিকা অনুগতা।

মূর্ত্তি। দেখ—বোন্, আর একটি কথা। নারী-জীবনের আর একটা দিকে,—নারীত্বের মহিমার বিদ্যুৎ-দ্যুতি ফুটে ওঠে তখনই—সহিষ্ণুতার অগ্নি-পরীক্ষায় যখন সে উত্তীর্ণ হয়। দুর্ব্বলার হীন সহিষ্ণুতার কথা আমি বলি নি!—এ সহিষ্ণুতা শক্তিরূপিনীর জ্বলকার তেজ!

কল্পনা। দিদি, ঐ বাবা আস্‌ছেন।

(হিরণ্যচাঁদ, শঙ্খ, চন্দন, জংলাল ও ভুদিয়ার প্রবেশ)

ভুদিয়া। মূর্ত্তি, তোর দেরী দেখে—শ্রেষ্ঠী মশায় নিজেই উপস্থিত হলেন।

হিরণ্যচাঁদ। ভুদিয়া, তোমার মূর্ত্তিকে দেখে অবধি—প্রাণে আমার নূতন ভাবের স্রোত বইছে! মূর্ত্তি, আয় মা, তোকে একবার ভাল করে' দেখি।

ভুদিয়া। শ্রেষ্ঠী মশায়, মেয়েগুলো যে মায়াবিনী—তার আর ভুল নেই!

হিরণ্যচাঁদ। মায়া আর মেয়ে—একই কথা। মূর্ত্তি—মা আমার, তুই রাজা রূপসেনের নয়নের মণি! তোকে হারিয়ে অবধি—রাজা পাগলের মত হয়ে আছে। তার সংসারে বিতৃষ্ণা, রাজ-কার্য্যে অবহেলা, স্ত্রী-পুত্রের লাঞ্ছনা, দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করে' নিজের উপর অত্যাচার, সব—সবেরই কারণ—তুই! তোর অপহরণই সকল অনিষ্টের মূল!

ভুদিয়া। সে মহাপাতকে আমিও কতকটা লিপ্ত।

চন্দন। যাক্, ও সব অপ্রিয় কথার আলোচনায় আর কাজ নাই। মূর্ত্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহের সব কথাই দাদাকে আমরা বল্‌লেম। দাদার কিন্তু কিছুতেই প্রাণে উৎসাহ আস্‌ছে না। তবে—এখন উপায় কি?

মূর্ত্তি। দাদা, কি ভাব্‌ছ? ভয়—না আর কিছু?

শঙ্খ। রাজ্যের এই বিশৃঙ্খল অবস্থায়—এ দুঃসাহস আত্ম-হত্যারই নামান্তর। রাজকোষ শূন্য; সৈন্যেরাও যুদ্ধ-বিদ্যায় নিপুণ নয়। এ অবস্থায় দিল্লীশ্বরের পঞ্চাশ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্যের সম্মুখীন হওয়া—বাতুলতা নয় কি?

চন্দন। আমাদের পক্ষে—জংলালের অধীনে পাঁচ হাজার সৈন্য রয়েছে। দক্ষিণরায় ও কালুরায়ের নেতৃত্বে প্রায় বিশ হাজার যুদ্ধ-নিপুণ সেনা ত্রিবেণী উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়েছে।—তারা মরণ-পণ করে' যুদ্ধ করবে!

শঙ্খ। এতেই কি আমরা জয়লাভ কর্‌তে পারব ?

মূর্ত্তি। দাদা, সংশয় দূর হচ্ছে না ! তবে কি লক্ষ্মণসেনের মত পলায়নই যুক্তি-সিদ্ধ ?

জংলাল। শঙ্খ, চিন্তার সময় নাই। তোমার নেতৃত্বে সকলেই দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধ কর্‌বে।

হিরণ্যচাঁদ। শঙ্খ, সকলেই তোমার মুখ চেয়ে রয়েছে—তুমি আর দ্বিরুক্তি কর' না। যুদ্ধে জয় পরাজয় আছেই।

মূর্ত্তি। দাদা, কি সিদ্ধান্ত কর্‌লে ?

শঙ্খ। মূর্ত্তি, পরাজয় যখন ধ্রুব, তখন সন্ধির প্রস্তাব কর্‌লে হয় না ?

মূর্ত্তি। হয়।—কিন্তু সে সন্ধি যদি সম্মানের হানিকর হয় ?—তখন কি করবে ?

শঙ্খ। তা হবেই—যখন আমরা দুর্ব্বল পক্ষ।

মূর্ত্তি। তোমরা কি সম্মানের হানিকর সন্ধির সর্ত্তে সম্মত হবে ?

সকলে। কিছুতেই না।

মূর্ত্তি। তবে ?

শঙ্খ। আমি বলি, যে কোন সর্ত্তে সন্ধি করাই সঙ্গত। অনর্থক যুদ্ধে ফল কি ?

মূর্ত্তি। দাদা, এক ফল আছেই—মরণোল্লাস !

শঙ্খ। মরণোল্লাস ?

মূর্ত্তি। হাঁ—মরণোল্লাস ! দাদা, রক্ত-সন্ধ্যার প্রলয়-সঙ্কেত—ঐ আকাশে রঞ্জিত দেখ ! কাণ পেতে শোন, মৃত্যুঞ্জয়ের কাল-জয়ী বিষাণ !

শঙ্খ। উদ্বেগ নাই !—ধীর স্থির—অচঞ্চল ! মূর্ত্তি, তুই কি অমৃতের সন্ধান পেয়েছিস্ ?—শক্তির অফুরন্ত উৎস—তোর ঐ কিশোর বুকখানিতে কোথা হ'তে এল—বোন্ !

মূর্ত্তি। দাদা, তুমি বড় দুর্ভাগা! এতকাল রত্নাকরে ডুবে থেকেও রত্নের সন্ধান পেলে না? মানুষ যাতে অমর হয়, স্বর্গ তুচ্ছ করে, মোক্ষ ফিরে দেয়,—এমন কোহিনূর কণ্ঠে ধারণ করেও—তুমি দিশাহারা! কল্পনা, আয়—বোন্, দাদার হাত ধর। শক্তির গোমুখী-ধারা কোথায় — দাদাকে একবার বুঝিয়ে দে!—

কল্পনা। শঙ্খ, ভীরুতা জড়তা চিত্তকার্পণ্য পরিহার কর। সত্যের পথে — মানবতার বিকাশে নারী বিঘ্ন নয়,—মুগ্ধা সহচরী!

শঙ্খ। মূর্ত্তি, তুঙ্গ মুক্ত চেতনার দিব্যদ্যুতি! প্রকৃতির রহস্য কক্ষের লুকান ভাণ্ডার—সত্যই কি তুই খুঁজে পেয়েছিস্? মূর্ত্তি,—রহস্যময়ী!—

মূর্ত্তি। দাদা, প্রেম শক্তিমানের, দুর্ব্বলের নয়!

শঙ্খ। কুয়াসা কেটে গেছে! জংলাল, দামামা নির্ঘোষে বল—'পাণ্ডুয়া বীর-ভূমি'!

সকলে। 'পাণ্ডুয়া বীর-ভূমি'।

হিরণ্যচাদ। শঙ্খ, শূর-সেন-বংশের কীর্ত্তি-ভূমি পাণ্ডুয়ার গৌরব রক্ষা কর—এই মঙ্গল আকাঙ্খার সহিত আজ কল্পনাকে তোমার হস্তে অর্পণ কর্‌লেন!—আর কখনও সুযোগ হবে কি না—জানি না। আমার সাধ, তোমার পিতা-মাতার সাধ—আজ পূর্ণ হল! আর.. এ মিলনে যৌতুক দান কর্‌ছি—লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা!—

সকলে। জয় শ্রেষ্ঠী-হিরণ্যচাঁদের জয়! জয় পাণ্ডুয়ার জয়!

চতুর্থ অঙ্ক

১ম দৃশ্য—শিবিরাভ্যন্তর

সফিউদ্দীন, দরাফ ও হাসান

সফিউদ্দীন। বজ্রনাদী কামানের গর্জ্জনে আজ যুদ্ধের সূচনা হল!

দরাফ। বুকের রুদ্ধ জ্বালা—অগ্নিময় লৌহ-পিণ্ডের মুখে আজ প্রথম ধ্বনিত হল! হাসান, আরবের উষর মরুর অনলোচ্ছ্বাসে—বাংলার হরিৎ শোভা কেমন ঝল্‌সে যায়, এইবার তা প্রত্যক্ষ কর! আঘাতের প্রতিঘাত দিতে হবে—বজ্রপ্রহরণে!

সফিউদ্দীন। দরাফ!

দরাফ। শা'জাদা!

সফিউদ্দীন। তোমার অদ্ভুত রণ-চাতুর্য্যে আজ আমি মুগ্ধ হয়েছি। তোমার ঐ উষ্ণ প্রাণের বিপুল প্রকাশ—আজ তোমার সর্ব্ব অঙ্গে ফুটে উঠেছিল! তুমি যেন সহস্র মূর্ত্তি ধারণ করে' রণ-স্থলে অবতীর্ণ হয়েছিলে!

হাসান। সত্য—শা'জাদা, আমি শুধু ভাব্‌ছি—পাণ্ডুয়া এ ঝড়ের বেগ সহ্য করবে কতক্ষণ!

দরাফ। না— হাসান, পাণ্ডুয়া জয় তত সহজ নয়! অন্তরাত্মা আমার বল্‌ছে—পাণ্ডুয়া বীর-ভূমি। যুদ্ধের লক্ষণ সব লক্ষ্য কর্‌লে না?

সফিউদ্দীন। ঠিক বলেছ—দরাফ! আজ অনেকবার মুগ্ধনেত্রে দেখেছি—পাণ্ডুয়ার বিপুল সমর-সজ্জা! অনেক বার সন্দেহ হয়েছে—হাসানের

অনুমান ঠিক নয়! পাণ্ডুয়ার সৈন্য-সংখ্যা মাত্র চার পাঁচ হাজার—কিছুতেই নয়, আজ প্রথম দিনেই তার চতুর্গুণ মনে হ'ল!

দরাফ। রণ-সম্ভারও তার অপ্রচুর নয়। দ্বিগুণতর তেজে তারা আমাদের প্রত্যেক তোপের উত্তর দিয়েছে!

হাসান। আমি বরাবর তাই জানি। সৈন্য-বল ও রাজকোষের অবস্থা তখন যা ছিল, তাই বলেছি।

দরাফ। তা যাই হ'ক, সেজন্য চিন্তার আর অবসর নাই। স্থির জেন, কিছুতেই পাণ্ডুয়ার পরিত্রাণ নাই! অর্দ্ধচন্দ্র-লেখা রক্ত-নিশান—ঐ অদূরে পাণ্ডুয়ার দুর্গ-চূড়ে উড়্‌বেই! দুর্জ্জয় এ সংকল্প।

সফিউদ্দীন। দরাফ, রাত্রি অধিক হয়েছে—তুমি বিশ্রাম কর। আমরা এখন চল্‌বেম।

হাসান। ফকির সাহেব আস্‌ছে!

(রাজমল্লিকের প্রবেশ)

রাজমল্লিক। সেলাম—শা'জাদা, সেলাম খাঁ সাহেব!

দরাফ। ফকির সাহেব—এত রাত্রে কোথা থেকে?

রাজমল্লিক। আর আস্‌মানে কিল্লা বানাই নি!—তোপের আওয়াজ আজ শুনেছি! কেমন ঠিক হল ত?

দরাফ। (হাস্য) তা এখন কি মনে করে'?

রাজমল্লিক। জবর খবর আছে!—দুষ্‌মনরা ইসলাম কবুল করেছে! দলে এদের বিস্তর লোক আছে, সবাই ইসলাম কবুল কর্‌বে!—সবাই ঘরের দুষ্‌মন-গিরি কর্‌বে!

সফিউদ্দীন। কি—দরাফ?

দরাফ। ঘরের ঢেঁকি! ফকির সাহেব, মহাপুরুষেরা কোথা?

রাজমল্লিক। বাইরে অপেক্ষা কর্‌ছে—ডেকে আনি!

(রাজমল্লিকের প্রস্থান)

সফিউদ্দীন। এরা কা'রা—দরাফ?

দরাফ। এরা পাণ্ডুয়ার বিশিষ্ট লোক—কিন্তু দেশের দুশ্‌মন! হিন্দুস্থানে জয়চাঁদের অভাব কোথাও নেই!

হাসান। দুনিয়ায় এমন জঘন্য কাজ নেই—যা ঐ মর্কট ঠাকুরটি না পারে। লোকটা পাজির পয়জার!—

(রাজমল্লিক, সংক্রান্তি ও ধর্ম্মঙ্করের প্রবেশ)

সংক্রান্তি ও ধর্ম্মঙ্কর। সেলাম—জাঁহাপনা!—

রাজমল্লিক। এঁরাই ইস্‌লাম ধর্ম্ম কবুল করেছেন। ইনি ছিলেন—পাণ্ডুয়ার রাজগুরু। সাবেক নাম ছিল—ধর্ম্মঙ্কর, এখন ফতেউদ্দীন। আর ইনি ছিলেন—সংক্রান্তি ঠাকুর, এখন মিঞা খাঁ। মিঞা খাঁ সস্ত্রীক ইস্‌লাম কবুল করেছেন!

দরাফ। বেশ!—

রাজমল্লিক। পাঁচওয়াক্ত নমাজ কর্‌ছেন। মক্কা যেতেই চান। আমি অনুরোধ করেছি—লোক-হিতের জন্য অন্ততঃ কিছু দিন পাণ্ডুয়ার সিংহাসনে বস্‌তে হবে। তা অনুগ্রহ করে' রাজি হয়েছেন।

দরাফ। রাজা হ'তে রাজি হয়েছেন! যুদ্ধ কর্‌তে পার্‌বেন?

সংক্রান্তি। ঐটি ছাড়া! ঐটি ছাড়া সব পার্‌ব।

হাসান। আচ্ছা—মিঞা খাঁ, পাণ্ডুয়ার যুদ্ধ-সজ্জা ত কম নয়!

সংক্রান্তি। তা বুঝি শোন নি! সেই ভুঁদিয়া ডাকাতটা দক্ষিণদেশের

দক্ষিণরায় আর কালুরায়কে জুটিয়ে—ওদের দল পুরু করেছে! আর টাকা দিচ্ছে সাতগাঁয়ের হিরণচাঁদ!

দরাফ। দেখ—মিঞা খাঁ, কাল তুমি দেখা কর'। রাত্রি অধিক হয়েছে—রণশ্রমে সকলেই ক্লান্ত।

সফিউদ্দীন। দরাফ, আমরাও এখন শিবিরে চল্‌লেম।

(দরাফ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

দরাফ। এই শ্রেণীর নরপশুগুলোই পৃথিবীর পাপ! ওগুলোর সংশ্রবে না আসাই ভাল। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত, প্রভাতেই আবার যুদ্ধারম্ভ হবে। নিদ্রার কোলে খানিক বিশ্রাম লাভ করি। (শয়ন)

(মূর্ত্তির প্রবেশ)

মূর্ত্তি। এই ত দরাফের শিবির! নিদ্রাদেবীর স্নেহ-শীতল অঙ্কে—দরাফ শ্রান্তি দূর কর্‌ছে। ফিরে যাব? একবার দেখেই যাই। দরাফ!—

দরাফ। কে?—

মূর্ত্তি। দরাফ, আমি এসেছি।

দরাফ। এ কি! কে তুমি?

মূর্ত্তি। আমি তোমায় দেখ্‌তে এসেছি। তুমি এই গঙ্গার দেশে—মুক্তবেণী ত্রিবেণী তীর্থে এসেছ, তাই তোমায় দেখতে এলেম!

দরাফ। আমি কি স্বপ্নাবেশে এখনও বিভ্রান্ত। এই নৃত্যরঙ্গময়ী—রাজহংসীর লীলা-চঞ্চল-মাধুরী—আমি যে এখনি স্বপ্নে দেখ্‌ছিলেম! ঠিক এই—মূর্ত্তি! না—এ ত স্বপ্ন নয়!

মূর্ত্তি। না দরাফ, এখন তুমি আর স্বপ্ন দেখ নি।

দরাফ। কে—তুমি! স্বপ্ন-স্মৃতির মত সম্মুখে আমার উদয় হ'লে! সত্য বল, তুমি কে? কেমন করে' এলে এখানে? তোমার অভিপ্রায় কি? এই গভীর রাত্রে—এই রণ-স্থলে—এ সশস্ত্র প্রহরী-বেষ্টিত সেনাপতির শিবিরে—কে তোমায় প্রবেশাধিকার দিলে?

মূর্ত্তি। সে কথা তুমিও যেমন জান না, আমিও তেমনি জানি না! কেন যে এসেছি—তাও ঠিক স্মরণ হচ্ছে না।—

দরাফ। সত্য বল, তুমি কে?

মূর্ত্তি। আমি—মূর্ত্তি, পাণ্ডুয়ার রাজা রূপসেনের কন্যা।

দরাফ। পাণ্ডুয়ার রাজা রূপসেনের কন্যা! তুমি শত্রু শিবিরে কেন?

মূর্ত্তি। কেন!—

দরাফ। তেমনি কণ্ঠ-স্বর!

মূর্ত্তি। হাঁ, মনে পড়েছে! স্বপ্নে আমি দেখ্‌লেম—মূর্ত্তিমতী গঙ্গা শিয়রে দাঁড়িয়ে আমায় বল্‌লে—"খাঁ দরাফ এসেছে, দেখে আয়"। আরও বল্‌লে—"দুরন্ত দরাফ যেন আর না পালায়"।

দরাফ। ওসব তুমি কি বল্‌ছ?

মূর্ত্তি। কি বল্‌ছি?

দরাফ। কি বল্‌ছিলে—তুমি পাণ্ডুয়ার রাজা রূপসেনের কন্যা?

মূর্ত্তি। হাঁ।

দরাফ। তুমি কি পূর্ব্বে কখনও—

মূর্ত্তি। আমি তোমায় চিনি। তোমায় একবার দেখেছি—যুক্ত-বেণী প্রয়াগে। সে অনেক দিনের কথা। তুমি বল্‌ছিলে—"কালিন্দীর কালা জল ধলা হয়েছে—গঙ্গায় মিশে"!

দরাফ। তুমি তখন কোথা ছিলে?

মূর্ত্তি। আমি গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজা করছিলেম। তুমি দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিলে। মনে পড়ে?

দরাফ। তুমি কি দরিয়ায় কোন দিন আমায় রক্ষা করেছ?—সে দিন খুব ঝড় তুফান ছিল?

মূর্ত্তি। (হাস্য)

দরাফ। সে বলেছিল—ডাকাতের মেয়ে!

মূর্ত্তি। (হাস্য) দরাফ, আমি এখন চল্‌লেম।

দরাফ। তুমি—সেই? হাঁ—সেই তুমি!

মূর্ত্তি। দরাফ, তুমি যেও না। গীতা গঙ্গা গায়ত্রীর দেশ—এই বাংলা দেশ। গঙ্গা মর্ত্ত্যে নেমে এসে—নিজের মাটীতে এই দেশ গড়েছে। তুমি মুক্ত-বেণী ত্রিবেণীতে যেও, আমি দেখা করব। তুমি যাবে?

দরাফ। যাব।

মূর্ত্তি। আমি এখন চল্‌লেম।

(মূর্ত্তির প্রস্থান)

দরাফ। চাহনিতে হাস্য, চলনে নৃত্য, বাক্যে সঙ্গীত-সুধা ঝরছে! স্বপ্ন-সুন্দরি! (উপবেশন, পরে উঠিয়া) চলে গেল! অন্ধকারে কোথায় গেল? একা যেতে পারবে ত? প্রহরি!—

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। হাজির।

দরাফ। একটি স্ত্রীলোককে এখনি যেতে দেখেছ?

প্রহরী। কই—না।

দরাফ। আস্‌তে ?

প্রহরী। তাও না।

দরাফ। আচ্ছা, তুমি যাও। (প্রহরীর প্রস্থান) কি এ!—তন্দ্রালস চোখের ভ্রম!

২য় দৃশ্য—শিবির

শঙ্খ ও জংলাল

জংলাল। খণ্ড-যুদ্ধ চারিদিকেই হচ্ছে—অধিকাংশ স্থলেই আমরা জয়লাভ করেছি।

শঙ্খ। উত্তর-সীমান্তের অবস্থা কিছু শুনেছ ?

জংলাল। ওদিকে কালুরায় সব ঘাঁটী আগ্‌লে আছে। দক্ষিণরায়ের বাঘা সেনাদের গায়ে এখন পর্য্যন্ত আঁচটিও লাগে নি !—

(ভুদিয়ার প্রবেশ)

ভুদিয়া। ধ্বজা ভারী মজা করেছে ! উত্তর-পূর্ব্ব কোণে এক প্রস্থ পাঠান সেনাকে বেড়া-জালে ঘিরেছে। রসদের অভাবে—শীঘ্রই বাছাদের আত্ম-সমর্পণ কর্‌তে হবে।

শঙ্খ। আর কোন সংবাদ আছে ?

ভুদিয়া। আছে। এইমাত্র সংবাদ পেলেম—পাঠান সেনাপতি দরাফ খাঁ এইবার পশ্চিম-সীমান্ত আক্রমণ কর্‌বে। বোধ হয়, অতর্কিত আক্রমণ কর্‌বে। তাড়াতাড়ি তাই জানাতে এলেম।

শঙ্খ। আমিও তার কিছু আভাষ পেয়েছি। জংলাল, তা' হলে অদ্যই তুমি দরাফের গতি-রোধ কর্‌তে—পশ্চিম-সীমান্তে যাত্রা কর। চন্দন একা বাধা দিতে পার্‌বে না।—মাত্র তিন হাজার সৈন্য তার অধীনে আছে।

ভুদিয়া। প্রায় বিশ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক হয়ে—দরাফ ঐ পথে আক্রমণ করবে। ভয় এখন ঐদিকে।

শঙ্খ। যুদ্ধ ঐখানেই তুমুল আকার ধারণ করবে—বেশ বোঝা যাচ্ছে সম্ভবতঃ যুদ্ধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিও ঐখানে হবে। উপস্থিত তুমি পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে চন্দনের সাহায্যে অগ্রসর হও।

জংলাল। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে—ঐদিকে আরও সৈন্য-প্রেরণের সত্বর ব্যবস্থা কর। দরাফের ক্ষিপ্রগতি রোধ করা সহজ হবে না নিশ্চয়। দরাফ দুর্দ্ধর্ষ রণ-কুশল সেনাপতি।

ভুদিয়া। দরাফের নামে যেন ভয় পেয়ো না—জংলাল!

জংলাল। ভয়! মুক্তির অগ্নি-মন্ত্র কাণে এখনও বাজ্‌ছে—'মরণোল্লাস'!

শঙ্খ। কিন্তু—জংলাল, এ মরণোল্লাস অনলে পতঙ্গের মরণোল্লাস নয়! তুচ্ছ মৃত্যু উচ্চ আদর্শ কখনই নয়—বিশেষতঃ জাতির এই জীবনমরণের সন্ধি-ক্ষণে! দেশকে—জাতিকে বাঁচানই এখন আমাদের সকলের বড় লক্ষ্য হওয়া চাই।

(শিবাচার্য্যের প্রবেশ)

শিবাচার্য্য। দেশকে জাতিকে বাঁচান চাই—অবস্থা বড়ই সঙ্গীণ! শুনেছ—জংলাল, সংক্রান্তি আর ধর্ম্মঙ্কর মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে'—শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছে?

জংলাল। তাই নাকি? গ্রহবিপ্র তা'হলে সত্যই বিভীষণ হল!

ভুদিয়া। ধোবীকা কুত্তা—ন ঘরকা না ঘাট্‌কা! ধ্বজা একবার ঐ গ্রহটার গলা টিপে ধরেছিল—একটু জোরে টিপলেই হ'ত ভাল।

জংলাল। হায়—সংক্রান্তি ঠাকুর! আমি পূর্ব্বে একটু আভাষ পেয়েছিলেম বটে, কিন্তু কাজে যে এতদূরটা করবে তা ভাব্‌তে পারি নি।

শিবাচার্য্য। আরও শুনলেম—সদ্ধর্ম্মীরা অনেকেই এবার কলমা পড়্‌বে। তাই বল্‌ছি—অবস্থা বড়ই সঙ্গীণ! জাতি ধর্ম্ম সবই বিপন্ন!

ভুদিয়া। আচ্ছা—শিবঠাকুর, তুমি এখন কোন্ দিক থেকে আস্‌ছ?

শিবাচার্য্য। আমি সব দিক থেকেই আসছি। কেন—কি প্রয়োজন?

ভুদিয়া। মূর্ত্তি কোথা?

শিবাচার্য্য। রাজবাড়ীতে। রাজার এখন স-সে-মি-রা অবস্থা—মূর্ত্তি আগ্‌লাচ্ছে!

ভুদিয়া। আর—রাণী-মা?

শিবাচার্য্য। মহানাদে। যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে অবধি আজ পাঁচ দিন—সমাধি-মগ্ন!

শঙ্খ। সমাধি-মগ্ন!

শিবাচার্য্য। নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প—বাহ্য-চৈতন্য-হারা! জটেশ্বর মন্দির সংলগ্ন 'জীবন-কুণ্ডে' কটিদেশ পর্য্যন্ত জল-মগ্ন!—ইষ্ট-মন্ত্র ধ্যানে তন্ময়! সে এক অলৌকিক কাণ্ড!

শঙ্খ। একি বিচিত্র ব্যাপার! এমন ত কখনও শুনি নি! মা!—রাজ্য-লক্ষ্মীরূপিনি!—

শিবাচার্য্য। স্বর্গের দৃশ্য! অন্তরের শান্ত মগ্নতায় স্থির অচঞ্চল! মহীয়সী গরীয়সী দেবী-মূর্ত্তি!

শঙ্খ। চল—শিবাচার্য্য, এ দেবী-মূর্ত্তি একবার দর্শন করে আসি!

জংলাল। শঙ্খ, যাত্রাকালে আমিও তবে 'জীবন-কুণ্ডের' পূত-বারি স্পর্শ করে যাই! আর ভয় নাই—শঙ্খ, জয় আমাদের ধ্রুব।

শিবাচার্য্য। সত্য—জংলাল, রাজ্য-লক্ষ্মীর পুণ্যে—জয় আমাদের ধ্রুব। রত্ন-বেদিকায় পূর্ণ মঙ্গল-ঘট স্থাপিত হয়েছে! শঙ্খ, অতি সন্তর্পণে রক্ষা কর! সমাধির বিঘ্ন না হয়!

শঙ্খ। জীবন পণ—মূর্ত্ত কল্যাণ রক্ষা কর্‌ব।

শিবাচার্য্য। রাজ্যশ্রী জয়শ্রী আবার ফিরে এসেছে!—রাজ্য-লক্ষ্মীর সমাধির মগ্নতায় জাতি সুপ্ত-শক্তি আবার জাগ্রৎ! পুণ্যশীলার পুণ্য-স্পর্শে 'জীবন-কুণ্ডের' বারি সত্যই এখন—মৃত-সঞ্জীবনী।

শঙ্খ। জীবন পণ—মূর্ত্ত কল্যাণ রক্ষা কর্‌ব।

জংলাল। চল—শঙ্খ, আর বিলম্ব কর্‌ব না।

শঙ্খ। ভুদিয়া, দুর্গ-প্রাকারের মত সুদৃঢ় করে'—'জীবন-কুণ্ডের' চতুঃসীমা তুমি সৈন্য-বেষ্টিত করে' রাখ। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব কর' না। এ ভার আমি তোমাকে দিয়েই নিশ্চিন্ত হলেম। কোন মতে কল্যাণময়ীর সমাধির বিঘ্ন না হয়। শিবাচার্য্য, পদধূলি দি'ন। আমিও উপস্থিত চন্দনের সাহায্যে চল্‌লেম।

ভুদিয়া। শঙ্খ, তুমি নিশ্চিন্ত মনে বিজয়-যাত্রা কর।

শঙ্খ। চল—জংলাল!

(শঙ্খ ও জংলালের প্রস্থান)

শিবাচার্য্য। ভুদিয়া, তা'হলে তুমি আর বিলম্ব কর না, মহানাদে যাত্রা কর। কিন্তু সাবধান, কর্ত্তব্যের ত্রুটী না হয়।

ভুদিয়া। শিব-ঠাকুর, নিশ্চিন্ত থাক—আমি চল্‌লেম। দাও—পায়ের ধূলোটা নিয়ে যাই।

(ভুদিয়ার প্রস্থান)

শিবাচার্য্য। এইবার উত্তর দিকে একবার যেতে হবে। রসদ গোলাগুলির অভাব হ'ল কি না—দেখে আসি। রক্ত-ভ্রূকুটি—চারিদিকে!

কে জানে—পরিণাম কি হবে! তাড়াতাড়ি শ্রীকর এই দিকে আস্‌ছে না? ব্রাহ্মণ বড়ই ব্যস্ত দেখছি!—

(শ্রীকরের প্রবেশ)

শ্রীকর। শিবাচার্য্য, ব্রাহ্মণনগরের রাজা মুকুটরায় আমাদের পক্ষে অস্ত্র ধারণ কর্‌তে সম্মত হয়েছেন। বরাবর আমি ব্রাহ্মণনগর থেকেই আস্‌ছি। মুকুটরায় সমস্ত শুনে, তাঁর সৈন্যদের সমর-সজ্জার আদেশ দিয়েছেন। শঙ্খ কোথা? রাজা তাকে আশীর্ব্বাদ জানিয়েছেন।—

শিবাচার্য্য। তা'হলে—শ্রীকর, ফাঁক্‌তালে একবার মুকুট-রাজা ঘুরে এলে! পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে গে'ছিলে নাকি? স্নানাহার এখন পর্য্যন্ত হয় নি—দেখছি! তুমি যে বিষম বিব্রত—ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লে্!

শ্রীকর। বিব্রত না হয়ে—পারি কৈ? বুকের উপর জগদ্দল পাথর চেপেছে—নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আস্‌ছে!—

শিবাচার্য্য। নাভি-শ্বাসের আর বিলম্ব নাই্!—

শ্রীকর। তুমি পরিহাস কর্‌ছ?

শিবাচার্য্য। (হাস্য)

শ্রীকর। শিবাচার্য্য, এই কি হাস্য পরিহাসের সময়? রাজ্য জুড়ে আর্ত্তনাদ উঠেছে! জাতির মাথার উপর আততায়ীর খড়্গ ঝুল্‌ছে—আর তুমি নিরুদ্বেগে বসে আছ!

শিবাচার্য্য। ব্রাহ্মণ, বিশ্রাম কর্‌বে চল,—পথ-শ্রমে তুমি বড়ই ক্লান্ত।

শ্রীকর। না, আমার কিছুই হয় নি!

শিবাচার্য্য। তুমি দেখছি বড়ই রেগেছ! রাজ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হচ্ছে বলে' —একটু কি হাস্‌তেও পাব না? তোমার কেমন ঐ দোষ, মাঝে মাঝে প্রাণটা আড়ষ্ট হ'য়ে যায়!

শ্রীকর। আড়ষ্ট হওয়ার দোষ কি?—জাতটাই যে ক্রমে অনড়—শব-শীতল হয়ে আস্‌ছে!

শিবাচার্য্য। ব্রাহ্মণ, পাথার-জলে তুমি সাঁতার দিতে নেমেছ, গোষ্পদে তোমার ভয় কি? ধর্ম্মের জন্য কর্ম্ম, ত্যাগের জন্য ঐশ্বর্য্য, পরের জন্য জীবন-ধারণ, সত্যের জন্য মৃত্যু-পণ যে জাতির আদর্শ,—রক্ত-ভ্রুকুটির বাহিরে সে জাতি। চল এখন, তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন হয়েছে।

৩য় দৃশ্য—রণস্থল

দরাফ ও হাসান

দরাফ। বন্যার উন্মত্ত প্লাবনের মত—ঐ আবার শত্রু-সৈন্য আস্‌ছে! পাণ্ডুয়ায় হিন্দু-সৈন্য নিশ্চয় অজেয়! হাসান, বুঝি প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্‌তে পার্‌লেম না!—অহঙ্কার চূর্ণ হল!

হাসান। কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। শত্রু-সৈন্য দিন দিন বাড়্‌ছে বৈ কম্‌ছে না! বেলা অবসান হল, পঙ্গপালের মত এখনও দিক্ ছেয়ে আস্‌ছে!

(নেপথ্যে তোপধ্বনি)

দরাফ। পাঠান-সৈন্য স্থির থাক্‌তে পার্‌ছে না! প্রলয়-কল্লোল উত্থিত হয়েছে! তুমুল সংগ্রাম—সব একাকার! পাঠানেরা আবার হটে আস্‌ছে! তুমি দাঁড়াও!—

হাসান। তার প্রয়োজন হবে না,—ঐ আমাদের অশ্বারোহী সৈনিকেরা শার্দ্দূল-বিক্রমে অগ্রসর হচ্ছে। ভয় নাই—দরাফ, যুদ্ধের গতি ফিরেছে!—

(নেপথ্যে তোপধ্বনি)

দরাফ। না—হাসান, আজও আমাদের আক্রমণ ব্যর্থ হল! ঐ শোন, শত্রুর জয়োল্লাসে দিক্ মুখরিত হয়ে উঠ্‌ছে! এ আমার অসহ্য!—এ যে বিদ্রূপের বিষ-মাখানো ধ্বনি! আমি বাহিনীর পুরোভাগে চললেম!—

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দি'ন—সেনাপতি! অসি-যুদ্ধ ছেড়ে মুষ্টি-যুদ্ধ সুরু হয়েছে! শত্রু-সৈন্যের অদম্য বেগ আমরা সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি না!

দরাফ। না পার, যুদ্ধে জীবন-দান কর। চল, আমার সঙ্গে—কেমন করে' মর্‌তে হয়—দেখ্‌বে চল!—

(২য় সৈনিকের প্রবেশ)

২য় সৈনিক। বিশৃঙ্খল যুদ্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে! শত্রু-সৈন্যের অগ্রগতি কিছুতেই রোধ হচ্ছে না!—

(নেপথ্যে তোপধ্বনি)

সৈনিক। নিলকে বিপদের সম্ভাবনা। সমস্ত দিন যুদ্ধে সেনারা রণশ্রান্ত! হয়—আত্ম-সমর্পণ, নয়—মৃত্যু; অন্য পথ নাই!

হাসান। যুদ্ধ স্থগিতের আদেশ দাও—দরাফ! ঐ দূরে আবার বিপক্ষবাহিনী আস্‌ছে—পার্ব্বত্য নদীর বেগে! যুদ্ধ বন্ধের সঙ্কেত কর। নচেৎ ধ্বংস অনিবার্য্য।

দরাফ। হয়—ধ্বংস, নয়—জয়লাভ। হাসান, চার বার আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে! এবারও নিষ্ফল চেষ্টা—বুঝ্‌তে পার্‌ছি।—কিন্তু আর না, আজই চরম হ'ক! সৈনিকগণ, তোমরা মৃত্যু-পণ করে' আমার অনুসরণ কর। হয়—ধ্বংস, নয়—জয়লাভ!—

(নেপথ্যে তোপধ্বনি)

সৈনিক। সেনাপতি, মৃত্যু ভয়ে আমরা ভীত নহি। অনুমতি করুন, জনে জনে আমরা হাসিমুখে রণ-মৃত্যু আলিঙ্গন কর্‌ব। জীবন

মৃত্যু আমরা সমান তুচ্ছ জ্ঞান করি! কিন্তু গোলামের বেয়াদপি মাফ্ হয়,—ঔদ্ধত্য যুদ্ধ-নীতি নয়।

২য় সৈনিক। সত্য—সেনাপতি, মৃত্যু-ভয় আমরা করি না। আদেশ করুন, এ দেহ আপনার সম্মুখে নিজ হস্তে দ্বিখণ্ডিত করি!—

(রাজমল্লিক ও সংক্রান্তির প্রবেশ)

রাজমল্লিক। কিল্লা ফতে!—কিল্লা ফতে! খাঁ সাহেব, সব কেরামতি ধরে ফেলেছি! ফকিরের কাছে ফিকির?

হাসান। মাণিক-জোড়! ফকির সাহেব, এখানে তোমাদের কি খবর?

রাজমল্লিক। কিল্লা ফতে!

সংক্রান্তি। আর ভয় নাই—সৈয়দ সাহেব, রাবণের মৃত্যু-বাণ খুজে পেয়েছি!—

দরাফ। হাসান, পিপীলিকা-শ্রেণীর মত—ঐ দেখ, দূরে আবার বিপক্ষের সৈন্য আস্‌ছে! এত শক্তির উৎস কোন্ নিভৃত গুহায় অবরুদ্ধ ছিল!

সংক্রান্তি। ও রক্তবীজের ঝাড়! তোমার তরয়াল-বন্দুকের সাধ্য নাই—খাঁ সাহেব, ও রক্তবীজের বংশ ধ্বংস করে! যত মারবে—ফের তত গজাবে! মরা-মানুষ বেঁচে উঠ্‌ছে—মন্ত্র-শক্তির জোরে! কত মারবে?

সৈনিক। আমরাও যুদ্ধ-ক্ষেত্রে হিন্দু-সৈন্যের মুখে ঐরূপ একটা গুজব শুনেছি!—

রাজমল্লিক। খাঁ সাহেব, কোন রকমে আজকের দিনটা যুদ্ধ বন্ধ রাখ। হিন্দু-সৈন্য দৈব-বলে বলীয়ান হয়েছে, কিছুতেই তাদের পরাজয় হবে না। তোমার সহস্র চেষ্টা বিফল হবে। ফকিরের একটি অনুরোধ রাখ, আজ যুদ্ধ বন্ধ কর।

দরাফ। হাসান, যুদ্ধ-ক্ষেত্র থেকে এদের স্থানান্তরে নিয়ে যাও। চারিদিকে গোলা-গুলি ছুটছে, এদের প্রাণ-হানি হতে পারে।

সংক্রান্তি। জীবন-কুণ্ডের মন্ত্র-শক্তি নষ্ট করতে না পারলে—কিছুতেই জয়াশা নাই।—

(নেপথ্যে তোপধ্বনি)

রাজমল্লিক। খাঁ সাহেব!—

দরাফ। ফকির সাহেব তোমরা এখন স্থানান্তরে যাও। মিঞা খাঁ, বিরক্ত কর' না—এখন তুমি বিদায় হও। হাসান, শীঘ্র এদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও।

সৈনিক। সেনাপতি, যুদ্ধের অবস্থা ভয়ানক ঘোরাল! আমাদের সৈন্যেরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়্ছে!—

দরাফ। চল—সৈনিক, যেমন করেই হ'ক, শত্রুর গতি রোধ করতে হবে।

(দরাফ ও সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান)

সংক্রান্তি। সৈয়দ সাহেব, তুমি একটু স্থির হয়ে শোন,—নইলে ব্যাপারটা ঠিক বুঝ্বে না। মহানাদের জীবন-কুণ্ডে মরা-মানুষ জ্যান্ত হচ্ছে! যুদ্ধ কত করবে?

হাসান। সে আবার কি?

রাজমল্লিক। হিন্দু-সৈন্য যুদ্ধে যারা মরছে, ঐ জীবন-কুণ্ড পুকুরের জল ছুঁইয়ে আবার তাদের জ্যান্ত করা হচ্ছে! অবিশ্বাস কর' না,—প্রত্যক্ষ ঘটনা! হাজার হাজার লোক বেঁচে উঠ্ছে! মিঞা খাঁর চরেরা এই গুপ্ত খবর জানিয়ে গেছে!

হাসান। পাগলের মত কি তোমরা বল্ছ?

রাজমল্লিক। পাগলের বলা নয়—ঠিক বল্ছি। শোন, আমার কথা—

আজ যুদ্ধ বন্ধ কর। আগে ঐ পুকুরটার মন্ত্র-শক্তি নষ্ট করি, তারপর যুদ্ধ কর। নইলে—কিছুতেই জয় হবে না।

(নেপথ্যে তোপধ্বনি) .

হাসান। চল এখন নিরাপদ জায়গায়।—সেইখানে সব পরামর্শ হবে।

রাজমল্লিক। দেরী করা চল্‌বে না—শীঘ্‌গির কাজ হাসিল কর্‌তে হবে! খুব হুঁসিয়ার হয়ে—পুকুরটার জোর নষ্ট কর্‌তে হবে! চোখে ধূলো দিয়ে—হিন্দুকে ঠকাতে হবে। এই দেখ—হিন্দু-সন্ন্যাসীর জটা গেরুয়া সব জোগার করেছি।

হাসান। ফকির সাহেব, এইবার দেখ্‌ছি—প্রাণে মর্‌বে!

রাজমল্লিক। আমায় মারে কে? আমি ফকির লোক, পাখী হয়ে উড়ে পালাব!

হাসান। পুকুরটার শক্তি কিসে নষ্ট কর্‌বে?

রাজমল্লিক। হাঃ হাঃ! অমোঘ দাওয়াই—

(নেপথ্যে তোপধ্বনি)

হাসান। চল শীঘ্র, আর এখানে থাকা নয়!—

(সকলের প্রস্থান)

(নেপথ্যে তোপধ্বনি, যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়-পক্ষীয় সৈন্যের প্রবেশ ও প্রস্থান, পরে—দরাফ ও সৈনিকের প্রবেশ)

দরাফ। সূর্য্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে আজও আমাদের প্রয়াস ব্যর্থ হ'ল! মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার কর্‌ছি—হিন্দু-সৈন্যের শৌর্য্যে বীর্য্যে আমি চমৎকৃত। যাও, আজকের মত যুদ্ধ বন্ধের সঙ্কেত কর।

(সৈনিকের ইঙ্গিত—নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি)

সৈনিক। আর কোন আদেশ আছে ?

দরাফ। কাল প্রত্যূষেই যুদ্ধারম্ভ হবে। পূর্ণ বেগে—সমস্ত শক্তিতে আক্রমণ করব। আমি বাহিনীর পুরোভাগে থাকব। যাও।

(সৈনিকের প্রস্থান)

দরাফ। শক্তিমান্ প্রতিদ্বন্দ্বীর উন্মুক্ত কৃপাণের করাল দীপ্তিতে—যে হৃদয়ে রণ-বাদ্য বাজে, বজ্র-বিদ্যুতের আস্ফালনে—যে প্রাণ আনন্দে নৃত্য করে, আজ সে হৃদয়ে সংশয়ের ছায়া পড়েছে! চার বার—এই এক পথে—আক্রমণ ব্যর্থ হ'ল! না—আর না, সব সংশয়ের মূলশিকড় তুলবে—এই তরবারি! বস্তুর নিরূপিত মূল্য দেবে—এই তরবারি! শান্ত হবে না—দিবা নিশা পর্য্যায়ে ফিরিবে, আমার অশান্ত প্রাণ শান্ত হবে না! শান্ত হবে না—যতদিন না আমার বিজয়-রথের নির্ম্মম চক্র শত্রুর বক্ষ-পঞ্জর চূর্ণ করে!

৪র্থ দৃশ্য—জীবন-কুণ্ড

•(কুণ্ড মধ্যে সমাধি-মগ্ন শীলাদেবী)

ভুদিয়া

ভুদিয়া। আজ দশ দিন পূর্ণ হ'ল! দেবী প্রস্তর-মূর্ত্তির মত স্থির—অচঞ্চল! মা, তোমাকে প্রণাম, সহস্র প্রণাম, কোটী কোটী প্রণাম।

(মূর্ত্তির প্রবেশ)

মূর্ত্তি। বিকার-বিকল্প শূন্য! প্রশান্ত বদনে হাস্যোচ্ছল ভাব অম্লান—অবিকৃত। মানস-সরোবরে স্বর্ণ-পদ্ম ফুটে রয়েছে! মা, তোমায় প্রাণাম! সহস্র প্রণাম, কোটী কোটী প্রণাম!

ভুদিয়া। কে—মূর্ত্তি এলি? দেবী দর্শন কর্! শঙ্খ আমাকে এই রত্ন-মন্দিরের প্রহরায় নিযুক্ত করে' গেছে। সন্তর্পণে দ্বার রক্ষা করছি—সমাধির বিঘ্ন না হয়।

মূর্ত্তি। জগদ্ধাত্রীর দিক্-আলো-করা রূপের প্রভায়—সবাই আলোক-স্নান করে' সঞ্জীবিত। সবারই মুখে দীপ্তি, বুকে সাহস, বাহুতে শক্তির স্পন্দন! রাজ্য জুড়ে একটা উৎসাহের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। মা, তোমায় প্রণাম, কোটী কোটী প্রণাম।

ভুদিয়া। মূর্ত্তি, আজ যুদ্ধের অবস্থা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করেছে!—

মূর্ত্তি। হাঁ, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গেই পাঠান সৈন্য আজ রণোন্মত্ত! তারা যেন শিলা-শৈল চূর্ণ কর্‌তে চায়। যুদ্ধ আজ ভীষণ রূপ ধারণ করেছে!

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। একজন জটাজুট-ধারী সন্ন্যাসী দেবী-দর্শন কর্‌তে এসেছেন। বাহিরে অপেক্ষা কর্‌ছেন।

ভুদিয়া। সসম্মানে নিয়ে এস।

(প্রহরীর প্রস্থান)

মূর্ত্তি। আমি একবার সপ্তগ্রামে কল্পনার কাছে যাব। তার সরল চক্ষু দু'টী বুকে আমার দিন রাত ভাস্‌ছে! তার প্রাণের মৌন আকৃতি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কর্‌ছি। শ্রেষ্ঠীর ঘরে সে অমূল্য মাণিক!

(সন্ন্যাসীবেশে রাজমল্লিকের প্রবেশ)

রাজমল্লিক। এমন ঘটনা কদাচিৎ ঘটে! জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি না থাক্‌লে —এমন আত্মরতি সম্ভব হয় না। দেবতাদের প্রতিষ্ঠিত মহানাদ— শুদ্ধসত্ত্বগুণময়ী দেবীর পুণ্যে ধন্য হ'ল। চিদানন্দময়ী মা, আমার প্রণাম গ্রহণ কর। জীবন-কুণ্ডের পূত-বারি স্পর্শ করে'—অমর জীবন লাভ করি!

(অগ্রসর হইয়া—জটামধ্যে লুকান গো-মাংস জলে নিক্ষেপ,
মহাশব্দে কুণ্ড মধ্য হইতে ধূম-অগ্নি উদ্গীরণ,
শীলাদেবীর অন্তর্দ্ধান)

ভুদিয়া। একি হ'ল! একি সর্ব্বনাশ!—

মূর্ত্তি। মা, মা!—

রাজমল্লিক। কি হ'ল—কি হ'ল! হঠাৎ এমন হ'ল কেন? কিছুই ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!— (পলায়ন চেষ্টা)

ভুদিয়া। ভণ্ড প্রতারক, পালাবি কোথা? এই তোর শাস্তি!

(অস্ত্রাঘাত—রাজমল্লিকের মৃত্যু)

মূৰ্ত্তি। ভূ-কম্পনে পৃথিবী কেঁপে উঠ্‌ল। কৈ—মা কৈ? অকস্মাৎ এ কি হ'ল!—মা কি মহাশূন্যে লীন হ'ল?

ভুদিয়া। মূর্ত্তি, সব শেষ! কি দেখ্‌ছিস?—আলো নিভে গেছে, দেবী অন্তর্হিতা!

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। কিসের শব্দ হ'ল? মাটী যেন কেঁপে উঠ্‌ল!—বাহিরে সবাই ভয়ে ত্রস্ত! এত আওয়াজ কিসের হ'ল?

ভুদিয়া। প্রহরি, সব চেষ্টা নিস্ফল হয়েছে—তোমরা গৃহে যাও। কি দেখ্‌ছ?—দেবী অন্তর্হিতা হয়েছেন! আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, সকলে গৃহে চল।

(ধীরে ধীরে প্রহরীর প্রস্থান)

মূৰ্ত্তি। এখন কি করবে?

ভুদিয়া। কিছুই করব না! কিছুই করতে আর পারব না! মূর্ত্তি, এত বড় একটা যুদ্ধে আমি শুধু এই দেব-স্থানের দ্বার রক্ষার ভার পেয়েছিলেম—স্বেচ্ছায় সে ভার গ্রহণ করেছিলেম! কিন্তু কৈ?—কর্ত্তব্য ত পালন করতে পারলেম না। তবে আর কেন? এইখানেই সব—সব শেষ হ'ক!—

মূৰ্ত্তি। কি—কি করবে?

ভুদিয়া। না—আত্মহত্যা করব না! যে দিকে দু'চোখ যায়—সেই দিকে যাব! এ ঘৃণ্য বদন লোক-সমাজে আর দেখাব না! আমার পাপে,

আমার অবহেলায়—রাজ্য-লক্ষ্মী যখন ডুবেছে, তুষানলই তখন আমার প্রায়শ্চিত্ত। মূর্ত্তি, মা আমার, বিদায়—চল্‌লেম।

(ভুদিয়ার প্রস্থান)

মূর্ত্তি। ভুদিয়া চলে গেল! আমি কি ভোজবাজি দেখ্‌ছি! কেমন করে' গেল?—আমি যে তার বড় আদরের কন্যা! দস্যুর প্রাণ তার—সে ত আর ফির্‌বে না! কি হবে—কি হবে? মা—মা!—

(শঙ্খের প্রবেশ)

শঙ্খ। মূর্ত্তি!—

মূর্ত্তি। দাদা, সব শেষ! মা ডুবেছে—রাজ্য-লক্ষ্মীর সলিল-সমাধি হয়েছে!

শঙ্খ। সত্যই রাজ্য-লক্ষ্মী ডুবেছে? সব শূন্য! ভুদিয়া!—

মূর্ত্তি। ভুদিয়াও জন্মের মত চলে গেছে! ক্ষোভে দুঃখে সে পাগলের মত চলে গেছে!

শঙ্খ। যাক্, তবে আর কেন? এইখানে সবেরই ধ্বংস হ'ক! মূর্ত্তি, কলঙ্ক-কালী-মাখা হস্তে আর আমি তরবারি ধারণ কর্‌ব না! মেরুদণ্ড আমার ভেঙ্গে গেছে। ধর্ম্ম-হানি হয়েছে—সঙ্কল্প করে' মঙ্গল-ঘট যখন রক্ষা কর্‌তে পারি নি!—

মূর্ত্তি। দাদা, সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ কর' না! মুহূর্ত্তের ভুলে—মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিও না। দেশ জাতি ধর্ম্ম—সব তোমার মুখ চেয়ে আছে। বিপদে ধৈর্য্য-হারা হয়ো না।

(জংলালের প্রবেশ)

জংলাল। শঙ্খ, যুদ্ধ-ক্ষেত্র ছেড়ে আসা তোমার উচিত হয় নি। সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে—পাঠান-সৈন্য দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে! এখনও ফিরে চল, বিলম্বে সর্ব্বনাশ হবে।

শঙ্খ। জংলাল, সর্ব্বনাশের বাকি কি?—ঐ দেখ, মঙ্গল-ঘট ভেঙ্গেছে, রাজ্য-লক্ষ্মীর সলিল-সমাধি হয়েছে! দাবাগ্নির মত অশুভ-বার্ত্তা সৈন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে! উপায় নাই,—বিধিলিপি খণ্ডন করে', কারও সাধ্য নাই!

(নেপথ্যে—পাঠান-সৈন্যের জয়ধ্বনি)

জংলাল। বিলাপ ক্রন্দনের সময় নাই—জন্মভূমির স্বাধীনতা বিপন্ন! যতক্ষণ শেষ বিন্দু, ততক্ষণ যুদ্ধ কর্‌ব।

(জংলালের প্রস্থান)

মূর্ত্তি। দাদা, পরাজয় হয় হ'ক—যুদ্ধ কর, যুদ্ধে মর! যে মৃত্যু জাতির অমরতা আনে—সেই মৃত্যু মর! তবেই জাতি বাঁচবে! বীরের বীরত্ব-গাঁথা—জাতির জীবন-পথের পাথেয় থাক্‌বে!—

(নেপথ্যে—পাঠান-সৈন্যের জয়ধ্বনি)

শঙ্খ। কৈ, শত্রুর জয়ধ্বনি শুনে—প্রাণে ত আমার উত্তেজনা আস্‌ছে না! মূর্ত্তি, মাতৃ-বধ করেছি আমি, তরবারি ধারণ আমার শোভা পায় না! (তরবারি ত্যাগ)

মূর্ত্তি। কাঁদ—জন্মভূমি! মা, ঐ সলিলতলে মহাসমাধির কোলে যুগ যুগ কাঁদ,—অশ্রু-বন্যার বাঁধ মুক্ত করে কাঁদ! সন্তান তোমার দিশাহারা!

(শত্রুর নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে শঙ্খের পতন)

শঙ্খ। ওঃ! মূর্ত্তি, কার্য্য শেষ!—

মূর্ত্তি। একি হ'ল! দাদা, দাদা!—

শঙ্খ। শত্রুর গুলি বুক ভেদ করেছে—ওঃ!—

মূর্ত্তি। ভগবন্!

শঙ্খ। কল্পনা!— (মৃত্যু)

(পাঠান-সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। কাম্ ফতে—লড়াই ফতে! কে—বিবিজান! খুবসুরৎ! বাঃ! কি খুবসুরৎ চেহারা! বিবিজান, দিল্লী যাবে? বাদশাহের নজরে পড়্লে—তোমার হিল্লে হবে! যাবে?

মূর্ত্তি। কুক্কুর, জিহ্বা তোর দ্বিখণ্ডিত কর্‌ব!

সৈনিক। (হাস্য) বিবিজান, কেঁদে আর কি হবে? খসম মরেছে, আর ত ফির্‌বে না। আমার সঙ্গে আস্‌নাই কর!

মূর্ত্তি। (শঙ্খের পরিত্যক্ত তরবারি গ্রহণ করিয়া) সাবধান—কুক্কুর!

সৈনিক। বিবিজান, লড়াই কর্‌বে? এস, আমার বুকে এসে লড়াই কর!—

মূর্ত্তি। (অস্ত্রাঘাত)

সৈনিক। তবে রে—সয়তানি!

(অসি-যুদ্ধ—আহত হইয়া সৈনিকের পতন)

মূর্ত্তি। কুকুরের এই শাস্তি!

সৈনিক। সয়তানি!—

(দরাফের প্রবেশ)

দরাফ। কি তাজ্জব! আওরাতের সঙ্গে লড়াই! সৈনিক!—

সৈনিক। ওঃ! — (মৃত্যু)

(মূর্ত্তির তরবারি ত্যাগ)

দরাফ। এই যে!—এই যে মূর্ত্তি—স্বপ্ন-সুন্দরি!

মূর্ত্তি। কে—দরাফ!

দরাফ। সুন্দরি, তুমি কি রাজা রূপসেনের কন্যা—মূর্ত্তি? নির্ভয়ে বল, কারও সাধ্য নাই—তোমার ইজ্জৎ হানি করে।

মূর্ত্তি। দরাফ! (একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া) হাঁ,—আমি পাণ্ডুয়া-রাজ রূপসেনের কন্যা।

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। সেনাপতি, উত্তর দিকেও আমাদের জয় হয়েছে। শাহ্ সফিউদ্দীন পাণ্ডুয়ার রাজপুরী দখল কর্‌তে অগ্রসর হয়েছেন। শত্রুসৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়েছে,—তবে কোথাও কোথাও খণ্ড-যুদ্ধ হচ্ছে।

দরাফ। সুন্দরি, তোমাদের হিন্দু জাতটা অতিমাত্রায় ভাব-প্রবণ। এই ত তোমাদের জীবন-কুণ্ড! এরই জলে মরা মানুষ বেঁচে উঠে?

সৈনিক। আমার প্রতি কি হুকুম?

দরাফ। তুমি এখন চল, আমি পরে যাচ্ছি। সমস্ত সেনাদের বলে দাও, নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার না করে। শাহ্ সফিউদ্দীনকে আমার সেলাম জানিয়ে বল—রাজপুরীর কর্ত্তৃত্ব তিনি যেন নিজের হাতে রাখেন। যাও।

(সৈনিকের প্রস্থান)

মূর্ত্তি। দরাফ, পাণ্ডুয়া জয় তোমার সম্পন্ন হ'ল? প্রতিহিংসা পূর্ণ হ'ল?

দরাফ। সুন্দরি!—

মূর্ত্তি। সঙ্কোচ কেন?—তোমার কঠোর প্রতিজ্ঞা তুমি পালন করেছ। দরাফ!—

দরাফ। মূর্ত্তি, তোমার ঐ অন্তর্ভেদী দৃষ্টির মর্ম্ম ঠিক আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! মুগ্ধ বিস্ময়ের স্বচ্ছ সুন্দর দৃষ্টি! তুমি আমায় কিছু বল্‌বে? মূর্ত্তি, তুমি কি ত্রিবেণীতে আমায় দেখা কর্‌তে বলেছিলে? স্বপ্ন-স্মৃতির মত মনে আমার উদয় হচ্ছে!

মূর্ত্তি। আমারও যেন ছায়া-ছায়া মনে পড়্‌ছে!—কোন্‌ সুদূর অতীতের বিস্মৃত রহস্য কাহিনীর মত!

দরাফ। গভীর রাত্রে—তুমি কি শিবিরে আমায় দেখা দিয়েছিলে? এক-দৃষ্টে আকাশ পানে কি দেখছ?

মূর্ত্তি। দরাফ, তুমি দাঁড়াও— আমি আস্‌ছি।

দরাফ। কোথা যাবে?

মূর্ত্তি। যেও না— দাঁড়াও। আমি এখনি আস্‌ছি। মনে সংশয় এন না,—আমি এখনি ফিরে আস্‌ব।

(মূর্ত্তির প্রস্থান)

দরাফ। সলীল-গতি কি সুন্দর! কি চায়? বোধ হয়, নিজেই জানে না। ত্রিবেণীতে দেখা কর্‌তে বলে কেন? উজ্জ্বল চক্ষের চাহনি—শান্ত সরল মনের আলেখ্য! আমার পানে এক-দৃষ্টে চেয়ে থাকে কেন? যেন কিছুর সন্ধান করে। কোথায় গেল?

(মূর্ত্তির পুনঃপ্রবেশ)

মূর্ত্তি। দরাফ, আমি একবার জটেশ্বর শিবের মন্দিরে গিয়েছিলেম—এই প্রসাদী ফুল আর বিল্বপত্র আন্‌তে।

দরাফ। ও কি হবে ?

মূর্ত্তি। আঁচলের খুঁটে বেঁধে রাখ্‌ব।

দরাফ। আমায় কিছু বল্‌বে ?

মূর্ত্তি। হাঁ—বল্‌ব।

দরাফ। কি—বল ?

মূর্ত্তি। না—এখন নয়, এখানে নয়—ত্রিবেণীতে চল। বিজেতার দর্পে এখন তোমার প্রাণ ভরে রয়েছে—ক্ষমতার মদিরায় তুমি উন্মত্ত ! এখন ত তুমি আমার কথা বুঝবে না। আমিও পার্থিব শোকে দুঃখে কতকটা আচ্ছন্ন—ঠিক বল্‌তে পার্‌ব না।

দরাফ। না—মূর্ত্তি, বিজেতার দর্পে আমি অন্ধ হই নি।—এ অপবাদ আমার অসহ্য !

মূর্ত্তি। ঠিক কথা !—আমারই ভুল হয়েছে। এই উন্নত দেহ, শান্ত চক্ষু, দিব্য কান্তি—এ মন্দির শিবেরই প্রিয়-স্থান। দরাফ, আমার হাত ধর।—ধর ! (হস্তধারণ) কিছু অনুভব কর্‌ছ ?

দরাফ। একটা দ্রুত স্পন্দন !

মূর্ত্তি। ছাড়। দরাফ, এই ত তোমার সম্রাট-দত্ত অসি ? প্রতিহিংসা পূর্ণ হয়েছে, আর কেন—পরিত্যাগ কর। ফকিরের দত্ত লৌহ যষ্টি এইবার গ্রহণ কর।

দরাফ। তুমি সে কথা কিসে জান্‌লে !

মূর্ত্তি। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথাঃ,—ত্যাগের দ্বারাই ভোগ কর্‌বে। তুমি

দেবকোটে হিন্দু-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছ শুনেছি। ত্যাগের মাঝে রাজসিংহাসন—ভারতের পূর্ণ-রূপ। ভারতে এসেছ—ভারতের স্বরূপ চিন্‌বে না?

দরাফ। আশ্চর্য্য নারী তুমি—মূর্ত্তি!

মূর্ত্তি। দরাফ, আত্মস্থ হও। জীবনের মহত্তর কার্য্য সম্পন্ন কর। তরবারি ত্যাগ করে'—ফকিরের দণ্ড লৌহযষ্টি গ্রহণ কর। তারপর—চল, কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি—ত্রিবেণীর ত্রিধারা যেখানে মুক্ত হ'য়েছে, সেইখানে একান্তে অনুধাবন কর—নাভি-সরোবর থেকে জীব-রূপ জীবন-গঙ্গার আবির্ভাব কেমন। আমি এখন চল্‌লেম—সময়ে দেখা হবে।

(মূর্ত্তির প্রস্থান)

দরাফ। নারী-রত্ন! ছন্দহারা ভাবের অবাধ আনন্দময় গতি!—

পঞ্চম অঙ্ক

১ম দৃশ্য—কারাগার

শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপসেন

রূপসেন। পাপের জ্বলন্ত পরিণাম!—জীয়ন্তে নরক দর্শন! মূর্খ আমি, নিজের চিতার কাঠ নিজে সংগ্রহ করে' আজ দগ্ধ হচ্ছি! স্বেচ্ছায় বিবেক বলি দিয়েছি, পশুবলে পত্নী-পুত্রের লাঞ্ছনা করেছি—সোণার রাজ্য শ্মশান করেছি! আমায় তিলে তিলে দগ্ধ হতে হবে না?

(হাসান ও সংক্রান্তির প্রবেশ)

সংক্রান্তি। কোতল কর্‌ব, জবাই কর্‌ব, গদ্দান নেব! কারও সাধ্য নাই—রক্ষা করে। কি—রাজা সাহেব, আছ কেমন? লোক দিয়ে মার খাওয়াবে? এখন মজাটি কেমন!

হাসান। ছিঃ—মিঞা খাঁ, দুর্দ্দিনে মানুষকে পরিহাস কর্‌তে নাই।

রূপসেন। কে—সংক্রান্তি?

সংক্রান্তি। আর সংক্রান্তি নই, এখন মিঞা খাঁ। খোলস পাল্টেছি—মগজে দংশাব।

রূপসেন। বিষধর, এখনও তোমার সাধ মেটে নি? তোমার বিষের জ্বালায় সারা রাজ্যটা জ্বলে-পুড়ে গেল! তবু তৃপ্তি নাই?

সংক্রান্তি। তৃপ্ত হ'ব—এইবার সিংহাসনে বসে!

হাসান। একান্তই তা হ'লে—রাজা তুমি হবে—মিঞা খাঁ?

সংক্রান্তি। আলবৎ—জরুর! এত বড় আগুন জ্বালিয়েছি কি মিছে?

রাজা সাহেব, রাজ-মুকুটটা রেখেছ কোথায় ? কোথাও সন্ধান পেলেম না। এইবার সেটা চাই যে আমার।

রূপসেন। সংক্রান্তি, এত দুঃখেও—তোমার অবস্থা দেখে আমার হাসি আস্‌ছে ?

সংক্রান্তি। হাসি বা'র কর্‌ছি ! ভালয় ভালয় বল—মটুকটা কোথায় আছে ? দাঁড়াবার ফুরসৎ আমার নেই ! কি—রাজা সাহেব, বল্‌বে না ?

(দরাফ ও সফিউদ্দীনের প্রবেশ)

দরাফ। হাসান, তুমি এখানে ?

সংক্রান্তি। সেলাম—খাঁ সাহেব ! সেলাম—শা'জাদা ! এই—আমরা এখানে এসেছি—রাজ-মুকুটটা চাইতে।

দরাফ। কি চাইতে ?

সংক্রান্তি। এই—রাজ-মুকুট।

দরাফ। ও—তুমি ! টিকে আছ এখনও ?

হাসান। মিঞা খাঁ আমাদের—সিংহাসন খানা হস্তগত করে' ফেলেছে। —রাজ-মুকুটটা পেলেই রাজা সেজে বস্‌বে !

দরাফ। আচ্ছা—মিঞা খাঁ, বিনা-বাক্য-ব্যয়ে—খুব জল্‌দি একটা কাজ পার্‌বে ?

সংক্রান্তি। খুব পার্‌ব।

দরাফ। রাজা রূপসেনের শৃঙ্খল মোচন কর।

সংক্রান্তি। সে কি !

দরাফ। বিনা—বাক্য—ব্যয়ে !

(সংক্রান্তির তথাকরণ)

রূপসেন। পাঠান সেনাপতি, বন্দীর প্রতি এ অনুগ্রহ কেন? কারাগারই আমার যোগ্য স্থান, শৃঙ্খলই উপযুক্ত অলঙ্কার! পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হবে!

সংক্রান্তি। কি—রাজা সাহেব, ভারী ভাল-মানুষটি যে!

দরাফ। রাজা রূপসেন, আজ তোমার অনুশোচনা হচ্ছে! মর্ম্ম-জ্বালা কেমন—এইবার বোধ হয় বুঝেছ? রাজা, এমনি একটা মর্ম্ম-জ্বালা—একটা আগ্নেয়-গিরির মর্ম্ম-জ্বালা—এই দেখ, বুকে গাঁথা রয়েছে! (হাসানের বক্ষের আবরণ সরাইয়া) এই দেখ—রাজা, তোমার হৃদয়হীন অত্যাচার!—রক্তের অক্ষরে বুকে লেখা রয়েছে! অস্থি-মাত্র-সার—হাসানের নিহত শিশু-পুত্রের শীর্ণ কঙ্কাল! মুখ ফিরিও না, চক্ষু মুদিত কর' না—ভাল করে' দেখ, তোমার বর্ব্বরতার জলন্ত নিদর্শন! রাজা, এমনি কঙ্কালে পরিণত করেছি—ধন-ধান্য-ভরা তোমার সোণার রাজ্য! বর্ণে বর্ণে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি!

সফিউদ্দীন। দরাফ, করুণ-স্মৃতি আর জাগিও না। রাজ্যের বিশৃঙ্খলা দূর করে' শান্তি স্থাপনের ব্যবস্থা কর।

রূপসেন। হাসান, যদি পার—তুমি আমায় ক্ষমা কর। একটা রাজ্যের বিনিময়েও পুত্র-শোকের শান্তি হয় না—তা জানি। তবু যদি পার—আমায় মার্জ্জনা কর।

হাসান। মহারাজ, সবই আপনার আহাম্মকির ফল!—

দরাফ। হাসান, প্রতিহিংসা পূর্ণ হয়েছে। চল এইবার, তোমার বক্ষের পঞ্জর—যক্ষের ধন—খনির তিমিরে লুকিয়ে রাখবে চল! চক্ষের জলে মাটী ভিজিয়ে, দীর্ঘ-শ্বাসে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে—চল তোমার বুকের পাঁজরা ক'খানা কবরে পুঁতে আসবে!

সফিউদ্দীন। আমি সেখানে একটা গগনস্পর্শী স্মৃতি-স্তম্ভ স্থাপন করব!

সংক্রান্তি। সৈয়দ সাহেব, যাবার আগে মট্‌কটার কিনারা কর! কতক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে থাকব?

(সকলের হাস্য)

দরাফ। রাজা রূপসেন, আত্মগ্লানি—অনুশোচনার বিষে তুমি জর্জ্জরিত—তোমায় মার্জ্জনা করলেম। যাও, এই মুহূর্ত্তে বিদায় হও। বাংলা মুলুকের ত্রি-সীমার মধ্যে আর কখনও এস না। যাও, তুমি মুক্ত।

(মূর্ত্তির প্রবেশ)

মূর্ত্তি। দরাফ, আবার তুমি এখানে কেন?

দরাফ। এলি—পাষাণি!

মূর্ত্তি। আবার কেন ফিরে এলে?

রূপসেন। গায়ত্রি—মা, চললেম। রাজ্য-হারা হ'য়ে জন্মের মত চললেম—বুঝি এই শেষ-দেখা!

সংক্রান্তি। ওগো, তোমরা আমার কি করলে? রাজা যে যায়! মট্‌কটা আর মুক্তার মালা ছড়াটা!—

দরাফ। মুক্তার মালাটা তুমি কি দাঁতে চিবিয়ে উপভোগ করবে—মিঞা খাঁ!

মূর্ত্তি। দরাফ, আমি এখন ত্রিবেণী থেকে আসছি। ঠিক গঙ্গা-সরস্বতী-সঙ্গম-সৈকতে তোমার দরগা দেখে এলেম—অতি রম্য স্থান। অনেকক্ষণ সেখানে বসে রইলেম—প্রাণ পুলকে ভরে গেল। অনাবিল প্রেমের নির্ম্মল স্বচ্ছ ধারা—গঙ্গার নিরলস প্রবাহ—কেমন মুক্তি-সাগরে

স্নান করতে ছুটেছে,—আর একবার প্রাণ ভরে দেখে এলেম।
ভাব্‌লেম—কবে আপন-হারা হ'য়ে ঐ রকম ভালবাস্‌তে শিখ্‌ব !

সফিউদ্দীন। দরাফ, এই সুন্দরী কন্যাটি কে ?

হাসান। মহারাজ, এটি কি আপনার সেই হারাণ কন্যা ?

রূপসেন। হাঁ—সৈয়দ সাহেব, কিন্তু যখন ফিরে পেলেম—তখন আমি মৃত্যুর দ্বারে !

সফিউদ্দীন। দরাফ, তোমার সঙ্গে পরিচয় হ'ল কিসে ?

মূর্ত্তি। সে কথা দরাফও ঠিক জানে না, আমিও জানি না।—আমাদের পরিচয় অনেক দিনের ! দরাফ, ফিরে চল—আর বিলম্ব কর' না।

দরাফ। এখানে একবার এসেছি—তোমার পিতাকে মুক্তি-দান করতে।

মূর্ত্তি। সে কাজ ত অনেকেই পারত। তোমার যে আরও অনেক বড় কাজ রয়েছে। সত্যিকার বিজয়-দুন্দুভি সেই দিন তোমার বাজ্‌বে—দেবত্বের শুভ্র-মুকুট-পরা সত্যরূপ যেদিন তোমার ফুটে উঠবে। রক্তের স্রোতে ধরণী ভাসিয়েছ—একটা সোণার রাজ্য ধ্বংস করেছ ! এমন কাজ অনেকেই করে। পশু-বলে জয় পৃথিবীতে অনেক হয়েছে। দেবতার মহিমায়—মানুষের মনের আঙিনায় শাশ্বত রত্ন-সিংহাসনে বস্‌তে পারে ক'জন ? চল—দরাফ, এই নর-কঙ্কালে ভরা ধ্বংসস্তূপের মাঝে তোমার সত্যিকার জয়-স্তম্ভ গড়ে তুল্‌বে।

দরাফ। মূর্ত্তি, তুই কি বলিস্‌—এখনও ঠিক বুঝতে পারি না। কে তুই, কি তুই—অনেক সময় নিভৃতে ভাবি, কিন্তু কিছুই কূল-কিনারা পাই না। প্রকৃতির প্রিয়-লীলা-ভূমি ত্রিবেণীর সৈকত-সোপানে বসে',—উর্ম্মি-মুখর গঙ্গা কি বলে—অনেক সময় কাণ পেতে শুনি ! তরুণীর কণ্ঠ-ঝরা সুরের লহরী তুলে—লীলা-চঞ্চল তরঙ্গের প্রগতি একদৃষ্টে

দেখি! দেখ্‌তে দেখ্‌তে—বুকে কত কি ভাবের ঢেউ ওঠে—পরস্পর ঠেলাঠেলি করে' ওঠে! অভিভূত হয়ে চক্ষু মুদিত করি। মূর্ত্তি!—

মূর্ত্তি। কেন—দরাফ!

দরাফ। অন্ধকারে তখন,—ঠিক তোর মত চেহারা—লাবণ্যময়ী তন্বী—বিদ্যুৎ-বিকাশের মত ফুটে ওঠে! ক্রমে আকাশ প্রমাণ হয়! তারপর, ধীরে মহাশূন্যে মিশে যায়—জ্যোতির্ম্ময় শান্ত সুন্দর রূপ!

সফিউদ্দীন। দরাফ, এ তোমার কি হ'ল!—

মূর্ত্তি। বাবা, তুমি এখন তীর্থে চল।

রূপসেন। তীর্থে যাব?

মূর্ত্তি। জীবনের বাকি কটা দিন পরমার্থ চিন্তা কর। আমি তার ব্যবস্থা কর্‌ছি।

রূপসেন। আর—অভাগিনি, তুই কি কর্‌বি?

মূর্ত্তি। আমি? আমি গঙ্গায় ভেসে ভেসে একদিন সাগরে গিয়ে মিশে যাব। বাবা, প্রকৃতি যেদিন তোমাদের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে—তার মুক্ত প্রাঙ্গণে আমায় ছেড়ে দিয়েছে, সেই দিন থেকে বিচিত্র কল্পলোকে আমি বিচরণ কর্‌ছি! আমার জন্যে ভেব না।—আঁধার পথের যাত্রী আমি!

রূপসেন। জন্ম-দুঃখিনী—মা!

দরাফ। রাজা, কবিরা বলে—সাগরের অশ্রু-বিন্দু—মুক্তা! তা যদি হয়, তা হলে এ কন্যা তোমার ষড়ঋতুর শিশির-অশ্রু দিয়ে গড়া—সাপের মাথার মাণিক!

সফিউদ্দীন। হাঁ, আর একখানা কোহিনূর বটে!—ধারণে রাজ-মুকুট ধন্য হয়!

মূর্ত্তি। দরাফ, আমি এখন চল্‌লেম। বাবার তীর্থ-যাত্রার ব্যবস্থা করে'

সত্বর ত্রিবেণীতে যাচ্ছি। তুমি চল।—ফকিরের লৌহ-যষ্টি সর্ব্বদা সঙ্গে রেখ! এস—বাবা, চন্দন আর পরী-মাকে সঙ্গে নিয়ে—তীর্থযাত্রা কর।

(রূপসেন ও মূর্ত্তির প্রস্থান)

দরাফ। (স্বগত) যখনই আসে—নূতন একটা চেতনার ধাক্কা দেয়! যায়—অন্তরে একটা রেখাপাত করে'!

সফিউদ্দীন। দরাফ!

সংক্রান্তি। আমার কি কর্‌লে!—ওগো তোমরা আমার কি কর্‌লে? রাজা ত চলে গেল! মটুকটার সন্ধানও নিলে না?

দরাফ। তোমার মটুক কামার বাড়ীতে গড়াতে দিয়েছি,—তুমি এখন বিদায় হও!

সংক্রান্তি। বটে! নদী পার হ'য়ে কুমীরকে বুড়ো আঙুল দেখাবে—মনে কর্‌ছ? সেটি হবে না—আমি তেমন বান্দা নই! কতকটা বুঝতে পেরেছি—ঐ মেয়েটা তোমায় গুণ করেছে! ও বেদের মেয়ে,—ওর কাছে বন-মানুষের হাড় আছে! এখনও বল্‌ছি—সাবধান খাঁ সাহেব! চোরা-বালীতে পা দিও না।

দরাফ। তুমি যাবে কি না?

হাসান। মিঞা খাঁ, চল এখন। অন্য সময়ে কথা হবে—সব ঠিক হয়ে যাবে! ব্যস্ত কেন?

(হাসান ও সংক্রান্তির প্রস্থান)

সফিউদ্দীন। আমিও তবে এখন চল্লেম—দরাফ! যতদূর পারি, রাজকার্য্যের ব্যবস্থা করি। তুমি দেখ্‌ছি যথার্থই ফকিরি নেবে!

দরাফ। শা'জাদা, ঐ লোকটাকে একটু নজরে রেখ! কেউটে সাপ! সুযোগ পেলেই দংশাবে!

সফিউদ্দীন। আমি তা বেশ বুঝেছি। চল্‌লেম।

(সফিউদ্দীনের প্রস্থান)

দরাফ। ত্রিবেণীতে যেতে বলে গেল। উচ্ছল উদ্দাম অশান্ত যৌবন!—অথচ শান্ত সংযত সুন্দর!

২য় দৃশ্য—বন-পথ

শিবাচার্য্য ও শ্রীকর

শিবাচার্য্য। ব্রাহ্মণ, সমস্যা জটীল—সন্দেহ কি? সংক্রান্তি ঠাকুরের পথে—সদ্ধর্ম্মীরা দলে দলে এখন ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌ছে। তাদের কাছে "ধর্ম্ম যবন-রূপী" হয়ে দেখা দিয়েছে!

শ্রীকর। রাষ্ট্রের পতনের সঙ্গে—জাতি-ধর্ম্মও কি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে লোপ পাবে?

শিবাচার্য্য। একটা মন্বন্তরের সব লক্ষণ দেখা দিয়েছে। বিদেশী রাজার শাসন-দণ্ড-তলে হিন্দুর বৈশিষ্ট্য কিসে বজায় হবে—স্থির চিত্তে অনুধাবন কর। রাষ্ট্রীয় অধীনতা চিরদিন থাকে না—উদার প্রাণে কালোচিত কর্ম্ম কর।

(ধ্বজার প্রবেশ)

ধ্বজা। "পাণ্ডুয়া রাজ্য উদ্ধার কর্‌বই"—রাজা মুকুটরায় প্রতিজ্ঞা করেছেন। আমি বরাবর ব্রাহ্মণনগর থেকেই আস্‌ছি।

শ্রীকর। ভালই হয়েছে—দেশটা রক্ষা হলেই সকল দিক বজায় থাকে।

ধ্বজা। একটা কাল্পনিক ভয়ে রাজ্যটা মুসলমানের হাতে তুলে দেওয়াতে—তিনি আমাদের বিস্তর ভৎ‍র্সনা করলেন। পরাজয়ের কোন সম্ভাবনাই ছিল না—একটা মিথ্যা বিভীষিকায় সব ওলট-পালট হয়ে গেল!

শিবাচার্য্য। যখন যাবার হয়, তখন এমনিই হয়। কোথা থেকে কি যেন হয়ে যায়!—

ধ্বজা। থাম—ঠাকুর, যত নষ্টের মূল তুমি! তোমার উপর আমি ভারী চটে গেছি! দৈব সহায়—সমাধি, মঙ্গল-ঘট—এই সব বলেই লোকের মনে ধোঁকা লাগিয়েছ তুমি!

শিবাচার্য্য। ধ্বজা, যা বুঝিস্ নে—সে চর্চ্চা ভাল নয়। গায়ের জোরে সব কাজ হয় না!

ধ্বজা। থাম—ঠাকুর, বুড়ো হয়ে প্রাণটা তোমার একেবারে কাহিল হয়ে গেছে! বুদ্ধিতেও মর্‌চে ধরেছে!

শিবাচার্য্য। হা রে যৌবন! হা রে বুদ্ধি! ধ্বজা, তোর বুদ্ধির দোষেই এত বড় কাণ্ডটা হ'ল না?—সৈয়দ সাহেবের দুগ্ধ-পোষ্য শিশু-হত্যাটা গোড়ায় নয় কি?

ধ্বজা। যৌবন অত্যাচার সহ্য করে না!—

(মূর্ত্তির প্রবেশ)

মূর্ত্তি। হাঁ, যৌবন চিরদিনই বিপ্লব—বিদ্রোহ—রক্তিমাভ স্বাস্থ্য! শিবাচার্য্য, ধ্বজার কাজটা যে যৌবনের ধর্ম্ম, তা ত তুমিই বলেছ!

শিবাচার্য্য। সব সত্য। তবুও তার সীমা আছে, তারতম্য আছে। অল্পপ্রাণ খ-ধূপের যৌবন আকাশে উঠেই—হেঁট-মুণ্ডে মাটীতে পড়ে! এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ক্লীবের যৌবন বিরাট অভিশাপ!—

মূর্ত্তি। যাক্ ও কথা। শিবাচার্য্য, চন্দনের সঙ্গে পিতা তীর্থ-যাত্রা কর্‌লেন। আমি তার ব্যবস্থা করে' এলেম।

ধ্বজা। সে কি! চন্দনও চলে গেল? তবে আর আশা কই?—কিসের জন্যই বা লড়াই? মূর্ত্তি, এই কি তোর মরণোল্লাস? পিতাকে ভাইকে তীর্থে পাঠিয়ে—স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছিস্! জাতির এখনও যদি চৈতন্য না হয়—তবে আর উপায় কি?—

মূর্ত্তি। ধ্বজা! –

ধ্বজা। দুর্ভাগ্য দেশ!—

মূর্ত্তি। ধ্বজা, তুই বড্ডই রেগেছিস্! জীবনে এই প্রথম তিরস্কার কর্‌লি আমায়!—বড়ই মধুর লাগ্‌ল। কিন্তু না—ধ্বজা, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি নি। মরণের পরম উল্লাসে বুক আমার ভরে রয়েছে! আজ শুক্ল দশমী, পূর্ণিমার পূর্ণ-বাসরে—মৃত্যুর সঙ্গে আমার মহামিলন হবে! দেখ্‌বি চল।

ধ্বজা। মর্‌বি! তুইও মর্‌বি? দেশটাকে না বাঁচিয়ে মর্‌তে পার্‌বি তুই! এত নিষ্ঠুর—এমন স্বার্থপর তুই—মূর্ত্তি! স্বাধীনতা হারিয়ে ঘৃণ্য জীবন নিয়ে—এই সব শিব-ঠাকুরেরা হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াবে! —অন্ধকারের মত ঝোপে জঙ্গলে লুকিয়ে বেড়াবে! আর,—না মূর্ত্তি, এখন মরিস্ নে! মরণেও শান্তি পাবি নে! আয়—বোন্, তোকে মর্‌তে এখন দেব না।

মূর্ত্তি। ধ্বজা, ভাই!—জাতির জাগ্রৎ যৌবন তুই!

(ধ্বজাকে বাহুপাশে বেষ্টন)

শিবাচার্য্য। মহৎ এই দৃশ্য! ভয় নাই—ব্রাহ্মণ, দেশের সত্যিকার যৌবন আবার দেশকে বাঁচাবে।

মূর্ত্তি। কাঁদ্‌ছিস—ধ্বজা! কাঁদিস্ নে—ভাই! তোর বুকের শোণিত, আমার বুকের শোণিত—আবার দেশকে বাঁচাবে। দেশের যৌবনই আবার দেশকে বাঁচাবে। আর, এই দেখ্—ধ্বজা, এই শ্রীকর শিবাচার্য্য—ভারতের বিগত গৌরবের ক্ষীণ-রশ্মি! এদের সাধনা আবার জাতিকে বাঁচাবে।—অমাবস্যার অন্ধকারে জ্বলন্ত বহ্নি-শিখা—জীবন্ত যৌবন!

শ্রীকর। ভারতের সত্যিকার যৌবন—আজ স্বপ্নের কাহিনী!

শিবাচার্য্য। সত্য—ব্রাহ্মণ, ছিল ভারতের যৌবন—দধীচির বুকের হাড়ে, পরশুরামের কুঠারে! ভারতের যৌবন মূর্ত্তি হয়েছিল—রামচন্দ্রের সমুদ্রশাসনে, কুরুক্ষেত্রে পাঞ্চজন্যে!—

ধ্বজা। দেবতা, ও সব আক্ষেপের দিন ঢের হবে। আগে দেশকে বাঁচাও, তারপর অন্য কথা। মূর্ত্তি, চল্‌লেম। হয় ত এই শেষ দেখা! মুকুটরায় পাণ্ডুয়া উদ্ধারের সংকল্প করে' আস্‌ছে—আমি আর নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌ছি না। ব্রাহ্মণ, আশীর্ব্বাদ কর—যেন জংলালের মত যতক্ষণ শেষ বিন্দু, ততক্ষণ যুদ্ধ কর্‌তে পারি।

(ধ্বজার প্রস্থান)

মূর্ত্তি। শিবাচার্য্য, আমিও চল্‌লেম—বিন্দু মহাসিন্ধুতে মিশে যেতে। সত্যের আহ্বান—আর ত স্থির থাক্‌তে পারি না। ব্রাহ্মণ, পূর্ণিমা তিথিতে ত্রিবেণীতে চল। চল—ব্রাহ্মণ, শিবাচার্য্যের সঙ্গে তুমিও চল।

শিবাচার্য্য। মূর্ত্তি, আজ তোর চক্ষু এত উজ্জ্বল কেন! মুখে তোর স্বর্গের শ্রী ফুটে উঠেছে!—

মূর্ত্তি। চল—শিবাচার্য্য, অমঙ্গলের মাঝে মূর্ত্ত মঙ্গলকে বরণ কর্‌বে। ত্রিবেণীতে গঙ্গা-ভক্ত দরাফকে দেখ্‌বে চল!

শ্রীকর। গঙ্গা-ভক্ত দরাফ! দুর্দ্ধর্ষ পাঠান সেনাপতি দরাফ খাঁ—গঙ্গা-ভক্ত!

শিবাচার্য্য। মূর্ত্তি!—

মূর্ত্তি। কার্য্য-কারণের লীলা-রহস্য—কে বুঝিবে!

শ্রীকর। দরাফ—গঙ্গা-ভক্ত!

মূর্ত্তি। ব্রাহ্মণ, আবার বলি—অমঙ্গলের মাঝে মূর্ত্ত মঙ্গলকে বরণ কর্‌বে

চল। মনে রেখ, বিশ্বের ভাব-ধারার ত্রিবেণী-তীর্থ—ভারতভূমি। আমি চল্‌লেম।

শিবাচার্য্য। দেবী তুই! স্বাধীন স্বরাট্‌ আত্মা তোর—জীবন পরমাশ্চর্য্য! সাধনা তোর ধন্য হোক।

(মুক্তির প্রস্থান)

শ্রীকর। বিচিত্র এ ঘটনা!—এতে বিধাতার অদৃশ্য হস্ত মানস-চক্ষে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি।

শিবাচার্য্য। সত্য—ব্রাহ্মণ, মনে হয়—হিন্দু মোস্‌লেম ভাব-ধারা সমন্বয়ের এটা দিব্য ইঙ্গিত। ভুল' না—ব্রাহ্মণ, ভারতে সনাতন ধর্ম্মের একটা বৈশিষ্ট্য—সমন্বয়ে। তাই শৈব শাক্ত বৈষ্ণবের ন্যায় শত শত সম্প্রদায়—এই ধর্ম্মের উদার পরিসরের কুক্ষিগত!

শ্রীকর। কিন্তু—রাষ্ট্র-বিজয়ী ইসলামের সাম্য ধর্ম্মের বন্যা যে অতি ভীষণ! দেশ জাতি ধর্ম্ম এক সঙ্গে বিপন্ন!—

শিবাচার্য্য। বলেছি ত—ব্রাহ্মণ, অজয়ের কূলে মধুর বংশী-ধ্বনি উঠেছে—বৈষ্ণব সাম্যের প্লাবন সব রক্ষা করবে।

শ্রীকর। শিবাচার্য্য!—

শিবাচার্য্য। ব্রাহ্মণ, বেদ-মন্ত্রে দীক্ষা তোমার, শক্তি-মন্ত্রের উপাসক তুমি!—দুর্দ্দিনে দিশাহারা হয়ো না। উদার প্রাণে দৃঢ়-হস্তে সংগ্রাম কর। বাংলার পল্লি-মাটীতে তোমার জন্ম, বাংলার ফলে জলে তোমার দেহ মন পুষ্ট। বিষধর সর্প আর সুন্দর-বনের শার্দ্দূল তোমার নিত্য সহচর! ভয় তোমাকে দেখে—ভয়ে পালাবে না? চল এখন।

৩য় দৃশ্য—ত্রিবেণী

দরাফ

দরাফ। (ধ্যানান্তে উঠিয়া) কে জানে—কোন্ প্রত্ন-প্রস্তর-যুগে এই বাংলার বুকে সাগর তরঙ্গ খেলা কর্‌ত ! কবে—হিমগিরির পাদমূলে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস প্রহত হ'ত ! তারপর—এক দিন স্বর্ণ-কমলের মত ফুটে উঠল—বারিধির বুকে গঙ্গারাষ্ট্র এই বাংলা দেশ। ভগীরথের তপস্যায়—গঙ্গা মর্ত্ত্যে নেমে এসে এই স্থান মাটী ভরাট কর্‌লে ! এ সব কি পৌরাণিক গল্প কথা ? ব্রহ্মবাদী হিন্দু জড়ের উপাসনা করে কেন ? গঙ্গাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর কি ? কত দিন একান্তে ভেবেছি—উত্তর পাই নি। অন্তরাত্মা আমার !—কি চাইছ ? কা'কে চাইছ ? দেখি আবার, মৌন-ভারতীর বাণী—কিছুতেই কি পাঠ কর্‌তে পার্‌ব না ?

(ধ্যানস্থ হইয়া উপবেশন—পরে মূর্ত্তির প্রবেশ)

মূর্ত্তি। স্বয়ংসিদ্ধ পুরুষ এই দরাফ। জন্মান্তরীণ সুকৃতি না থাকলে এমন হয় না।

দরাফ। কে ? ছায়া ছায়া—অস্ফুট—ধূম্র-মলিন !

মূর্ত্তি। ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে দরাফ কোন্ কল্প-লোকে বিচরণ কর্‌ছে !

দরাফ। যত্ত্যক্তং জননীগণৈর্যদপি ন স্পৃষ্টং সুহৃদ্বান্ধবৈ-
র্যস্মিন্ পান্থদৃগন্ত-সন্নিপতিতৈর্বৈঃ স্মর্য্যতে শ্রীহরিঃ।
স্বাঙ্কে ন্যস্য তদীদৃশং বপুরহো সুপ্রীয়সে পৌরুষং
ত্বং তাবৎ করুণা-পরায়ণপরা মাতাসি ভাগীরথি !

মূর্ত্তি। আশ্চর্য্য !

দরাফ। কে—মূর্ত্তি ! এসেছিস্ ?

মূর্ত্তি। দরাফ !—

দরাফ। (উঠিয়া) মূর্ত্তি, পেয়েছি। জড়ে—অপার্থিব ইঙ্গিত পেয়েছি। মূক মুখর হয়ে উঠেছে, জড়ে চৈতন্যের সাড়া পেয়েছি। অস্ফুট—কিন্তু মধুর, আনন্দময় ! সূর্য্যে চন্দ্রে, আকাশে বাতাসে, জাহ্নবীর কল-তানে —একটা প্রাণময় সঙ্গীতের ধ্বনি শুনেছি !—

মূর্ত্তি। সুন্দর ও সত্যের চির-উপাসক তুমি—এ অনুভূতি তোমাতেই সম্ভব।

দরাফ। সুন্দর ও সত্য ! সত্য তুই আজ বড় সুন্দর—মূর্ত্তি ! আমি যে চোখ ফেরাতে পারছি না। স্বপ্ন-মাধুরী-মণ্ডিত তোর ঐ মুখে আজ যেন রাশি রাশি জ্যোৎস্না ফুটে উঠেছে ! এমন ত কখনও দেখিনি। এত সুন্দর তুই—মূর্ত্তি !

মূর্ত্তি। সুন্দর প্রাণ—জগৎ সুন্দর দেখে।

দরাফ। সত্যই তুই আজ বড় সুন্দর !—

মূর্ত্তি। আজ যে আমার শৃঙ্গার বেশ।

দরাফ। মূর্ত্তি, তোর ঐ ভুবন-আলো-করা রূপে মন আমার পাগল হ'য়ে উঠছে।

মূর্ত্তি। রূপে পাগল কে নয় ?

দরাফ। মূর্ত্তি !—

মূর্ত্তি। আমার এ শৃঙ্গার-বেশ আজ কেন জান ? আজ পূর্ণিমা—আজ আমার মহামিলন হবে। দেবতার চরণে আমি আত্ম-দান করতে এসেছি !

দরাফ। দেবতার চরণে আত্ম-দান ! কেন ?

মৃত্তি। আমার ব্রত সাঙ্গ হয়েছে—আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে!

দরাফ। মৃত্তি!—

মৃত্তি। কেন—দরাফ?

দরাফ। আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

মৃত্তি। কি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না—দরাফ! আপনার হৃদয়? প্রাণ তোমার চঞ্চল হয়ে উঠেছে—প্রেমের স্পন্দনে! প্রেমের অফুরন্ত নির্ঝর গঙ্গার ধ্যানে—মনে তোমার তরঙ্গ উঠেছে, অন্তর তোমার ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত! প্রেম—সত্য বস্তু দেখায়, সত্য—চির-সুন্দর! তুমি সেই সত্যের পথে চলেছ। তবে মাঝে মাঝে কুয়াশার আবরণে দিশাহারা হ্চ্ছ।

দরাফ। কুয়াশার আবরণ নয়—মৃত্তি! সত্য—তুই, সুন্দর—তুই! অন্তরে বাহিরে আমি তোকেই দেখ্‌ছি। বুক আমার ভরে রয়েছে! —আমি তোর রূপে মুগ্ধ—প্রেমে মুগ্ধ! এর চেয়ে বড় সত্য-বস্তু কি আছে জানি না—জান্‌তে চাইও না।

মৃত্তি। দরাফ!—

দরাফ। মনের উত্তাপে প্রেমের জন্ম। দুটো মনের উত্তাপ সমান হ'লে মিলন হয়। মিলন—স্বর্গ, মিলন—সত্য-বস্তু। মৃত্তি!—

মৃত্তি। তোমার চিত্ত-বিকার হয়েছে! দেবতার চেয়ে মন্দিরকে বড় দেখছ।

দরাফ। মৃত্তি, মন্দিরের পথেই ত দেবতার দর্শন হয়!

মৃত্তি। দরাফ, এই ত তোমার ফকিরের দণ্ড লৌহ-যষ্টি? সঙ্গে রয়েছে—তবু দিশাহারা হচ্ছ! এ কি জান?—রিপু-বিজয়ের কুঠার। এই কুঠার তোমায় অমর কর্‌বে।

দরাফ। চাই না আমি অমর হতে। উলঙ্গ প্রাণ আমার চাইছে—

সুন্দরের পূজা কর্‌তে! সত্য আমি দিশাহারা জ্ঞানহারা হয়েছি—ঐ তোর মোহিনী-রূপে! শুষ্ক জ্ঞান আমি চাই না, মুগ্ধ-প্রেমিক আমি! আমি তোকে চাই—মুক্তি, স্বর্গের বিনিময়ে!

মুক্তি। দরাফ, আমি চল্‌লেম।

দরাফ। যাস্‌নে—পাষাণি! বুকে আমার আগুন জ্বেলে কোথা যাস্—সর্ব্বনাশি!—

(মুক্তির হস্তধারণ)

মুক্তি। দরাফ, হাত ছাড়। মন তোমার অপবিত্র হয়েছে—চিত্ত কলুষিত! ফকিরের যষ্টির অমর্য্যাদা করেছ—রিপুর কিঙ্কর তুমি!

(মুক্তির হস্তত্যাগ)

দরাফ। তুমি কি আমায় ঘৃণা কর?

মুক্তি। না। শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি।

দরাফ। আমি মুসলমান বলে'!—

মুক্তি। না—দরাফ, ঘৃণা আমাদের কাউকে করতে নাই। কারও ধর্ম্মকেও—না। গীতায় কৃষ্ণোক্তি—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।

তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

দরাফ, আমরা জানি—আসল ধর্ম্মের পার্থক্য কোথাও নাই।

দরাফ। মুক্তি, অপরাধী আমি—ক্ষমা কর্ আমায়! তিরস্কার কর্—শাস্তি দে!

মুক্তি। দরাফ, উদ্‌ভ্রান্ত হয়ো না। প্রেম স্বর্গের সামগ্রী, বুদ্ধির দোষে তাকে হত্যা কর' না।

দরাফ। মূর্ত্তি, সহজ সরল সত্য বল—তুই কি বল্‌ছিস। ঐ রূপ, ঐ অম্লান সৌন্দর্য্য—কিন্তু নিষ্প্রাণ কেন!

মূর্ত্তি। দরাফ, কি বল্‌ছিলে?—জড়ে তুমি চৈতন্যের সাড়া পেয়েছ! কুলু-কুলু স্বর-লহরে গঙ্গা কি বলে—শুনেছ? গঙ্গা প্রেমের কথা বলে—অতৃপ্ত প্রণয়-গীতি গান করে। ঐ সুরের উৎস কোথায় জান? শ্রীকৃষ্ণের মোহন-বাঁশরী! ঐ বাঁশী শুনে—ব্রজ-গোয়ালিনীরা চিরদিন প্রণয়ী ছিল!—বুক-ভরা অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে—অম্লান যৌবনের মাধুরী-ভরা রূপ নিয়ে!

দরাফ। চিরদিন প্রণয়ী!—অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে!

মূর্ত্তি। তারা ছিল—সত্যিকার প্রণয়ী।

দরাফ। উত্তপ্ত বুকের অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে—চিরদিন প্রণয়ী! মূর্ত্তি, আমার হাত ধর, সঙ্গে নিয়ে চল। চোখের সাম্‌নে আমার আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব চল্‌ছে—আমি যে ঠিক ধারণা কর্‌তে পার্‌ছি না! মূর্ত্তি!—

মূর্ত্তি। (দরাফের হস্ত ধরিয়া) কেন—দরাফ?

দরাফ। এ যে কঠোর পরীক্ষা!

মূর্ত্তি। মনে সংশয় দেখা দিচ্ছে? আপনাকে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছ না? জাহ্নবীর অধম সেবিকা আমি—আমি পারি, তুমি পারবে না? ঐ বিশাল বক্ষ, বলিষ্ঠ বাহু, উন্নত ললাট, দিব্য কান্তি—এ কি কাপুরুষের? জাহ্নবীর মানস-পুত্র রিপু-জয়ী ভীষ্মের কথা শোন নি?—মানবতার পূর্ণ বিকাশ!

দরাফ। মূর্ত্তি, হাত ছাড়্। জাহ্নবীর দিব্য-বাণী আর একবার তন্ময় হয়ে শুন্‌ব। কূলে কূলে পুণ্য-তীর্থ বসিয়ে, বুকে অশান্ত ঢেউ তুলে—কল্লোলিনী আপন মনে কি গান গাইছে, কাণ পেতে শুন্‌ব। মর্ম্মের তারে সে সুর তুল্‌ব। দেখি, তুই ধরা দিস্ কি না?

মূর্ত্তি। দিব্য-প্রেরণায় চক্ষু তোমার জ্যোতির্ম্ময়! অন্তর-লোক আলোক-পূর্ণ! দরাফ, গঙ্গার ধ্যানে প্রেমের সাধনা কর। প্রেম—স্বর্গে মর্ত্ত্যে স্বর্ণ-সেতু।—হিরণ্ময় সরণি!

দরাফ। মূর্ত্তি,—সঙ্গীত-রূপিনি!

মূর্ত্তি। পুরাণে শুনেছি—মহাদেবের সঙ্গীতে বিষ্ণু দ্রবীভূত হয়েছিল। সেই দ্রবীভূত বিষ্ণুই গঙ্গা! দরাফ, এ রূপকথা—কাব্য দর্শন শিল্প সুর সঙ্গীত, আবার—অতীন্দ্রিয় ধ্যানের বস্তু। আমি এখন চল্‌লেম। আবার দেখা হবে—আত্মিক মিলনের স্বর্ণ-সূত্রে আমরা যে চির-গাঁথা!

দরাফ। যাস্‌নে—মূর্ত্তি, বুঝি এইবার তোকে চিনেছি!

মূর্ত্তি। দরাফ, আত্ম-বিস্মৃত হয়ো না। আবার দেখা হবে—অনাবিল আনন্দের মাঝে! যাই আমি।

(মূর্ত্তির প্রস্থান)

দরাফ। চলে গেল! পাণ্ডুয়া বিজেতার কি শোচনীয় পরাজয়!

(মূর্ত্তির পুনঃপ্রবেশ)

মূর্ত্তি। পরাজয়—না জয়? যার কাছে মদন মূর্চ্ছিত হয়—তার চেয়ে শক্তিধর কে?

দরাফ। দেবি—দীপ্তিময়ি! আর তোর পথে বিঘ্ন হ'ব না—ক্ষমা কর আমায়!—

মূর্ত্তি। দরাফ, দেব-কার্য্য সম্পন্ন কর।

(মূর্ত্তির প্রস্থান)

দরাফ। অচ্যুত-চরণ-তরঙ্গিনি, শশিশেখর-মৌলী-মালতী-মালে।
ত্বয়ি তনু-বিতরণ সময়ে, হরতা দেয়া ন মে হরিতা॥

শূন্যীভূতা শমননগরী—নীরবা রৌরবাস্থা
যাতায়াতৈঃ প্রতিদিন-মহো ভিদ্যমানা বিমানাঃ।
সিদ্ধৈঃ সার্দ্ধং দিবি দিবিষদঃ সাক্ষপাত্রৈকহস্তা
মাতর্গঙ্গে যদবধি তব প্রাদুরাসীৎ প্রবাহঃ॥

(শিবাচার্য্য ও শ্রীকরের প্রবেশ)

শিবাচার্য্য। ব্রাহ্মণ, ধ্যান-মগ্ন দরাফকে দেখ! সত্যই অমঙ্গলের মাঝে মঙ্গল মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে।

দরাফ। পত্যাহি গাঙ্গং ত্যজ্যতামিহাঙ্গং, পুনর্নচাঙ্গং যদি বৈতিচাঙ্গং।
করে রথাঙ্গং শয়নে ভুজঙ্গং, যানে বিহঙ্গং চরণে চ গাঙ্গং॥
কত্যক্ষীণি করোটয়ঃ কতি কতি দ্বীপি-দ্বিপানাং ত্বচঃ
কাকোলাঃ কতি পন্নগা কতি সুধা ধাম্নশ্চ খণ্ডাঃ কতি।
কিঞ্চ ত্বঞ্চ কতি ত্রিলোকজননি ত্বদ্বারিপুরোদরে
মজ্জজ্জন্ত-কদম্বকং সমুদয়ত্যেকৈক মাদায়-যৎ॥
কুতোঽবীচিবীচিস্তব যদি গতালোচন পথং
ত্বমপীতা পীতাম্বর পুরনিবাসং বিতরসি।
ত্বদুৎসঙ্গে গঙ্গে যদি পততি কায়স্তনুভৃতাং
তদা মাতঃ শাতক্রতব-পদলাভোঽপ্যতি লঘুঃ॥
ত্বমম্ভো লোকানা-মখিলদুরিতান্যেব দহসি
প্রগন্ত্রী নিম্নানামপি, নয়সি সর্ব্বোপরিতনান্।
স্বয়ংজাতা বিষ্ণোর্জ্জনয়সি মুরারাতি নিবহা—
নহো মাতর্গঙ্গে কিমিহ চরিতংতে বিজয়তে॥

শিবাচার্য্য। ব্রাহ্মণ, ঋষি দরাফকে অভিবাদন কর।

দরাফ। (উঠিয়া) আপনারা কে?

শিবাচার্য্য। আমরা ব্রাহ্মণ।

দরাফ। আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

উভয়ে। নমস্কার।

শ্রীকর। মহর্ষি দরাফ, বিস্ময়-মুগ্ধ-প্রাণে আপনার গঙ্গা-স্তোত্র শ্রবণ করলেম। আমরা আপনাকে অভিবাদন করি। (মাল্য-দান)

দরাফ। আপনারা মহৎ।

শিবাচার্য্য। মহাত্মন্, আপনার কৃত গঙ্গা-স্তোত্র—আজ থেকে—বাল্মীকি ও শঙ্করের গঙ্গা-স্তোত্রের পার্শ্বে সমাদরে স্থান পাবে। আজ থেকে—দরাফ কৃত গঙ্গা-স্তোত্র হিন্দুর নিত্য ও নৈমিত্তিক পাঠ্য।

দরাফ। হিন্দু-ধর্ম্ম উদার।

শিবাচার্য্য। ব্রাহ্মণ, হিমগিরির গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গে স্বর্ণ-লেখায় বল,—"ভারত—বিশ্বের ভাব-ধারার ত্রিবেণী তীর্থ।"

শ্রীকর। সত্য—শিবাচায্য, এ বিচিত্র ঘটনায়—ইসলাম ও হিন্দু সভ্যতার সমন্বয়ের সূত্রপাত হ'ল।

দরাফ। এ স্বপ্ন সত্য হ'ক।

(গঙ্গা গর্ভে মূর্ত্তির আবির্ভাব)

শিবাচার্য্য। ঐ দেখ—ব্রাহ্মণ, গঙ্গা-অংশে সম্ভূতা দেবীর মহাপ্রয়াণ! মকর-বাহিনী জ্যোতির্ম্ময়ী—শ্রীমূর্ত্তি!

দরাফ। মা—মা!—

সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
স তরতি নিজ পুণ্যৈস্তত্র-কিন্তে মহত্ত্বং।
যদি চ গতি বিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বং॥

যবনিকা